সন্দেহ নিরসন।

প্রথম খণ্ড।

।৫০।

অর্থাৎ

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা সন্দেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত
এবং পরমহংস কর্ত্তৃক নিরসিত।

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীকানাই লাল শীল দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শীল এণ্ড ব্রাদর্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭০

শ্রীঐহিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

সর্ব্বসাধারণ জনগণ সন্নিধানে এই বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ে এই যজ্ঞীয় দেশে বৈদিক ধর্ম্মই চিরকাল প্রচলিত ছিল বেদমূলক পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থ সকল অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তত্তদা,স্ত্রোদিত উপাসনায় সকলেই নিবিষ্টচেতা হইয়া সমস্ত পরমায়ুঃ পরিক্ষয় করিয়াছেন, ও করিতেছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। এই বর্ত্তমান কলিযুগের মধ্যে কতিপয়দিবস হইল বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে নিপুণ হইয়া কতকগুলি উৎপথগামি হিন্দুসন্তানেরা হিন্দুশাস্ত্র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক বদ্ধমূল সনাতন ধর্ম্মের প্রমাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহারা পরশাস্ত্রানুমোদী হইয়া স্বশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখতা প্রযুক্ত কেহ কাল্পনিক ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহবা নাস্তিক হইয়া হেতুবাদ দ্বারা স্বদেশের অহিত সাধনেই প্রবৃত্ত সেই সকল অশিষ্টমত খণ্ডনার্থ ও অপাত্রদিগের উদ্বোধনার্থ, পরমহংসোক্ত সযৌক্তিক নানা শাস্ত্রোদিত প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা "সন্দেহ নিরসন" নামে এই পুস্তক মৎকর্ত্তৃক বিলিখিত হইয়াছে, তাহাতে বেদাদিশাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষার্থে সর্ব্বসন্দেহ নিরাস করাগিয়াছে, তদ্দৃষ্টে সাধু সুধার্ম্মিক শ্রদ্ধাবান সংস্বভাবশীল হিন্দুসন্দিহান হিন্দুসন্তানদিগের সম্যক্ সন্দেহভঞ্জন হইতে পারিবে ? এতৎ পুস্তক বিরচনার্থ সংকল্প সকল কল্পরূপে কল্পিত বিকল্প কল্পে অনল্প জল্পনা নহে, প্রথমাদি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত গ্রন্থাভ্যন্তরে হিন্দুদিগের করণীয় সমস্ত বিষয়ের সত্যত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক বহুশঃরূপে বিপুলতর বচনানুকূল সঙ্কুল সংযুক্ত যন্ত্রবৎ নির্ঘণ্ট পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সুবিদিত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ সংক্ষেপোক্তিদ্বারা জানাইতেছি, যে এতদ্গ্রন্থ ধার্ম্মিকদিগের কণ্ঠহার স্বরূপ পরিশোভিত হইয়াছে, ইহাতে দৃষ্টিরাখিলে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়া কলাপ, যাগ যজ্ঞ দেব দেবীর অর্চ্চনবন্দনা-

প্রতিজ্ঞাপত্র।

দির সত্যতার প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারিবেন, এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব পুরস্কারে সর্ব্বদেশ হইতে যে এদেশের ধর্ম্ম সনাতন তাহা নিশ্চয় অবধারিত হইবে। অপর কল্পিত অনল্প কল্পিত ভাক্তত্বজ্ঞানের অসিদ্ধতা সূচক বহুতর প্রমাণ সংধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে সর্ব্বদেশীয় শাস্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও স্বজাতীয় ও বিজাতীয় শাস্ত্র প্রমাণে প্রমাণ করা গিয়াছে এবং ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অপক্ষপাতে শাক্ত বৈষ্ণব শৈবাদিমতের নিষ্ঠাসূচক অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ব্রহ্মোপাসনার সোপান প্রদর্শিত হইয়াছে, কালানুসারিক ব্যবহার প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাদি দেশোৎপত্তি তত্তদ্দেশাচারাদির ও প্রস্তাব কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে যে যে সন্দেহ আছে, তাহা প্রায়ই নিরাকৃত করা গিয়াছে, সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিয়া জানাইতেছি. মূলগ্রন্থদৃষ্টে ধার্ম্মিকগণে নিরতিশয় আনন্দপাথোধিসলিলে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এই প্রবীন গ্রন্থে নবীনত্ব বোধ না করিয়া অপক্ষপাতে উৎসুক হইয়া দেখিলেই আমার চরিতার্থতা লাভ হইবে, কিন্তু নিবেদন এই যে ইক্ষুদণ্ড সদৃশ এই গ্রন্থ কেবল অক্ষরাবৃত্তি কি দৃষ্টিপাত মাত্র সামান্য ভাষাভাষিত পুস্তকের ন্যায় আবৃত্তি করিলে রসবোধ হইতে পারিবেনা, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করিয়া নিষ্পীড়নকরিলেই ইহার সম্যক্ রস উদ্গীরিত হইবে. কিন্তু অতিশয় বৃহদাকার বশিষ্ট পুস্তক বিধায় একখণ্ডে পরিসমাপ্তি করিতে শক্তিমান নহি, এবং গ্রাহকদিগের প্রাপ্তিকালের বিলম্ব বোধে ক্রমশঃ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত রূপে প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম, বৃহদাকার প্রকাশে বহ্বর্থব্যয়ে মূল্যও অধিক হইবে, তাহাতে গ্রাহকগণেও অনায়াসে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, অল্পাবয়ব বিশিষ্ট পুস্তকের অল্প মূল্য হইলে সকলেই অক্লেশে ক্রমশঃ গ্রহণ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারিবেন, এবিধায় স্বল্পাবয়বরূপে খণ্ড বিভাগ ক্রমে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিলাম ইতি।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

পরম পূজ্যবর শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্নধীন্দ্র কর্ত্তৃক সমগ্র এই সন্দেহ নিরসনের নিস্বত্বীভূত হইয়া সংপ্রতি বাৎসল্যভাব জ্ঞানে আমাকে এই সন্দেহ নিরসনের আদ্যোপান্ত সংপূর্ণ স্বত্বাধিকারী করিলেন ইহার পৃথক্ দানপত্র উক্ত কবিরত্ন গুণাকর মহোদয় দ্বারা আমাকে সমর্পণ করিয়াছে।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫
তাং ৩০ আষাঢ়

শ্রীকানাই লাল শীল।

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রকরণ। —— পৃষ্ঠাঙ্ক।

ধর্ম্ম প্রস্তাব ১
কুরুক্ষেত্রাগত নবীন ব্রহ্মধর্ম্মীর সহিত কর্ম্মীর সাক্ষাৎ ... ৩
পরমার্থ ঘটিত বর্ষাবর্ণন ... ... [illegible]
প্রশ্ন জিজ্ঞাসু ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মীর তীর্থ স্বামীর মঠে আগমন ... ১০
ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিচার ১৪
তত্ত্বজ্ঞান গৃহস্থের কঠিন সাধ্য ১৫
কর্ম্ম জ্ঞানার্থ ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন ১৭
পরমহংসোত্তরে জ্ঞানার্থ কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ... ... ঐ
ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরে পরমহংসোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ কথন ২১
ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত কথন ২৩
ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্নে ধর্ম্মোৎপত্ত্যাদির বিবরণ ২৫
বৈদিক ধর্ম্ম প্রশংসা ২৭
শ্বান এবং সিংহের আখ্যায়িকা ২৮
ম্লেচ্ছ যবনোৎপত্তির প্রস্তাবে শাস্ত্রীয় বাহীক জাতি ব্যাখ্যা ৩০
সগরাধিকারে যবন ম্লেচ্ছের বিড়ম্বন এবং বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ বিবরণ ৩১
আদম ও ইবের স্বরূপ কথন ৩২
ম্লেচ্ছ স্বভাব বর্ণন ৩৩
যবন ও ম্লেচ্ছ সংজ্ঞাদ্বয়ের কারণ ৩৫
আবর্ত্ত শব্দার্থ এবং যজ্ঞীয় দেশ বর্ণনার্থে ধর্ম্মবহিষ্কৃত জাতির ব্যাখ্যায় ম্লেচ্ছাদিকে আবর্ত্ত কহিয়াছেন ৩৬
জার্ত্তিক ও আর্য্যম্লেচ্ছ বর্ণন ৩৯
ম্লেচ্ছ স্বভাব বর্ণন এবং জার্ত্তিকম্লেচ্ছের ব্যবহার নিন্দা ... ৪০
ম্লেচ্ছ যোষিত লক্ষণ ও স্বভাব কথন ৪১

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রকরণ। পৃষ্ঠা।

অথ ম্লেচ্ছ পর্ব্ব কথন ৪৩
" ম্লেচ্ছ সংসর্গ নিষেধ ৪৪
" পুরোচন বিলাপ ৪৫
" জার্ত্তিকম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছ স্ত্রীর ভাব প্রকাশ রূপ গুণ ব্যবহারাদির বর্ণন ৪৭
" ম্লেচ্ছাহারাদির বিবরণ ৪৯
" ম্লেচ্ছ স্ত্রীদিগের পাতিব্রত্য বর্জ্জনের কারণ ৫৩
" ম্লেচ্ছ জাতি অস্পৃশ্য তৎপ্রমাণ ৫৫
" আবর্ত্ত শব্দার্থে মুক্তিকাণ্ডলে গতির নিমিত্ত উদাসীন বৈষ্ণবাদির দোষ মার্জ্জনা ৫৬
" দস্যুশব্দ ম্লেচ্ছবাচক হয় তাহার প্রমাণ ৫৭
" মনু যে ভবিষ্যৎবক্তা তৎপ্রমাণ অর্থাৎতাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ছিল ৫৮
" পূর্ব্বে ব্রহ্মশাপে ক্ষত্রিয় সন্তানেরা যে যবন হইয়াছিল তাহারা জার্মা ও জার্ত্তিকাখ্য ম্লেচ্ছ নহে তৎপ্রমাণ ৫৯
" প্রাচীন যবনের অবস্থা বর্ণন ... ... [illegible]
" পারসীক ও মিশরীয় যবনের প্রাচীনত্ব পুরস্কারে জু—জাতীয়ের আধুনিকত্ব সুসিদ্ধ ... ... [illegible]
" পিশাচত্ব সত্বেও আদমের মনুষ্যোৎপাদকত্বের দৃষ্টান্ত ... [illegible]
" মনুক্ত হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম দৃষ্টে পৃথিবীস্থ সকলের ধর্ম্মশিক্ষা [illegible]
" ম্লেচ্ছেরা হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম দৃষ্টে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল তদর্থে ইংরাজী পুস্তকের প্রমাণ ... ... [illegible]
" বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধের বাইবেলের কৃত্রিমত্ব প্রমাণ [illegible]
" হিন্দুধর্ম্ম প্রশংসা এবং সংস্কৃত বিদ্যাও তদ্ভাষার গৌরবত্ব কথন [illegible]
" হিন্দুশাস্ত্রের স্বরূপবর্ণন ... ... [illegible]
" হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইংলণ্ডাদি দেশের ধর্ম্মব্যাখ্যা ... [illegible]
" বৈদিকধর্ম্মের প্রাচীনতা বর্ণন ... ... [illegible]
" বাইবেলের ধর্ম্ম প্রকাশ ও যীশুর দ্বাদশ উপদেশ ... [illegible]

সন্দেহ নিরসন।

ধর্ম্ম প্রস্তাব।

পরম পুরুষার্থ সাধনের মূল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কি আমারদিগের কর্ত্তব্য হয় না? অবশ্যই কর্ত্তব্য হয়, যেহেতুক ধর্ম্মই এক পরম মিত্র, যিনি মরণ কালে মনুষ্যের সহানুগামী হয়েন। যথা। তন্ত্রোক্ত প্রমাণং।

ন পুত্ত্রোপি সহায়ার্থং পিতামাতা চ গচ্ছতি।
নাপিপৌত্ত্রো নচ জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং॥

মনুষ্য সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর নিধনকালের সহায়ার্থ পিতা মাতা পুত্ত্র পৌত্ত্র জ্ঞাতি কেহই অনুগামী হয়েন না, কেবল এক ধর্ম্মই জীবের সহানুগমন করেন।

সুতরাং ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ ও পরমসুহৃৎ এবং পবিত্র হইতে পরমপবিত্র, যেহেতু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই চিত্ত পবিত্র হয়, জগৎ সংসারে জগদীশ্বর সমস্ত মিষ্ট দ্রব্য হইতে ধর্ম্মকেই এক পরমমিষ্ট করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম জনিত মধুর রসাস্বাদনে যদ্রূপ মনের পরিতৃপ্তি হয়, তদ্রূপ আর কোন রসাস্বাদনে হয় না, অতএব ধর্ম্মই সমস্ত নির্ম্মল অখণ্ড সুখের অদ্বিতীয় এক আকর হয়েন। দেখ, ইহলোকে ও পরলোকে যে যত সুখ সম্ভোগ করুক, কিন্তু ধর্ম্মকেই তাহার মূল বলিয়া মানিতে হয়, এই ধরণীমণ্ডলে নানা উপাদেয় বস্তু জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তৎ সম্ভোগার্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হয়, নচেৎ তল্লাভের সম্ভাবনা থাকে না, অর্থাৎ হিম শিশির গ্রীষ্ম বর্ষা শরদাদি কালে সুদৃশ্য মনোহর নানা বস্তু সন্দর্শনে প্রসন্ন চিত্তে আমরা তৎকর্ত্তা বলিয়া পরমেশ্বরের অনুস্মরণ করি, এবং তচ্চিন্তনে যে অখণ্ড আনন্দকে লাভ করি, তাহারও মূল ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মের পর আমারদের এমত বন্ধু কে আছে? যে অপারণীয় মৃত্যু ভয়ের পারদর্শন করা-

ইহা অভয় কল্যাণ পদকে প্রদর্শন করায়। সুতরাং ধর্ম্মকেই আমার-দের জীবন স্বরূপ কহিতে হয়। যেহেতু ধর্ম্মানুষ্ঠান কুৎপুরুষের জীবিত ও মরণ উভয়কালই বিশুদ্ধ সুখাত্মক হয়। যথা (জীব বা মরণ বা সাধুবৃত্তি) অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির জীবন মরণ তুল্য। অচিন্ত্য নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরীহ নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে এক ধর্ম্ম দ্বারাই লাভ করা যায়, ঐহিকে ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোন ক্লেশ নাই এবং ধর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্যের কোন উৎপাত জন্মে না। যথা পুরাণ প্রমাণং।

গৌরেকং পঞ্চ চ ব্যাঘ্রী সিংহী সপ্ত প্রসূয়তে।
হিংসকাঃ প্রলয়ং যান্তি ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং॥

দেখ, এই পৃথিবীতে গাবী এক পুত্র ব্যাঘ্রী পঞ্চ পুত্র সিংহী সপ্ত পুত্র প্রসব করে কিন্তু হিংসাধর্ম্ম প্রভাবে * ব্যাঘ্র সিংহেরদের প্রলয় হইয়া ধর্ম্মাবলম্বী গাবীর এক পুত্রেই জগৎ ব্যাপ্তময় হয়, ফলিতার্থ ধার্ম্মিকের বৃদ্ধি অধার্ম্মিকের বিনাশ হইয়া থাকে।

---

* ব্যাঘ্র ও সিংহের পাঁচ সাত সন্তান হয়, কিন্তু হিংসক বলিয়া তাঁহারদিগের বিনাশ করে এবং তাহার পিতামাতারাও ভক্ষণ করে। নচেৎ এই পৃথিবীতে সিংহ ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ হইত, তদ্রূপ সর্পজাতির অসংখ্যেয় সন্তান জন্মে, কিন্তু তাহার পিতামাতায় গ্রাস করিয়া নিঃশেষ করে।

† গোজাতিরা ধার্ম্মিক পরহিতৈষী একারণ তাহার বংশে জগৎ পরিপূর্ণ, যদি বল এতদ্বাক্যের প্রমাণ কি? যেহেতুক এক্ষণে সর্ব্ব লোকেই আহারীয় পরমোপকরণ বলিয়া গোজাতিকে হিংসা করে ধার্ম্মিক বলিয়া কেহই দয়া করে না, বিশেষতঃ একালে ম্লেচ্ছমতাবলম্বী হইয়া প্রায়ই গোহত্যায় নিপুণ হইয়াছে, ইহাতে গোজাতির যে প্রলয় নাই কে বলে, উত্তর, ইহা সত্য, কিন্তু গোজাতি হিংসিত হইয়াও ধর্ম্মপ্রভাবে প্রবৃদ্ধ, দেখ, এই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গোবৃন্দেরা নিয়ত জীবের উপকার করিতেছে। অতএব অন্যান্য কর্ত্তৃক হিংসিত হইলেও ধার্ম্মিকের নাশ হয় না, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।

অপর, আমরা এতনশ্বর দেহ রক্ষার্থ সমুহ যত্নে কতকত ঔষধী ও তেজোবল বৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার করি, তথাপি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না, কিন্তু ধর্ম্ম প্রভাবে ধার্ম্মিকেরা উপবাস ব্রতনিয়ম কলাকাষ্ঠায় শরীরকর্ষণ কেহ বা শুদ্ধ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতঃ এমত স্বচ্ছন্দ রূপে দিন-যাপন করিতেছেন, যে তদ্দর্শনে পরম চমৎকৃত হইতে হয়, সুতরাং ধর্ম্মকেই পরম আয়ুষ্য বলিতে হয়।

এতৎ শ্রবণে কোন সন্দিহান ধার্ম্মিকের এমত সন্দেহ জন্মিল যে এই ধর্ম্ম প্রভাব সত্য, কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম সনাতন? যেহেতু পৃথিবীমণ্ডলে যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানাতর লোকের বাস, তাহারা সকলে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম যাজন করে এবং আপন আপন ধর্ম্মকে সকলেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, ইহাতে হিন্দুদিগের ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণ কি? এতৎ সন্দেহ নিরাসার্থে জৈমিনিমীমাংসাভিপ্রায়ে সযুক্তিক বাচনিক প্রমাণ প্রকটিত করিতেছি। যথা।

বেদ প্রণিহিতোধর্ম্মোহধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

বেদোনারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতিশুশ্রুমঃ॥

বেদোদিত ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম তদ্বিপরীত অধর্ম্ম যেহেতু বেদই সাক্ষাৎ নারায়ণ, ইহা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কহিয়াছেন।

নচেৎ আপন আপন রীতি নীতি ব্যবহার আচার বিচারকে কেহই অপকৃষ্ট রূপে দৃষ্টি করে না, শুদ্ধ অধার্ম্মিক পামরেরাই স্বধর্ম্মে বঞ্চিত হয়, সমূলক পরম ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করতঃ অমূলক অগ্রাহ্য ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করিয়া মোক্ষপথে বঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু কাল সহকারে শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া পরমধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছে।

অথ কুরুক্ষেত্রাগত নবীন ব্রহ্মধর্ম্মীর সহিত কর্ম্মীর সাক্ষাৎ।

কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মবিচিকিৎসা নিবারণেচ্ছায় বহু দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করতঃ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক নবীন ব্রহ্মধর্ম্মীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তদ্দর্শনে উভয়েই উভয় সম্ভাষণে পরিচয় জিজ্ঞাসায় উভয়েই এক গৌড় দেশা-

ভূপাতি কলিকাতা নিবাসী বিদিত হইয়া পরমাহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন, অনন্তর ব্রহ্ম ও ধর্ম্ম বিচারে পরস্পর উভয়জনেই আনন্দিত হইতে লাগিলেন কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করাতে ব্রহ্মধর্ম্মী তাঁহাকে ভঙ্গীক্রমে বিস্তর ইঙ্গিত করেন, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মী ক্ষুন্নমনা হইয়া তদুত্তরের প্রত্যুত্তর করিতে শক্ত হয়েন না, তৎকারণ এই যে তিনি স্বজাতীয় বিদ্যায় নিপুণ ম্লেচ্ছশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাত নহেন, নবীন ব্রাহ্ম স্বশাস্ত্রজ্ঞ যত হউন বা না হউন, কিন্তু বিজাতীয় ম্লেচ্ছশাস্ত্রে নিপুণ আছেন। যেহেতু মহানগরীয় হিন্দুকালেজে বিচক্ষণ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন, তৎশাস্ত্রোক্ত যুক্তি দ্বারা হেতুবাদ কুশলতা প্রযুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে নিরন্তর খর্ব্ব করিয়া থাকেন, আর কথায় কথায় ইঙ্গিত করেন যে তোমরা নির্ব্বোধ, তোমারদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্ম উপাসনা সকলই অলীক, কেননা বেদশাস্ত্রের বহির্ভূত আচারে পুতুল গঠিয়া পূজাদি কর, বেদে পরব্রহ্মের উপাসনাই করিতে কহিয়াছেন, তদুপাসনার এই নিয়ম যে এতৎ বিশ্বের এক জন কর্ত্তা আছেন ইহা জানিলেই বা মুখে কহিলেই তাঁহার উপাসনা হয়। অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মের কোন রূপ নাই, যিনি আপনাকে স্বরূপ করিতে পারেন না সেই ব্রহ্মের কল্পিত রূপ বলিয়া কতকগুলা তৃণকাষ্ঠ মৃত্তিকায় পুতুল গঠিয়া তোমরা ঈশ্বর বলিয়া পূজা কর, যে প্রতিমার কোন ক্ষমতা নাই এবং বালক্রীড়কের ন্যায় মৃত্তিকাময় শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বর বলিয়া তদর্চ্চনা কর, তাহাতে কি হইতে পারে? অপিচ পরমাত্মাকে আগচ্ছ বলিয়া আবাহন ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জনও করিয়া থাক, হা, কি আশ্চর্য্য! যিনি কথায় আইসেন কথায় গমন করেন তাঁহার ঈশ্বরত্ব কি? বিশেষতঃ যিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার কি আবাহন বিসর্জ্জন আছে? অতএব তোমারদের উপাসনায় নিরর্থ পরমায়ুক্ষয় করা হয় এই মাত্র, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ আমারদের কোন উপাসনা নাই, কেবল একব্রহ্ম অদ্বিতীয় আছেন বলিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। তোমরা নিয়ত ব্রতোপবাসে শরীরকে শোষণ করিয়া সংসারোচিত পরমসুখে

বঞ্চিত হইতেছ, আমরা তাহাতে পরিমুক্ত, আমারদের এই ব্রহ্মধর্ম্মে কোন বৈধাবৈধ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই, ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যক করে না, সময়ের নিয়ম নাই, স্নানাচমনের প্রয়োজন নাই, কোন জাতির অন্নাদি ভক্ষণের বাধা নাই। তোমারা নিষ্প্রয়োজনীয় বৈধাবৈধ বিচারে বাধিত হইয়া নিরর্থ উত্তমাহারে বঞ্চিত হইয়াছ, আমরা সকল দ্রব্যই ঈশ্বর সৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, কেননা ঈশ্বর সৃষ্টবস্তু মাত্রই শুচি যাহারা পাপর [illegible] তাহারাই ঈশ্বর সৃষ্টবস্তু প্রতি অশুচি জ্ঞান করে, সুতরাং আমরা ইন্দ্রিয় দমনাদিতে বিরত হইয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি যে যদ্যদ্বিষয়ে যদ্যৎকালে ইন্দ্রিয়ের বেগ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহাতে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত না করিয়া তদ্বেগ ধারণায় জগদীশ্বরের পরম করুণাকে অবহেলা করা হয় তবে ইন্দ্রিয়াদির অত্যাচরণ করাই অমঙ্গল বটে। ইচ্ছা পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিহ, আমারদের কলিকাতার ব্রহ্মসভায় বক্তৃতা দ্বারা সভা মহাশয়েরা এইরূপ বক্তৃতা দ্বারা নিয়তই উপদেশ করিয়া থাকেন, মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রসাদে অধুনা ঠাকুর বাবুর কৃপায় বঙ্গদেশে প্রায় ক্রমেং অনেকেই সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতৎ শ্রবণে ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্র বিতণ্ডা না করিয়া তাহাকে কহিলেন যে ভাই তোমাতে আমাতে বিরোধ করার প্রয়োজন কি? এই কুরুক্ষেত্রস্থ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামীর নিকট প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর শ্রবণে যাহা শ্রেষ্ঠতম তাহাকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে। এতন্নিরূপণ করিলে পর গ্রীষ্মঋতুর অবসান হইয়া বর্ষাগত হইল।

অথ পরমার্থ ঘটিত বর্ষা বর্ণন।

ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্ব সমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধিবিস্ফূর্য্যিতনভস্তলা॥

অনন্তর বর্ষাঋতু প্রবর্ত্ত আকাশ তলে বিদ্যুত স্ফূর্ত্তি দ্বারা দশদিক দীপ্যমান হইতে লাগিল। [illegible]

স্মরের শরায়োজনমাত্র কেতকীই প্রধানোপকরণ হইয়াছে, অর্থাৎ রতিপতি পতি পত্নীবিয়োগী যুবক যুবতীর হৃদিবিদারণ কেতকী কুসুমচ্ছলে প্রহরণ ধারণ করিয়াছেন, কেতকী পত্রোপরিকন্টকাবলি স্বরূপ কন্দর্পের (হাতকরাৎ) যদ্দ্বারা বিয়োগীচিত্ত বনস্পতিকে খণ্ড বিখণ্ড করেন, এবং তত্তীক্ষ্ণাগ্র সূচের ন্যায় হইয়াছে তাহাতে কলঙ্ক স্বরূপ কপটখণ্ডকে সেবনী অর্থাৎ সেলাই করিয়া কঞ্চুক পরি- ধান করাইয়া দেন, বিশেষতঃ কেতকী পুষ্পরজ রূপ ধূলামুষ্টি গ্রহণে বিয়োগীজন সম্বন্ধে বিমল নয়ন যুগলকে অন্ধীভূত করিয়াছেন যাহাতে ভদ্রাভদ্র কিছুমাত্র দৃষ্টি হয় না।

অন্যদপি। কালের করালাস্ত্র রূপে কেতকী কুসুম কমলাগম কালে প্রস্ফোটিত হইয়া পুষ্পরজচ্ছলে বিষয়ানুরাগ রজে অশান্ত গৃহমেধী জনের নির্ম্মল জ্ঞান দৃষ্টির অবরোধ করিতেছেন, যাহাতে আত্ম কল্যাণ পদবীকে অবলোকন করিতে পারে না। কেতকী পত্রোপরিকন্টকাবলি স্বরূপ কালের করাৎ যাহাতে ধর্ম্মরূপ মহত্ত্ব রুবরকে ছিন্নভিন্ন করিতেছেন, পত্রাগ্রতীক্ষ্ণ সূচের ন্যায়, কালের সূচ যদ্দ্বারা মহামোহ স্বরূপ কঞ্চুক সেলাই করিয়া পরিধান করাইতেছেন যাহাতে আর স্বরূপ রূপের স্ফূর্ত্তি করিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বর্ষাগমে আরও বিবিধবিষয়ের উদ্দীপন করিতেছেন। যথা।

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোমসবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্ন ব্রহ্মেব সগুণংবভৌ॥

সান্দ্র অর্থাৎ সবিদ্যুৎ নিবিড় নীলাম্বুদ জালমালাতে নির্ম্মল আকাশ তলকে আচ্ছন্ন করিয়া বজ্রনিস্পেষধ্বনি রূপ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতেছে, সে কেমন, যেমন নির্গুণ নিরঞ্জন পরব্রহ্ম সগুণ রূপে দীপ্তিমান হয়েন। অর্থাৎ মায়াচ্ছাদনে অরূপে সরূপ হইয়া বাহি- স্তার করেন।

তড়িদ্বন্তোমহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব॥

তর্পণার্থে তদ্রূপ বারি বিতরণ করেন। যদ্রূপ কৃপালু সাধুগণেরা পরদুঃখ স্বরূপ প্রচণ্ড বায়ুবেগে কম্পিত হৃদয় হইয়া সংসারোত্তপ্ত জনের তাপোপশমনার্থ করুণা বারিবর্ষণ করেন।

তপঃকৃশাদেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সীমহী।

যথৈবকাম্যতপসস্তনুঃ সংপ্রাপ্যতৎফলং ॥

যদ্রূপ কাম্যতপসঃ অর্থাৎ কামনা পূরণার্থে জন সকলের শরীর তপস্যায় কৃশ হয়, পুনর্ব্বার তপঃ সমাপ্তে তৎফলে তাঁহারদিগের শরীরের প্রসন্নতা জন্মে। তদ্রূপ তপঃকৃশা পৃথিবী অর্থাৎ সূর্য্যতাপে কৃশা ধরণী আশাঢ় কালে বারিধারা সংপ্রাপ্তে সুপ্রসন্না হয়েন।

নিশামুখেষুখদ্যোতাস্তমসাভান্তি নগ্রহাঃ।

যথাপাপেন পাষণ্ডানহিবেদাঃ কলৌযুগে ॥

যদ্রূপ বর্ষাকালে যামিনীযোগে ঘনঘোরান্ধকারকারিত নভস্তলে গ্রহ নক্ষত্রাদির দীপ্তি রহিত কেবল খদ্যোতই দ্যোতমান হয়। তদ্রূপ ঘোরতর কষায়িত কলিযুগে পাপাসক্ত ব্যক্তি দ্বারা বেদপ্রভার হানি জন্মাইয়া শুদ্ধ পাষণ্ড ব্যক্তিই দীপ্যমান হয়।

শ্রুত্বাপর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকাঃ সসৃজুর্গিরঃ।

তূষ্ণীংশয়ানা প্রাগ্‌যদ্বদ্‌ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥

যদ্রূপ * মেঘধ্বনি শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া মণ্ডূকগণে স্বস্ব বাক্ প্রয়োগে বাধিত হয়, তদ্রূপ নিয়মাত্যয়ে অর্থাৎ তপোনিয়মাবসানে ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করেন।

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতি।

পুংসোযথাঽস্বতন্ত্রস্যদেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥

পূর্ব্বে শুষ্কা ক্ষুদ্রানদী সকল বর্ষাকালে জলপূর্ণা হইয়া উৎপথ-

* মেঘধ্বনি শ্রবণে মণ্ডূক বাক্যের উপমার বিশেষ বক্তব্য, এই যে প্রগাঢ় মেঘধ্বনি শ্রবণে ভেকেরধ্বনির সাদৃশ্য সেইরূপ, যেরূপ বেদধ্বনি [illegible]

গামিনী হয়, কালে আপনিই শুষ্কা হইয়া যায়, সে কিরূপ, যেমন অস্বতন্ত্র জীবের দেহ ধন সম্পদ অল্পকালেই বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্যেরা কিঞ্চিৎ ধন সম্পদ প্রাপ্ত হইলেই কুনদীর ন্যায় * উৎপথগামী হয়, পরে অল্প দিনেই তাহারদিগের বিলোপ হইয়া যায়।

ক্ষেত্রাণিশস্য সম্পদ্ভিঃ কর্ষকানাং মুদংদদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাং॥

তদ্রূপ ক্ষেত্র সকল বর্ষাগমে শস্য সম্পৎ দ্বারা কৃষকদিগের হর্ষকে প্রদান করেন। যদ্রূপ মানিদিগেরে অনুতাপ দৈবাধীন অজানত সিদ্ধি হয়।

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বেনববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥

জল স্থল জীব সকল নবীন জল সেবনে তদ্রূপ সুচারু মনোহর রূপকে ধারণ করে, যদ্রূপ হরিসেবা দ্বারা ভগবৎ ভক্তেরা রুচির রূপে বিরাজিত হয়েন।

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভশ্বসনোর্ম্মিমান্।
অপক্বযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্যথা॥

নবীন বর্ষাগমে বেগবতী নদী সকলের সঙ্গ হওয়াতে সমুদ্র ক্ষুভিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক তরঙ্গযুক্ত হয়, সে কিরূপ যদ্রূপ অপক্ব যোগী লোকের চিত্ত কামিনী সংসর্গে কামগুণে যুক্ত হইয়া উন্মত্তবৎ হয়।

গিরয়োবর্ষধারাভির্হন্যমানোনবিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানাব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ॥

---

* উৎপথগামিনীনদী পদে, কুনদী যাহাতে অষ্টমাস শুষ্কা কেবল বর্ষাকালের জলে পরিপূর্ণা হইয়া দিগ্বিদিগে ধাবমানা হয়, অর্থাৎ তট ভঙ্গ করিয়া দেশ প্লাবন করে। তদ্রূপ প্রাকৃত মনুষ্যেরা সামান্য কিঞ্চিৎ ধনে ধনী হইয়া ভদ্রাভদ্র কিছুমাত্র দৃষ্টি করে না, অনায়াসে যথেষ্টাচারের প্রবৃত্তিতে গোব্রাহ্মণ দেবতা শাস্ত্র সাধুহিংসায় নিরত

পর্ব্বত সকল সেই রূপ বর্ষধারায় আহত হইয়াও বেদনাযুক্ত হয় না। যে রূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবী জনের ব্যসন দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিকে কোন দুঃখে অভিভূত করিতে পারে না।

মার্গাবভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না অসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাশ্রুতয়োদ্বিজৈঃকালেনচাহতাঃ॥

বর্ষাগমে পথ সকল অসংস্কৃত অর্থাৎ তৃণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অগম্য হয়, সে কেমন যেমন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বেদাদিশাস্ত্র অভ্যাসিত হইলেও বিনা আলোচনায় কালে দুরবগাহ হইয়া যায়।

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিম্বিব॥

লোকবন্ধু যে মেঘ তাহাতে বিদ্যুতের সৌহার্দ অর্থাৎ প্রীতির স্থিরতা নাই, যদ্রূপ গুণবান্ পুরুষ হইলেও কামিনী তাহাতে স্থির থাকে না।

ধনুর্বিয়তিমাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিনভোৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষোযথা॥

আকাশে ইন্দ্রধনুর উদয়ে বর্ণহীন আকাশকে সবর্ণ করে, যেমন গুণ সংযোগে অত্যন্ত স্বচ্ছনির্গুণ পুরুষ পরমাত্মাকেও গুণবান্ দেখায়।

নরাজোডুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহংমত্যাভাসিতয়া স্বাভাসা পুরুষোযথা॥

মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্রের জ্যোৎস্না মেঘ দ্বারা রাজিত হয়, অর্থাৎ মেঘের রূপান্তর কে করে, যেমন অহংবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পরমাত্মা জীবরূপে ভাসিত হয়েন।

মেঘাগমোৎসবাহৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষুতপ্তানির্বিন্নাযথাঽচ্যুতজনাগমে॥

মেঘাগমোৎসবে সংহৃষ্ট হইয়া ময়ূরগণেরা কি রূপ আনন্দিত হয়, যেমন গৃহীব্যক্তিরা সংসারতাপে উত্তপ্ত কিন্তু অচ্যুতজন অর্থাৎ

সাধু সমাগমে পরমহৃষ্ট হইয়া তাপের উপশান্তি করে।

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্তসেতবো বর্ষতীশ্বরে।

পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌযথা॥

ঈশ্বর কর্তৃক বর্ষণে জল সমূহ দ্বারা সেতু ভঙ্গ হয়, সে কেমন যেমন কলিযুগে পাষণ্ডগণ কর্তৃকঅসদ্বাদ দ্বারা * বেদমার্গ বিচ্ছিন্নহয়।

অথ প্রশ্নজিজ্ঞাসু ব্রাহ্ম ও ধর্ম্মীর তীর্থ স্বামীর মঠে আগমন।

অনন্তর বর্ষার উপরতি হইয়া শরৎ প্রবর্ত্তহয়. নির্ম্মল আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির দীপ্তিতে জগতকে দেদীপ্যমান করিল, নির্ম্মল জলে জলাশয় সকল প্রস্ফোটিত কমল কহ্লারাদিতে শোভমান হইল. তাহাতে হংস কারণ্ডব কোকাদি পক্ষিগণে স্বরবে জন চিত্তে আনন্দ জন্মাইতে লাগিল, এতৎসুখোচিত সময়ে, ঐ নবীন ব্রাহ্ম ও বৈদিক ধর্ম্মী উভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে কুরুক্ষেত্র নামা মোক্ষক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে স্থানে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ হয়, সেই স্থানে পূর্ব্বতন মহাবীরেরদিগের শিবিরাদি দর্শন করিতেং সমন্তপঞ্চক সান্নিধ্য অভিমন্যুর শিবিরের কিয়দ্দূরে পলাশ বিপিন মধ্যে এক প্রকাণ্ড বটবিটপী মূলে উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে শ্রীশ্রী৺ ভদ্রকালী মূর্ত্তি সংস্থাপিতা আছেন, যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানুসারে যুদ্ধকালে অর্জ্জুন মহাশয় স্তুতি বন্দনাদি করিয়াছিলেন, সেই দেবী তৎক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তৎকৃপাতেই জীব তথায় কৈবল্য পদ লাভ করেন. দেবী মূর্ত্তি সন্দর্শনে বৈদিকধর্ম্মী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, ভাক্ত † ব্রহ্মধর্ম্মী প্রণামাদি করিলেন না। বরং ঐ প্রণামিব্যক্তিকে অনেক ইঙ্গিত করিলেন, এইরূপ তীর্থপরিক্রম করিতে

---

* বেদমার্গ বিচ্ছিন্ন পদে, বেদোদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং যাগযজ্ঞাদির অবরোধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ঈশ্বর সেতু কহিয়াছেন।

† ভাক্ত শব্দার্থে। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে অথচ স্বধর্ম্মীরূপে জানাইলেই সেই ব্যক্তি ভাক্ত শব্দের বাচ্য হয়।

অর্থাৎ তাহারদিগের স্পৃষ্ট জলাদিও গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং সংসার সক্ত ব্যক্তি সংসারোচিত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড প্রবাহ রক্ষা করতঃ সগুণ উপাসনা করিবেন, তাহাতেই তাঁহার পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, যথা যোগবাশিষ্ঠে (বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসংকল্পবর্জ্জিতঃ কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহররাঘব) বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে কহিয়াছেন হে রাম! তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর মনে সংকল্প রহিত হও বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিহ এইরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করহ, নচেৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান প্রশংসা শ্রবণে ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত করিও না, যেহেতু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমহংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা সংসারি ব্যক্তির লাভ হইতে পারে না।

২ ভাক্ত ব্রাহ্মের প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! যদ্যপি সংসারাসক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, আর ব্রহ্মই সত্য তদিতরকে অসত্য বলিয়া বোধ হয় তবে কি তাহার সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য হইবেক না।

২ পরমহংসের উত্তর। ভাল, যদ্যপি সংসারিব্যক্তির এরূপ প্রবৃত্তি জন্মে যে আমি ব্রহ্মোপাসনা করিব, তাহাতে বাধা নাই, কিন্তু সংসারোচিত কর্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞ দেব পিতৃকার্য্যাকে ত্যাগ না করিয়া সদাচারভূত হইয়া বৈধাবৈধ বিচারও ঈশ্বর সেতু লঙ্ঘন না করিয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত থাকিয়া উপাসনা করিলে সংসারি ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয়, যথা যাজ্ঞবল্ক্য। (ন্যায়াগতোধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎসত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপিবিমুচ্যতে॥) যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছেন, যে ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেক এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবৎ বিষয়ে এক নিষ্ঠ হইবে, আর অতিথি সেবাপরায়ণ হইবেক, ও নিত্যনৈমিত্তিক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেক, ও সত্য বাক্য কহিবেক এবম্ভূত গৃহস্থেও পরিমুক্ত হয়। সুতরাং এরূপ শাস্ত্রাজ্ঞা সত্ত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেষ্টাচারে

জনের কথায় বা লিপিতে নির্ভর কেন করিবে? ইহার প্রতিবোধ দিতে আজ্ঞা হয়।

অথ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিচার।

ও পরমহংসের উত্তর। তোমার বাক্যে আমার পরিহাস উপস্থিত হইল, কেননা তুমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, বালক, যেহেতু পূর্ব্বপুরুষ এবং আপ্তপুরুষ ঋষিদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া স্বকপোল যুক্তি দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে বাগাড়ম্বর করিতেছ, তাহাতে বক্তব্য এই, যে তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, বল, বিদ্যা, প্রকৃতা, কতদূর তাহার কিছু সীমা করিয়াছ? এখনও তোমার দ্বারা বিশ্বকার্য্যের কোটি অংশের মধ্যে একাংশেরও নিরূপণ করা সিদ্ধ হয় নাই, যে সর্ব্বদর্শী মহর্ষি শাস্ত্রকারদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা কর ইহাতে কি শোভা হয়? যাঁহারা উক্ত তত্ত্বের সম্যক্ পারদর্শন করিয়া ঈশ্বরের তুল্য ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন, তাহারদিগের কৃত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া কেহ বা গণক, কেহ স্মার্ত্ত, কেহ বা শ্রৌত, কেহ বা বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক হইয়া নিত্য লোকের উপকার করিয়া আসিতেছে, তোমরা এত পরাধীন যে, গণকেরা গণিয়া কহিলে শুভাশুভ দিন এবং গ্রহণাদিকে বিশ্বাস কর, আকাশপানে চাহিয়া কালযাপন কর, এবং সুস্থাসুস্থ শরীর কি কার্য্যে স্বয়ং ক্ষমতা রাখ না, বৈদ্য কি হকিম, অথবা ডাক্তরেরা যাহা কহিবে তাহাতেই নির্ভর করিয়া পথ্যাদি করিয়া থাক, যাহারা পরে এই সকল সামান্য লোকের কথায়, (যে আজ্ঞা বলিয়া মাত্র) তাহারা যে পূর্ব্বতন ঋষিগণের লিপি বা বাক্যে নির্ভর করিতে চাহে না ইহার অপেক্ষা হাস্যাস্পদ, এবং ভগবদ্বিড়ম্বনা আর কি আছে যাহারদিগের স্বশরীরাবস্থার সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা বুদ্ধিতে নাই তাহারা যে অতিসূক্ষ্ম ধর্ম্মের বিচারে আপনাদিগকে মুক্তপুরুষ জ্ঞান করে, সেই তাহাদিগের মূর্খতার এক প্রধান কারণ, সুতরাং এক ব্যক্তি সকলের নিরন্তর নরকপাত দৃষ্টে কারুণ্যোপস্থিত হয়, অতএব

এ সকল দুশ্চিন্তাকে চিত্ত হইতে অন্তরিত করিয়া ধর্ম্মবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবানের উপাসনা করিয়া পরিমুক্ত হও।

৪ ভক্তবৃন্দের প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে গৃহস্থের ধর্ম্মকর্ম্মাদির করণীয়ত্ব আছে, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তাহা এক জ্ঞান দ্বারা সম্পাদন করেন, ইহা ভগবান্ মনু স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—মনুবাক্যং।

জ্ঞানেনৈবা পরেবিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥

কোন২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা, গৃহস্থের প্রতি যে২ যজ্ঞ, শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা সকল কেবল জ্ঞান দ্বারা সম্পাদন করেন, ইহাতে আমাদের জ্ঞান সাধনাতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, আমাদিগকে কর্ম্মত্যাগী বলা সঙ্গত নহে, তবে মূর্খেরমত আমরা বাহিরে আড়ম্বর করি না, সুতরাং জ্ঞান সম্পন্নে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি

অথ তত্ত্বজ্ঞান গৃহস্থের কঠিন সাধ্য।

৫ পরমহংসের উত্তর। হে বৎস! তুমি যে মনু-প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া এক জ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম্মকে তুচ্ছ করিতেছ সে তোমার স্বভাব বৈগুণ্য, বা অজ্ঞতা হইবে, কেননা, তোমার বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাহা হইলে এরূপ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে না। যথা—বিজ্ঞাননিবেকং।

যাবৎকামাদিদীপ্যেত যাবৎসংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয় চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ॥
যাবৎপ্রবত্নবেগোস্তি যাবৎসংকল্পকল্পনং
যাবন্নমনসঃ স্থৈর্য্যং তাবত্তত্ত্বকথাকুতঃ॥

যাবদ্দেহাভিমানশ্চ মমতা যাবদেব হি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্ব কথাকুতঃ॥

যাবৎ শরীরে কামাদির দীপ্তি পাইতেছে, যাবৎ সংসার বাসনা আছে, যাবৎ ইন্দ্রিয় চাপল্য, যাবৎ সর্ব্বকর্ম্মে প্রযত্নরূপ বেগ আছে যাবৎ শুভাশুভ কামনা থাকে, যাবৎ স্থির চিত্ত না হয়, যাবৎ দেহাভিমান অর্থাৎ আমি সুন্দর, বলবান্, ধনী, মানী, সুবেশ, যান বাহন ধন ধান্যে পরিপূর্ণ গৃহ, আমার অট্টালিকা দাসীপুরী ইত্যাকার জ্ঞান আছে, যাবৎ মমতা দূর না হয়, যাবৎ গুরুকারুণ্য প্রাপ্ত না হয় তাবত্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি? অতএব তোমার কি এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ উদয় হইয়াছে? যে তুমি এক জ্ঞানের দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাক, বিশেষতঃ এরূপ জ্ঞান জন্মিলেও যাবৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিবেক, তাবৎ কর্ম্মকাণ্ডাদি করিতে হইবেক, নচেৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কেবল আত্মা শ্রবণ মননে গৃহস্থের কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। কারণ (জ্ঞানেনৈবা পরে বিপ্রা ইত্যাদি) শ্লোকের যে প্রমাণ দিয়াছ তাহাতে (জ্ঞানেন) শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে (সহতৃতীয়া) গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে গৃহস্থের পরিশুদ্ধি হয়, অতএব সংসারে থাকিয়া মুক্তিলাভ কঠিন সাধ্য, কিন্তু পরিব্রাজক হইলে অনায়াসে মুক্তি হয়, যেহেতু তাঁহারা কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ করে। গৃহস্থ দিগের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানী তাহাকে কহি, যে ব্যক্তি সকাম কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করেন। সকলতত্ত্বার্থ শাস্ত্রকৃৎ পুরুষ মন্বাদিরা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছেন, যে তাবৎ ক্রিয়াই জ্ঞানমূলা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্না, তিনি যজ্ঞময়, সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে উক্ত আছে, যথা শ্রুতিঃ। (তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি) তপস্যাদি সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে কহেন, অতএব

পুরুষার্থ এই যে ফলাভিসন্ধি ত্যাগে তদর্পিত মানসে জ্ঞানীরা উক্ত কর্ম্মকে সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অথ কর্ম্ম ত্যাগার্থ ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন।

ভাক্তব্রাহ্মের প্রশ্ন। যদি গৃহস্থের পক্ষে যথোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনীয় হয়, তবে ভগবান্ মনু এরূপ অনুশাসন কেন করিয়াছেন? যথা—মনুবাক্যং।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমেচস্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্॥

যথোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন, ইহাতে এই বোধ হয়, যে কর্ম্ম না করিয়া শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও বেদাভ্যাসাদিতেই সম্যক্ সিদ্ধি হইতে পারে।

অথ পরমহংসোত্তরে জ্ঞানার্থ কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা।

পরমহংসের উত্তর। পূর্ব্বোক্ত এবং এই মনু বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বেদাভ্যাস ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান, এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রশংসা ব্যতীত কর্ম্ম ত্যাগের পরিগ্রহ হইতে পারে না, যেহেতু বেদে কি পুরাণে কি উপনিষদে অথবা স্মৃতিতে এমত অনুশাসন করেন নাই যে জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হইলে কর্ম্ম করিবেক না। বরং কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান জন্মেনা ইহাই অনুশাসন করিয়াছেন। তবে পরিব্রাজকের পক্ষে বেদাভ্যাসাদির বিশেষ বিধি আছে যে তাঁহারা বাহ্যোপকরণ হীনতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বেদাভ্যাস, আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অধ্যাত্ম ক্রিয়ায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন ইহা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে. তবে বচনে যে যথোক্ত কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে কহেন, সে গৃহস্থো-

চিত্ত কর্ম্মপর না হইয়া পূর্ব্বোক্ত সকামকর্ম্মপর হয়, ইত্যর্থে গীতার ১৮ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, আত্মজ্ঞানাভিলাষে শমদমাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বেদাভ্যাসে অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যত্ন গৃহস্থেরা সর্ব্বদাই করিবেন। ইহা অর্জ্জুনকে ভগবান্ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন, যে জ্ঞানিদিগের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য. যথা (মাকর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণীত্যাদি) মোক্ষার্থির ফল হেতু কর্ম্ম অকর্ত্তব্য কিন্তু কুকর্ম্মেরও সঙ্গ করিবেক না, যেহেতু (শরীর যাত্রাপিচতেনপ্রসিদ্ধেদকর্ম্মণইতি) অর্থাৎ বিনা কর্ম্মে তোমার শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না, যেরূপে হউক কর্ম্ম করিতে হইবেক, সুতরাং ভোগার্থ শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়। যথা—ভগবদ্গীতায়াং।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্মকরোতিযঃ।
সসন্ন্যাসীচ যোগীচ ননিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥

কর্ম্মফলাভিসন্ধি ত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি সতত কর্ম্ম করে, নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেও নিষ্ক্রিয় (শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াতে, বৈমুখ না হয় সেই সন্ন্যাসী সেই যোগী অতএব মুক্তীচ্ছু ব্যক্তির সতত কর্ম্ম কর্ত্তব্য. তাহাতে বলপূর্ব্বক সংসারি ব্যক্তি. কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে কি কর্ম্মকে স্বেচ্ছে পরিগ্রহ করিলে ঈশ্বর-সেতু ভঙ্গ হয়. অপরাধে নরক ভোগ করে যেহেতু কর্ম্ম ত্যাগে দোষদর্শন আছে। যথা—ভগবদ্গীতায়াং।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামোমোঘং পার্থ স জীবতি॥

অর্জ্জুনকে ভগবান্ কহিয়াছেন, যে এরূপ প্রবর্ত্তিতচক্র অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাদির বিধিতে যে অনুবর্ত্তিত না হয়, এবং পাপাশয় ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার জীবন ধারণ নিরর্থ, অর্থাৎ

স্বপ্নবৎ কালযাপনমাত্র, অতএব তোমরা সংসারি বিষয় কর্ম্ম রক্ষণে বিলক্ষণ তৎপর কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের বিষয়েই জ্ঞানাভিমানে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাক, বস্তুতঃ নিশ্চয় জানিহ যে ধর্ম্ম বৈমুখ হইলে ধর্ম্মের হানি নাই কেবল তোমরাই মুক্তি বিষয়ে বৈমুখ হইতেছ, ধর্ম্ম গতি কর ধর্ম্মের পর বন্ধু নাই ধর্ম্মেতেই মোক্ষলাভ হয়, যেহেতু শ্রুতিতে কহেন যে (সত্যংবদধর্ম্মঞ্চর) সত্যবাক্য কও ধর্ম্ম আচরণ কর। জ্ঞান প্রশংসা বাদে কর্ম্ম পরিত্যাগ যে ব্যক্তি করে, সে ব্যক্তি কদাপি জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, যেহেতু জ্ঞানোৎপাদক কর্ম্মের অকরণীয়ত্ব হইলে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায় ভগবান যোগ কথনের মধ্যেও অর্জ্জুনকে দুইবার শাসন করিয়াছেন, কেননা জ্ঞান প্রশংসা শ্রবণে পাছে অর্জ্জুনের চিত্তে মোহ কলিতে আরূঢ় হইয়া স্বধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোদিত কর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মে। (যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসিকৌন্তেয় তৎকুরুস্বমদর্পণং॥) হে অর্জ্জুন তুমি যে কোন কর্ম্ম কর তাহা আমাতে অর্পণ করিলে তৎকর্ম্ম তোমার দেহ বন্ধের নিমিত্ত হইবেক না। অতএব শ্রুতি কহেন, (ধর্ম্মএব সর্ব্বং ধত্তে) ধর্ম্মই সকলকে ধারণা করেন।

এবং বাশিষ্ঠরামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিয়াছেন। যথা-প্রমাণং।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জ্জগৌ তস্মাৎ সদা-
কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা। নতু স্বতন্ত্রাধ্রুবকার্য্য-
কারিণী বিদ্যান কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে॥

কর্ম্মের অকরণে বেদে প্রত্যবায় উক্ত হইয়াছে, অতএব মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি ঈশ্বরে ফলার্পণ করতঃ শ্রুতিস্মৃতি উক্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মবিদ্যা সাধনীয়া কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও কর্ম্ম করিবেক ইহা শ্রুতিতে কহিয়াছেন, তথাহি

অস্যটীকায়াং (ব্রহ্মবিদাপি কিং কর্ম্মনাপেক্ষতে অপিতু অপেক্ষতে ইতি) ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হয় তাঁহার কি কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না? অবশ্যই থাকে। যথা—রামগীতায়াং।

যাবৎ শরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বেধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিদ্ধ জজ্ঞাত্মা পরাত্মান মথত্যজেৎক্রিয়াঃ॥

অবিদ্যারূপা মায়া দ্বারা অনাত্মভূত শরীরাদিতে জীবের যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংকর্ত্তা ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে, সে পর্য্যন্ত বিধিবোধিত কর্ম্মের অধিকার আছে, পরে অহংবুদ্ধি নাশ হইলে জগৎকে মিথ্যারূপে নিশ্চয় জানিয়া সেই পরমাত্মাকে পরম কারণ জ্ঞানে * শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় বিষয় যে শব্দ স্পর্শাদি তাহাতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাই পরম প্রাপ্যবস্তু জ্ঞানে তাহাতে নিমগ্ন হইবে ইত্যর্থে কোন কালেই কর্ম্ম ত্যাজ্য হয় না যাবৎ শরীর ধারণ করিতে হইবে তাবৎকর্ম্মাধিকার যেহেতু কর্ম্মাত্মক শরীর, কর্ম্মের অকরণে ভাক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়, ইহা সাংখ্যসূত্রে কহিয়াছেন। যথা—প্রমাণং।

তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ।

জ্ঞানী, কি কর্ম্মী উভয়ের পক্ষেই নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে বিশেষ এই যে কোন মতে ফলাভিসন্ধানে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেতে চিত্তস্থৈর্য্য পর্য্যন্ত

* শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ইহা বাক্যের ভঙ্গীমাত্র অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না, ইন্দ্রিয় বৃত্তিরহিত হইলে কর্ম্ম আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়।

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেন, কারণ যাবৎ আত্মাভিমান দূর না হয় তাবৎ জ্ঞানে অধিকার হয় না, সুতরাং যদধিকারে স্থিতি করিবে তদধিকারের মত না চলিয়া অধিকারী বলিয়া জানাইলেই ভাক্তত্ব প্রতিপন্ন হয়, অতএব যাঁহারা সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করে না, অথচ জ্ঞানী বলায়, কিন্তু জ্ঞানানুষ্ঠানও করে না তাহারদিগকে ভাক্তজ্ঞানী বলে।

অথ ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরে পরমহংসোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ কথন।

১ ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। (পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করেন) স্বামিন্, আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন সে ধর্ম্মের লক্ষণ কি? এবং ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ কি না?।

২ পরমহংসের উত্তর। ধর্ম্মের স্বরূপ-লক্ষণ যদ্যপি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। সত্য, অক্রোধ, অস্তেয়, অহিংসা, দয়া, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমাৎসর্য্য শৌচ ইত্যাদি ধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ হয়, এবং সকল অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি করিতে পারে সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, যদ্যেক একের অনুষ্ঠানেও জ্ঞানভূমিতে আরোহণের ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম বস্তুত্বে এক, শব্দ ভেদমাত্র, ইহাতে গৌণ মুখ্য নাই. যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করেন, কেবলাদ্বৈত অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, ফলিতার্থ এক, তাহার কারণ দেখাইতেছি।

যদ্রূপ বেদান্তে ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যায় আত্মা, জীব, মন, অহঙ্কার এই চারি অবস্থা মানেন, তদ্রূপ ধর্ম্মেরও চতুরবস্থা সত্য, শৌচ, দয়া, দান, এতৎ চতুষ্টয় ধর্ম্মপাদ, যাঁহাকে আত্মা বলি, তিনিই (সত্য) যথা শ্রুতি (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি) সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, সুতরাং সত্য শব্দে আত্মা যাঁহাকে (জীব) বলেন তিনি শৌচ অর্থাৎ পবিত্র যেহেতু জীবের তুল্য পবিত্র নাই কারণ

জীবাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত পবিত্র দেহ তদভাবে শব অস্পৃশ্য হয়, তদ্রূপ যে শরীরে সদাচারের অধিষ্ঠান সেই শরীর পবিত্র হয়।

বেদান্তে যাহাকে (মন) কহেন, তাঁহাকেই (দয়া) রূপ কহি অর্থাৎ মনঃ দ্বারা মনুষ্যলোকে সকলের প্রিয় তদ্রূপ দয়াবান ব্যক্তি ত্রিলোকে অপ্রিয় হয় না।

অহঙ্কার শব্দে আত্মাভিমান অর্থাৎ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলি জানায়. তদ্রূপ দানশীল ব্যক্তি সর্ব্বত্রে যশোবিস্তার করতঃ লোকে শ্রেষ্ঠ শব্দের বাচ্য হয়, কিন্তু এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের মুখ্য স্বীকার এবিধ করায় য, যে আত্মাভিমানীর শত্রু উত্থান হয়, দানশীলের শত্রু নাই

যদ্রূপ ব্রহ্মের অবস্থা তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, তদ্রূপ ধর্ম্মের অবস্থা, সত্যাখ্য-তুরীয়, শৌচাখ্য-সুষুপ্তি, দয়াখ্য-স্বপ্ন দানাখ্য-জাগ্রৎ যদ্রূপ এক ব্রহ্মশক্তি হইতে তিন গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম উৎপত্তি তদ্রূপ ধর্ম্মেরশক্তি হইতে অকর্ম্ম কর্ম্ম বিকর্ম্ম উৎপন্ন যথা সত্যাখ্য (অকর্ম্ম) অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম, রজ আখ্য (কর্ম্ম) অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম, তম আখ্য (বিকর্ম্ম) অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম সুতরাং গুণ কর্ম্ম ভেদে ব্রহ্মধর্ম্মের অভেদ বেদে কহিয়াছেন, বিশেষ এই যে ব্রহ্মেরস্বরূপত্ব জানিবার সাধ্য নাই, ধর্ম্মেরস্বরূপত্ব প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সুতরাং ধর্ম্মোপাসনা করিলেই মোক্ষ লাভ তাহাতে সন্দেহ কি, অজ্ঞেরা পরম পবিত্র সুখদধর্ম্মের দ্বেষ করিয়া ব্রহ্মদ্বেষ লাভেচ্ছু হয়. ফলিতার্থ ধর্ম্মের বিদ্বেষে ব্রহ্মবিদ্বেষই করা হয়. ইহা মোহ জালে আবৃত হইয়া জানিতে পারে না। তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে রাজ-পুরুষ এক জন সময়েং কর্ম্মদ্বয় সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ দৈহিক-বিচারক, ও দায়-বিচারক হয়েন, ফলে তিনি এক. যদি কেহ দায় বিচারকের প্রশংসা করিয়া দৈহিক বিচারকের দ্বেষ করে তবে তাহার সম্বন্ধে সেই দ্বেষে কি দায় বিচারকের দ্বেষ করা হয় না। তাহাতে কি রাজ বিদ্বেষকারীরূপে রাজার নিকট অপরাধী নহে? সেইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মের দ্বেষ করাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হয়।

ভাক্ত ব্রাহ্মের উক্তি। হে ভগবন্ ! ব্রহ্মের উৎপত্তির অভাব, ...উৎপত্তির কথা বেদে শ্রবণ হইতেছে।

অথ ধর্ম্মের নিত্যত্ব কথন।

পরমহংসের উত্তর। হাঁ বাপু, একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মোৎপত্তির ... কেমন যেমন চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, অর্থাৎ যামিনীযোগে সূর্য্য অদর্শন থাকিয়া প্রভাতকালে প্রকাশ পায়েন, ফলিতার্থ তাঁহাতে হানি ... কেবল লোকের অদৃশ্যমাত্র, সেইরূপ ধর্ম্মও কালেং অদর্শন হইয়া কালেং উদয় হয়েন, সেই উদয় কালকেই ধর্ম্মোৎপত্তির কাল বলিয়া ... করিয়াছেন, যথা (অপ্‌ভ্যঃ সূর্য্যোদেতি) জলে হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহাতে কি জলে হইতেই সূর্য্য উঠেন ? এমত নহে, সমুদ্র নিকটে বোধ হয়, যেন সূর্য্য জলে হইতে উঠিলেন, তদ্রূপ প্রকাশ-... ধর্ম্মেরও উৎপত্তির বার্ত্তিক শ্রুতি কহিয়াছেন। (ধর্ম্মো নিত্য-শাশ্বতোয়ং পুরাণনিতি) ধর্ম্ম নিত্য শাশ্বত অতি-প্রাচীন, ইহাঁকে অনাদি নিধন বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্ম ব্রহ্মের অভিন্নতা পদেং দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রহ্ম যেমন জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের এক কারণ ধর্ম্মকেও এক ... মানিয়াছেন, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ধর্ম্মও অদ্বিতীয়, (আত্মোপাসীৎ) শ্রুতিতে যেমন এক উপাস্য আত্মাকে কহিয়াছেন সেইরূপ ধর্ম্মও এক উপাস্য হয়েন যেমন ব্রহ্মের সত্তায় জগৎধারণা হইয়াছে, সেই-রূপ এক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জগৎ আছে, আত্মাকে বন্দন মনন ইত্যাদি করিতে শাসন করিয়াছেন তদ্রূপ ধর্ম্মকেও কহিয়াছেন এবং আত্মাই সর্ব্ব শক্তিমান বলিষ্ঠ ধর্ম্মও সর্ব্বশক্তিমান হয়েন।

ধর্ম্মেণজায়তেলোকঃ ধর্ম্মেণৈব প্রবর্দ্ধতে।
ধর্ম্মেণ গ্রসিতঃকালে ধর্ম্ম এবাত্র কারণং ॥

ধর্ম্মেতে লোকের উৎপত্তি, ধর্ম্মেতে বৃদ্ধি, ধর্ম্মেতেই পরিণামে নাশ পায়, অতএব ধর্ম্মই এতৎ সৃষ্টিস্থিতি লয়াদির কারণ হয়েন।

ধর্ম্মেণৈব জগৎসুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মোধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তুনকিঞ্চিদস্তুভুবনেধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

ধর্ম্মের দ্বারা এই জগৎ সুরক্ষিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, অতএব ধর্ম্মের পর কিঞ্চিৎ বস্তুও ভুবনে নাই, সেই সনাতন ধর্ম্মকে নমস্কার করি। (ধর্ম্মাৎপরোনাস্ত্যথাতোবলীয়ান্ বৈদিকী শ্রুতিঃ) ধর্ম্মের পর বলবান্ নাই ইহা বেদে কহিয়াছেন, (ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তীতি শ্রুতির্জগৌ) স্বধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, তথাচ (ধর্ম্মেণ পাপানপনুদতিবৈশাস্ত্রীশ্রুতিঃ) ধর্ম্ম দ্বারা পাপাপনোদন হয়, অতএব ধর্ম্ম রক্ষা করাই পরম নিঃশ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল (যতোধর্ম্মস্ততোজয়ইতি ভীষ্মোক্তিকংবচঃ) ধর্ম্ম রক্ষাতেই জয় হয় ইহা ভীষ্ম কহিয়াছেন।

পরমহংসোক্ত ধর্ম্মপ্রশংসা শ্রবণে ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানী চমৎকৃত হইয়া কহিতেছেন, হে গোস্বামিন্! আপনি যেরূপ কহিতেছেন, আমাদিগের উপাচার্য্যেরা ব্রহ্মসভায় এরূপ উপদেশ করেন না, তাঁহারা নিরন্তর বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মকে হেয়ত্ব রূপে পরিগ্রহ করান, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে তাহার বর্ণাশ্রম বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা সেই মতেই অবলম্বন করিয়া নিশ্চিত রূপে জানিয়াছি যে আমারদিগের কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না, শুদ্ধ সময়ে ব্রহ্মসভায় গিয়া প্রণবপূর্ব্বক (তৎসৎ) উচ্চারণে সকল হইবেক, এক্ষণে ভবদীয় শ্রীমুখকমল বিনির্গত বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, এবং ধর্ম্মাচরণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা প্রতীতি হইতেছে, তথাপি জনিত কুসংস্কার বলে মনে প্রত্যয় হয় না। পুনঃ কুমার্গে চিত্তকে আনয়ন করে, একারণ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি।

[illegible]দিতব্যমিতি) ধর্ম্মে প্রমাদ কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু তোমারদিগে উপাচার্য্যের মতে ধর্ম্মের প্রমাদই জ্ঞান-লাভের কারণ হইয়াছে ইহার অভিপ্রায় এই যে ধর্ম্মকে স্থির রাখিলে যথেষ্টাচার ক[illegible] হয় না, সুতরাং ধর্ম্মই তাহাদিগের জ্ঞানপথের কণ্টক স্বরূপ, এ[illegible] হেতু সেই কণ্টককে উদ্ধার না করিলে অভিপ্রায়ানুগত ব্যক্তি[illegible] চালাইতে পারেন না।

৯ ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে গুরো! আমারদিগের ব্রহ্মদ[illegible] উপাচার্য্যেরা বক্তৃতা দ্বারা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও ধ[illegible] প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু স্বকুলোচিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি যাজন করি[illegible] নিষেধ করেন, ইহার অভিপ্রায় কি?।

৯ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। হে বৎস! তদভিপ্রায় বলি তু[illegible] শ্রবণ করহ। যে ধর্ম্ম অসত্য তাহাকে অসত্য বলিয়া জানাই[illegible] লোকে গ্রহণ করে না সুতরাং সত্য-ধর্ম্মের লেপ দিয়া অসত্য[illegible] সত্যবৎ প্রতীতি করায়। তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত, যদি কেহ মি[illegible] বাক্য দেয় সে কি বলে আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি, তাহা কহি[illegible] কি তৎকথায় বিশ্বাস করে, এবং জুয়াচোরেরা তাম্র পিত্তলাদি

সদাচার নষ্ট হয়, তাহাতে বর্ণ বিচার থাকে না অর্থাৎ হিন্দু কি য[illegible] না ম্লেচ্ছ সর্ব্ব জাতীয়ান্ন অদনে প্রবর্ত্ত হইয়া সর্ব্ব মাংস মদ্যাদি ভক্ষণ করে, তৎফলে ইহলোকে শূলাদি উৎকট২ রোগ জন্মে, পর[illegible] ততোধিক যন্ত্রণা পায়। এবং লোভাকৃষ্ট ব্যক্তি রাজ-প্রিয়প্রাপ্তিকা[illegible] স্বদেশীয় জাতীয় ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেয় অর্থাৎ যে কোন রূপে [illegible] রাজা ভাল বলিলেই ভাল, সুতরাং এরূপ লোভীব্যক্তিরা জ্ঞা[illegible] বলিয়া অভিমান করিতে পারে, কারণ লোভই তাহারদের পরমো[illegible] পাস্য তদ্দৃষ্টে যথার্থ সাধুগণেরা তৎপদবীতে অভিগমন কে[illegible] করিবেন?।

[illegible] ধর্ম্ম বিনাশ পদে, ধর্ম্মের নাশ নহে, শুদ্ধ অধার্ম্মিকের [illegible] ভূমিতে ধর্ম্ম প্রভার অবরোধ হয় এই মাত্র।

স্বর্ণের লেপ দিয়া স্বর্ণ মূল্যে বিক্রয় করে, ক্রেতারা স্বর্ণ ব্যতীত পিত্তলাদি জ্ঞানে ক্রয় করে না, সেই রূপ অভিনব ব্রহ্মসভায় ধর্ম্মের ভাণ না করিয়া থাকেন, শুদ্ধ লোক প্রতারণামাত্র অর্থাৎ আমারদিগকে লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করুক, ফলে তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধ নাই, তাহাকে নিষ্পীড়ন করিলে কোন ধর্ম্মই নির্গত হয় না, যেমন মুড়কী (মুড়কী) ধুইয়া গুড় লইয়া কোন ভেয়ানই করিতে পারে না।

অথ বৈদিক ধর্ম্ম প্রশংসা।

১০ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যের উক্তিমত ধর্ম্ম প্রশংসা শ্রবণে ঐ নব্য ব্রহ্মজ্ঞানী পুনঃ প্রশ্ন করিতেছেন, হে মহাত্মন্! আপনকার কথা বিশ্বাস করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারদিগের বুদ্ধি নিরন্তর নানা প্রকার মনুষ্য সংসর্গে ভ্রাম্যমানা হইয়াছে, অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তা এক্ষণকারকালে প্রায়ই হইয়া থাকে, তাহাতে বর্ত্তমান ভূপতি ইংলণ্ডীয় ম্লেচ্ছজাতি অতিসুচতুর, তাহারা হিন্দু-ধর্ম্মকে তিরস্কার করে এবং বিবিধ বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া এতদ্দেশীয় বালকগণকে শিক্ষা করাইয়া বেদাদি শাস্ত্রকে হেয়ত্ব পরিগ্রহ করাইতেছে, ফলেও তাহারদিগের দ্বারা শিক্ষিত বালকেরা হেতুবাদে নিপুণতা প্রযুক্ত বৈদিক ধর্ম্ম প্রভৃতিকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে, সুতরাং প্রধান ভূপতিদিগের মতের অন্যথাচরণ করিতে পারি না, বিশেষতঃ আমারদিগের শিক্ষা তাহারদিগের দ্বারাই হয়, অপিচ ইহাও মনে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে যাহারা স্ববুদ্ধানুসারে অভাবনীয় কল-কৌশলের সৃষ্টি করিয়া নানাপ্রকার দর্শাইতেছে, তাহারা যে ধর্ম্ম বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান না করিয়াছে এমত অনুভব হয় না, সুতরাং তাহারদিগের মতে মত দিয়া চলিলেই একালে সুসভ্য-পদ বাচনিকে লাভ হয়, বস্তুতস্তু ধর্ম্মের বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষই বা কি? যে তাহাতে সকল ধর্ম্ম হইতে বৈদিক ধর্ম্মকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়, সকলেই আপনধর্ম্মকে

শ্রেষ্ঠরূপে মান্য করে, যখন ইংলণ্ডীয়েরা বর্ত্তমানকালে শৌর্য্যবী[র্য্য] প্রভাবে অন্যান্য সকল ধর্ম্মিষ্ঠগণকে পরাভব করিয়া এই ধর[ণী] করতলস্থা করিয়াছে, তখন তাহারদিগেরই ধর্ম্ম যে বলবৎ ইহা সা[র] বার অঙ্গীকার করি, ইহাতে আমারদিগের শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাহা[র] দিগের অসভ্যতার আর কি উদাহরণ দিবেন ? অতএব অস্মদ্ব[ত] এতৎ প্রশ্নের স্বরূপোত্তর প্রদানে শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ ইহারদিগে[র] আধুনিকত্ব বা ধর্ম্ম বহিষ্কৃতত্বের প্রমাণ করিতে আজ্ঞা হয় ?।

১০ পরমহংস পরিব্রাজকের উত্তর। হে বৎস ! তোমার এই প্র[শ্ন] যদিও বিদ্বানেরদের মনোগত না হউক তথাপি আমি গ্রহণ ক[রিয়া] সদুত্তর প্রদানে বাধিত হইলাম ; কেননা, যাহার যেমন বুদ্ধি [সেই] ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অনুসারে বাগ্বিস্তার করে, তোমরা চিরকাল [ম্লেচ্ছ] সংসর্গ করিয়াছ, সেই মতই আচার বিচার পরাক্রম সদ্ধর্ম্ম কর্ম্ম আহা[র] বিহারাদিতে প্রবৃত্ত, ফলিতার্থ সন্মার্গে বুদ্ধিকে বেগবতী করি[লে] সৎকার্য্য ; অসন্মার্গে বেগবতী করিলে সেই বুদ্ধি দ্বারা অসৎকার্য্যে[র] প্রবৃত্তিকে জন্মায় অর্থাৎ (খর্জ্জূরবীজ বপনে খর্জ্জূর বৃক্ষোৎপত্তি [হ]ওত্ গেবায় খর্জ্জূর বৃক্ষের নিকটে আম্রফল যাচ্ঞা করিলে কিরূ[পে] প্রাপ্ত হইতে পারে) তদ্রূপ ম্লেচ্ছ সংসর্গজাত অধর্ম্ম প্রবৃত্তি বি[না] বৈদিকধর্ম্ম প্রবৃত্তি লাভের কদাচ সম্ভাবনা থাকে না ? না থা[কু]ক কিন্তু প্রাচীন, কি আধুনিক, সার কি অসার তদ্বিবেচনা বুদ্ধিমন্তে[র] গ্রাহ্য হইতে পারে, হিন্দু সন্তান হইয়া ম্লেচ্ছ সংসর্গে কুপ্রবৃত্তি জ[ন্মে] তাহাতে পান ভোজনাদিতে তুল্য ক্ষমতা হয়, কিন্তু ম্লেচ্ছবৎ [স]ম্পাদ শৌর্য্যাদি কদাপি জন্মিবে না সুতরাং বিচক্ষণেরা দৃঢ় বিশ্বা[সে] পূর্ব্বপুরুষানুচরিত পথেই অভিগমন করেন, তাহার এক আখ্যায়ি[কা] কহি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করহ।

অথ শ্বান এবং সিংহের আখ্যায়িকা।

এক বন মধ্যে কুক্কুরী প্রসূতা ছিল, দৈবাৎ গর্ব্ভবতী এক সিং[হ] পত্নী ক্ষুধাতুরা হইয়া ঐ কুক্কুরীকে গ্রাস করে, তাহাতে স্তনা[...]

ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত হয়, এবং সগররাজা তাহারদিগের বেশ-বৈপরী
করিয়াছেন, সেই সকল ম্লেচ্ছের রাজদ্রোহে উপপ্লব হইয়া য
তন্মধ্যে আর ম্লেচ্ছ যবনের নামও ছিলনা, অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তরে
দ্বাপরযুগাবসানে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ রাজার সময় আনুমানি
(৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর হইবেক যবন ম্লেচ্ছের পুনরুৎপত্তি ক
ইহারা পিশাচের পুত্র তৎকালে তাহারদিগের নাম (বাহীক) অর্থা
বহি ও ইক, ইহারদিগেরপুত্র, মতান্তরে বহি ও ইক পিশাচদ্বয়ে
(অদত্র ও উব) বলে, অতএব তোমার হিতবোধার্থ শাস্ত্রীয় প্রমা
দ্বারা বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদির রূপগুণ ব্যবহার বর্ণন করিতে
প্রবৃত্ত হইলাম, হে বৎস! বেদোদিত ধর্ম্ম হইতে যে অন্য ধর্ম্ম ক
তাহার প্রমাণ মহাভারতাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অর্থা
কর্ণপর্ব্বে মদ্রেশ্বর শল্য প্রতি কর্ণ-বাক্যে উল্লেখিত হইয়াছে। যেহে
সমস্ত ম্লেচ্ছরাজ্যের করভোক্তা শল্যরাজা, একারণ শল্যকে ম্লেচ্ছরাজ
বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, আর মদ্রাধীন দেশ প্রকৃত ম্লেচ্ছদেশ
মদ্র বলিয়া মদ্রেশ্বরকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। যথা—কর্ণপর্ব্বে।

অথ ম্লেচ্ছ যবনোৎপত্তির প্রস্তাবে শাস্ত্রীয় বাহীক জাতি ব্যাখ্যা।

বহিশ্চ নামহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহিকানৈষাসৃষ্টিপ্রজাপতেঃ।
তেকথং বিহিতান্‌ধর্ম্মান্‌ জ্ঞাস্যন্তি হীনযোনয়ঃ।

বহি আর ইক, এই দুই পিশাচ বিপাশা নামে নদীতে বা
করিত অর্থাৎ বহি-পুরুষ ইক তাহার স্ত্রী, বিপাশানদীতে বাস করি
ইত্যর্থে বিপাশা নামে কোন বিশেষ নদী ছিল তত্তীরস্থ উপবনে বা
করিত, তাহারদিগের যে সন্তান হইল সেই সন্তানদিগের না
বাহীক, ইহারা বিধাতার সৃষ্ট নহে, তাহারা বিহিতধর্ম্ম অর্থাৎ

দিত ধর্ম্ম কি রূপে জানিতে পারে, যেহেতু হীন-যোনিতে উৎ-
হইয়াছে।

১১ ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, যদ্যপি বাহীক জাতিরা প্রজাপতি
তার সৃষ্ট নহে এবং পিশাচপুত্র বলিয়া তাহারদিগের সম্বন্ধে
কৃত ধর্ম্ম নাই, তবে পিশাচ জাতিকেও দ্বিতীয় বিধাতা বলা
হইল।

১১ পরমহংসের উক্তি। যদিও বিধাতার সৃষ্টি বাহীক জাতি নয়
তথাপি ব্রহ্মার সৃষ্টির অন্য নহে, যেহেতু উক্ত পিশাচদ্বয়ের
বিধাতা হয়েন, ব্রহ্মার মনের কথা যাহা থাকুক কিন্তু প্রকাশিত
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিবর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় যবন ম্লেচ্ছাদির সৃষ্টি
নাই, সুতরাং পিশাচোৎপন্ন নিমিত্ত বিধাতার সৃষ্টির বহি-
বলিয়া বাহীক জাতিকে উক্ত করিয়াছেন।

অথ সগরাধিকারে যবন ম্লেচ্ছের বিড়ম্বন এবং বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ বিবরণ।

ভাক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। যদি পিশাচাপত্য বাহীক জাতিকে
উক্ত করিয়াছেন করুন, কিন্তু বাহীক জাতিই যে ম্লেচ্ছ যবন
প্রমাণ কি? পুরাণজ্ঞানকারিরা কহেন, যে পৃথুরাজার
শিষ্ট শাপে যবনত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সগররাজা তাঁহারদিগের
বিপর্য্যয় করতঃ নানা বন গিরিগহ্বর দ্বীপান্তরে স্থাপিত
য়াছিলেন, তাহাতে আপনি কহিলেন যে পিশাচাপত্য বাহীক
রা ম্লেচ্ছ ও যবন হয়, ইহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত
ল, ইহার মিমাংসা করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

১২ পরমহংসোক্তি। বাপুরে! তুমি যে প্রশ্ন করিলে ইহা সর্ব্বদাই
ব্যক্তিরদিগের সন্দেহের বিষয় বটে, যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রাভি-
অনভিজ্ঞ, অতএব তোমার চিত্তস্থ সন্দেহাপনয়নার্থ বিস্তার
কহিতেছি শ্রবণ কর। বাহীক জাতিই এক্ষণে ম্লেচ্ছ যবনাদি

কূপে প্রোথিত, পূর্ব্বজাত পৃষধ্র রাজার পুত্রেরা যে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হ
তাহারদিগের সমস্ত বিনাশ হইয়া গিয়াছিল, অবশিষ্ট দেশ বি
যে কিঞ্চিৎ আছে, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া কহিব প্রথমতঃ সগর
রাজা প্রায় নাশ করেন, অবশিষ্ট যাহারা, তাহারাও সগরদত্ত স্থানে
বাস করিয়া কিছু দিন পরে মারীভয়ে অর্থাৎ প্রবল হিন্দুরাজাদি
হস্তে প্রায় বিনষ্ট হয়, তৎকালাবধি তত্তদ্দেশ শূন্য হইয়া অরণ্য
ছিল, কেবল বহি আর ইক এই দুই পিশাচই সকল স্থানে
করিত, কিন্তু ইহারদিগের নিশ্চিত বাস বিপাশাতীরে ছিল, বহু
অবসান হইলে পরে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপরাজার সময় অনুমান এ
হইতে (৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর হইবে। ঐ বহি ও ইক হ
পুনঃ ম্লেচ্ছ যবনের উৎপত্তি হয়, তাহারদিগেরই নাম বাহীক
ক্রমে তাহারদিগের পুত্র পৌত্রাদিতে ভারতবর্ষের একাংশ পরি
হয়, এক্ষণে বাহীকেরাই ম্লেচ্ছ তাহার প্রমাণ দিতেছি, ত
তাহারদিগের রূপ গুণ ব্যবহার আচার বিচারের বর্ণনাতেই অনু
করিতে পারিবে। যথা (দেবাক্যাদিনিক্যবাদে) দেববাক্য বিপ

অথ আদম ও ইবের স্বরূপ কথন।

এক্ষণে যাবনিক পুস্তক বাইবেল দৃষ্টে অনুমান করা যায়,
বহি ও ইক এই দুই পিশাচকেই যবন ম্লেচ্ছেরা (আদম ও ইব বলি
থাকে) যেহেতু তৎকালে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জনগণ
দর্শন করে নাই, সুতরাং আদম আর ইবকে আদি মনুষ্য সৃষ্টি
বলিয়া ধৃত করিয়াছে, ফলিতার্থ তাহারদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা বটে,
কালে দেশদর্শন বিষয়ে তাহারদের অজ্ঞতা যাহা হউক্ কিন্তু সে
যে অন্যান্য দেশ ছিল তাহার প্রমাণ ঐ বাইবেল পুস্তক, যখন আদ
মের পুত্র কইন ও হাবেল দুই ভ্রাতায় বিরোধ করিয়া এক ভ্রাতা
নষ্ট করে, তখন অন্য ভ্রাতা পলায়নপর হইয়া দেশান্তরে লুক্কায়িত
হইয়াছিল এমত উক্তি আছে। অপর দ্বাপরযুগের শেষ যে আদম
জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ বাইবেল দৃষ্টে পরমায়ু সংখ্যায় প্রতীয়

…িয়া বাক্য সর্জ্জন করে, ইত্যর্থে সংস্কৃত ভাষার বিপর্যায় করিয়া …স্বার্থে ধর্ম্মেরও বিপরীত করিয়াছে, তাহারদের বাক্য বিকৃতা… …রে উচ্চারিত হয়, (বাহিকাকন্য কাহিবা) বাহীকের সহিত কাহা… …ত্তি নাই, অর্থাৎ ইহারা কাহারও নহে শুদ্ধ স্বার্থ সাধন তৎপর …নৈষাঞ্চবেদাস্ক যজ্ঞায়তনমেবচ) বাহীকদিগের দেব নাস্তি, বেদ… …ট যজ্ঞাদি কিছুমাত্র নাই, শুদ্ধ দাসবৎ সর্ব্বত্রেই সকলের অন্ন …জনে সুখী হয়। যথা—তন্ত্রে।

অথ ম্লেচ্ছ স্বভাব বর্ণন।

মিত্র ধ্রুক্ মদ্রকোনিত্যং যোনোদ্বেষ্টি ন মদ্রকঃ।
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি ক্ষুদ্রবাক্যে নরাধমে॥

…দ্রের জ্যাধীন বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদি দেশকে মদ্রক কহিয়াছেন, …দধিপতি শল্য রাজাকে তিরস্কার করিয়াছেন এইমাত্র অর্থাৎ …জার কর-গ্রহণ যে রাজা করে, সে রাজা সেই দেশের পাপ পুণ্য …ক ভোক্তা হয়, অতএব মদ্রাধীনে ম্লেচ্ছদেশকেও মদ্র বলে, …ম্লেচ্ছদেশজাত জন সকল মিত্রধ্রুক্ অর্থাৎ যাহার সঙ্গে মিত্রতা …পুনর্ব্বার তাহারি অহিত করণে প্রস্তুত হয়, তাহারদের দেশে

…, অর্থাৎ দ্বাপরযুগের মনুষ্যেরা সহস্রবৎসর জীবিত থাকিত, …দম ইবন্ নয় শত কিয়ৎ বৎসর জীবিত ছিল ইহাও সম্ভব, যেহেতু …ষ্টি বেদশাস্ত্র এবং শাস্ত্রাধ্যায়ী সভ্যের দর্শনাভাব প্রযুক্ত সর্ব্ব- …জ্ঞান বর্জ্জিত পশুবৎ ভ্রমণ করিত, কালে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির …গমনে জ্ঞানাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হিতাহিত বোধ জন্মিল, সেই …কেই বাইবেলে, (সর্পরূপী সয়তান বলিয়া থাকিবে,) অর্থাৎ …শাচের জ্ঞান কোন কালেই নাই, অনুমান করি, বিপ্র শাপাভি- …ত নহুষরাজা সর্পরূপী বনে বাস করিতেন, তাঁহার সন্দর্শনেই …পাচদ্বয়ের জ্ঞান লাভ হয়।

সঙ্গত কার্য্য নাই অর্থাৎ সৌহার্দ নাই অথবা শাস্ত্র বিহিত কার্য্য নাই সকলেই স্বেচ্ছাচারী অনৃতবাক্য অর্থাৎ অসত্যবাদী, নরাধম, যেব্যক্তি পরদ্বেষ না করে তাহাকে বাহীক বলে না; ইত্যর্থে ম্লেচ্ছের স্বভাবই এই যে সাধুই হউক বা অসাধুই হউক্ কিন্তু সজ্জনের দ্বেষ করাই তাহারদিগের স্বভাব। যথা—তত্রৈব।

দুরাত্মা মদ্রকো নিত্যং নিত্যমানতিকোনৃজুঃ।
যাদবন্তং হি দৌরাত্ম্যং মদ্রকেষ্বিতি ন শ্রুতং ॥

মদ্রাধীন বাহীক দেশজাত মনুষ্যেরা অতি দুরাত্মা, নষ্টশীল, কুটিল, দুরাচার, যত দৌরাত্ম্য আছে তাহার সকল দৌরাত্ম্যই বাহীক দেশে অবস্থিত হয়, ইহারা কদাপি সরলান্তঃকরণ নহে, সুতরাং তাহারদের দ্বারা সকলেরি অনিষ্ট হইতে পারে। যথা—তত্রৈব।

বয়স্যাভ্যাগতাশ্চান্যে দাসীদাসঞ্চ সঙ্গতং।
পুংভির্বিমিশ্রা নার্য্যস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতা স্বয়েচ্ছয়া ॥

সখা কি অভ্যাগত দাসী দাস সকলেরি সহিত পান ভোজনের বাধা নাই এবং পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকেরা অর্থাৎ তাহাতে এমন বিবেচনা নাই যে পরিচিত কি অপরিচিত সকলেরি সহিত ক্রীড়াদি স্বেচ্ছাবশতঃ বিহারে রত হয়, এমত বাহীকদেশ ব্যবহার সুতরাং তাহারদের ধর্ম্ম কি ?। যথা—তত্রৈব।

যেষাং গৃহেষ্বশিষ্টানাং শক্তুমৎস্যাশিনান্তথা।
পীত্বাসীধুং সগোমাংসং ক্রন্দন্তিচ হসন্তিচ ॥

এবম্ভূত অশিষ্ট অর্থাৎ অসভ্য ম্লেচ্ছজাতি (শক্তুমৎস্য) মৎস্যচূর্ণ ভক্ষণশীল অর্থাৎ বহুকালীয় শুষ্ক মৎস্যকে চূর্ণ করিয়া যাহারা আহার করে, অপিচ মৎস্যশক্তুপদে, মৎস্যের আচারকে কহি এবং যাহারা বন্যমধু অর্থাৎ ফলোদ্ভব মদ্যের সহিত গোমাংস ভক্ষণ

বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষে একত্রিত হইয়া মত্ততাপ্রযুক্ত কথন কথন কদাপি নৃত্য, কদাপি গান করে তাহারদিগের ধর্ম্মকে যদ্যপি সত্যধর্ম্ম বলা যায়, তবে আর অধর্ম্মের লক্ষণ কি? তত্রৈব।

গায়ন্তিচাপ্যবদ্ধানি প্রবর্ত্তন্তেচকামতঃ।
কামপ্রলাপিনোন্যোন্যং তেষুধর্ম্মঃ কথং ভবেৎ ॥

যাহারা স্বভাবতঃ অশিষ্ট সর্ব্বদা মদ্যমাংসাশী ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবর্ত্ত বৈধাবৈধ বিচার শূন্য, মত্ততাপ্রযুক্ত অসম্বন্ধ কুৎসিত বাক্য গীতাদি গায়, সকলেই পরস্পর কামপ্রলাপী অর্থাৎ কাম্যাভিপ্রায় ভিন্ন কোন আলাপ করে না তাহারদিগের ধর্ম্ম কি? (মদ্রকেশ্বর-সংপ্রশ্ন প্রখ্যাতশুভকর্ম্মসু। নাপিবৈরং নসৌহ্বার্দ্দং মদ্রকেন সমাচরেৎ।) হে মদ্রকেশ্বর! প্রসিদ্ধ শুভকর্ম্ম হীন যে বাহ্লীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ তদ্দেশজাত ব্যক্তিদিগের সহিত বৈর বা মৈত্রত কিছুই কর্ত্তব্য নয় অতএব তুমি সেই দেশের রাজা তোমার ধর্ম্ম কিরূপে সাধুদিগের স্বীকার্য্য হয়, (তথাহি পাপদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছা ধর্ম্মাণামবিচক্ষণা ইতি) অতএব পাপদেশোদ্ভব ম্লেচ্ছজাতি ইহারা সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ে অবিচক্ষণ সুতরাং ম্লেচ্ছজাতিরা যাহাকে ধর্ম্ম বলে তাহা কোনমতেই সত্যধর্ম্ম নয়।

অথ যবন ও ম্লেচ্ছ সংজ্ঞাদ্বয়ের কারণ।

১২ ভক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মবহিস্কৃত ম্লেচ্ছদেশ আপনি যে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে যবন ম্লেচ্ছজাতি সমষ্টির ব্যবহার কথন হইল, কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে ইহার মধ্যে কে যবন, কে ম্লেচ্ছ, আর যবনাদির কি ব্যবহার ম্লেচ্ছেরই বা ব্যবহার কি?।

১৩ পরমহংসোক্তি। হে শুদ্ধ! যবন ও ম্লেচ্ছ এক জাতি তাহার বিশেষ কিছুমাত্র নাই, অর্থাৎ যবনকেই ম্লেচ্ছ বলে, কালক্রমে ঐ যবনজাতিই নানাসংজ্ঞায় বিভক্ত, ফলিতার্থ ভেদ নাই, সময়ের

... জন যবন বলিষ্ঠ হইয়া আপনার মত চালাইবার নিমিত্ত ... করিয়া এবং বৃদ্ধ হইয়া পৃথক্২ সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়াছে তাহার উদাহরণ দেখাই, যখন সকল ম্লেচ্ছ ও সকল যবনেরাই ... আদমকে মনুষ্যোৎপাদক বলিয়া জানে, তখন আদম-সন্তান হ... তাহারদিগের ভিন্ন২ সংজ্ঞার বিষয় কি, কেবল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দে... বাসের নিমিত্ত পৃথক্২ আচার ব্যবহার রীতি নীতির ঘটনা হইয়া... যবনদেশীয় এক২ মহান্তব্যক্তি যথা ইব্রাহীম, মুসা, মহম্মদ প্রভৃতি স্বকপোলকল্পিত এক২ মত স্থাপনা করিয়া এক২ দেশে বাস কর... পৃথক্ জাতিরূপে খ্যাত হইয়াছে, মুষা ইব্রাহীমের মতে ... প্রভৃতিরা অবস্থিত, মহম্মদের কল্পিত মতস্থ ব্যক্তিরা মহাম্মদীয়... অর্থাৎ (মুসল্মান) নামে খ্যাত, এক্ষণে সেই মুসল্মানদিগকে সর্ব্বসাধারণে যবন বলিয়া থাকে, ফলিতার্থ এক জাতিই তাহা... বিশেষ নাই, কিঞ্চিৎ বিশেষ এই যে পূর্ব্ব যবনাপেক্ষা মহাম্মদীয়... যবনেরা আহার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ নিয়ম বদ্ধ করিয়াছে, পূর্ব্ব য... বনেরদিগের তন্নিয়মাভাব, তন্নিমিত্তই তাহারদিগকে ম্লেচ্ছ বলে।

১৪ ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন। যদ্যপি ম্লেচ্ছ যবন এক জাতি হয় বিশেষ না থাকে তবে তাহারদিগের বাস স্থানের নিরূপণ কোথায়, আর সেই দেশেরই বা নাম কি ?।

অথ আবর্ত্ত শব্দার্থ এবং যজ্ঞিয় দেশ বর্ণনার্থে ধর্ম্ম বহিষ্কৃত জাতির ব্যাখ্যায় ম্লেচ্ছাদিকে আবর্ত্ত কহিয়াছেন।

১৪ পরমহংসোক্তি। হে বৎস। সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ এ... যজ্ঞিয় দেশের অন্তরে যে দেশ তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলে, সেই ম্লেচ্ছ দেশের নাম বাহীকদেশ, ঐ বাহীক দেশের এক নাম (আবর্ত্ত) প্রাচীন ম্লেচ্ছেরা (আবর্ত্ত) বলিত, এক্ষণ বহুকাল পরিবর্ত্তন হ... হাতে তাহাকেই (আরব) বলে, ঐ আরবের অধীন সমস্ত ম্লেচ্ছ...

এই কারণ সমস্ত যাবনিক দেশই আবর্ত্ত নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ দেশান্তর যাহারদিগের পৃথিবীতলে গর্ত্ত করিয়া গতি করে, তাহারদিগের নাম আবর্ত্ত, অতএব আবর্ত্ত জাতির বাস জন্য দেশেরও নাম আবর্ত্ত, অর্থাৎ (অবট শব্দে গর্ত্ত) গর্ত্তে গতি হয় এপ্রযুক্ত আবর্ত্ত নাম হইয়াছে, ফলিতার্থ গর্ত্তেগতি যত জাতির হয়, সেই সকল জাতিকেই ম্লেচ্ছ বলা যায়।

১৩ ভাক্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, সনাতন ধর্ম্মের অধিষ্ঠিত যজ্ঞিয় দেশ কাহাকে বলি, আর তাহার অন্তর ম্লেচ্ছদেশই বা কাহার নাম, শুশ্রূষু ব্যক্তির সম্বন্ধে কহিতে আজ্ঞা হয়?

১৪ পরমহংসোক্তি। হে পুত্র! শ্রবণ করহ (যত্রদেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তত্রধর্ম্মঃ সনাতনঃ) যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ আছে সেই দেশের ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। তথাহি (সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেব নদ্যোর্যদন্তরং। তং যজ্ঞিয়ং দেশং ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃপরং॥) সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম যজ্ঞিয়দেশ, অনন্তর ম্লেচ্ছদেশ, তন্মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা রহিল যে কেবল সরস্বতী ও দৃশদ্বতী সীমাবন্ধের কারণ নহেন ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ যজ্ঞিয় দেশের মধ্যে উত্তম, অনন্তর বৈদিক দেশের সীমাবন্ধ করিয়াছেন। যথা (পূর্ব্বেকিরাতাযস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতাঃ। অন্ধ্রাদক্ষিণতোম্লেচ্ছা তুরুস্কাস্তুপিচোত্তরে॥) পূর্ব্বে কিরাত অর্থাৎ ব্রহ্মাদিদেশ, পশ্চিমে যবন, অর্থাৎ আবর্ত্ত দেশ, দক্ষিণে অন্ধ্র, উত্তরে তুরুস্ক, ইহার মধ্যদেশ যজ্ঞিয়, সুতরাং সিন্ধুনদীর পরপার ম্লেচ্ছদেশ, একারণ হিন্দুস্থানের সংসর্গচ্ছেদ হইয়াছে, অতএব মিশ্র প্রভৃতি * অপগণ, আবর্ত্ত, ...দ্র, আভীরাদি দেশকে যবনদেশ বলে, তদতিরিক্ত † ক্রৌঞ্চ,

* অপগণ পদে, আফগান, অর্থাৎ কাবুল, আবর্ত্ত পদে আরব, ...র পদে মক্কা, আভীর পদে মদীনা।

† ক্রৌঞ্চ পদে, জরমেন, ইন্দুদ্বীপ পদে, ইংলণ্ড, লৌহিক পদে,

ইন্দুদ্বীপ লৌকিক কুহক সূর্য্যারিক তুরুস্কাদি দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলে, তাহার প্রমাণ বিশেষ করিয়া কহিতেছি। যথা—তত্রৈব।

বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়াচ বহিষ্কৃতা। সরস্বত্যা যমুনয়াকুরুক্ষেত্রেণ চাপিবাপঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেন্তরস্থিতাঃ। তান্ ধর্ম্ম বাহ্যান্ শুচীন্ বাহ্লীকান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

* হিমালয় এবং গঙ্গা সরস্বতী, যমুনা, কুরুক্ষেত্র এই পঞ্চ মহ[illegible] তীর্থের বাহির, এবং ষষ্ঠ সিন্ধুনদীর পরপারে যাহারদিগের বা[illegible] এমত বাহ্লীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতিরা ধর্ম্মের বহিষ্কৃত, সর্ব্বদা অশু[illegible] তাহারদিগের সহিত ধার্ম্মিকেরা আলাপ কি সংসর্গ করেন [illegible] তাহারা সর্ব্বতঃ প্রকারে পরিবর্জ্জনীয়।

ইত্যর্থে আবর্ত্তদেশ অর্থাৎ বাহ্লীকাখ্য ম্লেচ্ছদেশে কদাপি [illegible] নাই, তাহারদিগকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়া বিচক্ষণেরা পরিত্যাগ করি[illegible] ছেন, যদিও কদাচিৎ ম্লেচ্ছ মধ্যে কোনং ব্যক্তিকে ধার্ম্মিকরূপে [illegible] ধর্ম্মযাজন করিতে দেখা যায়, সে শুদ্ধলোক প্রতারণামাত্র, [illegible] সহিত কোন ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই, স্বভাবতঃ ম্লেচ্ছজাতি [illegible] নির্দয়, প্রতারক, পাষণ্ড, স্বার্থসাধন-তৎপর, নৈকৃতিক, • ই[illegible] অর্থাৎ হেতুবাদ কুশল, যাহাকে পরছিদ্রানুসন্ধায়ী বলে [illegible] হিংস্রক, অর্থাৎ যত হিংস্র পৃথিবীতলে আছে, সে সকলের [illegible]

ন্দুদেশ অর্থাৎ ইহুদীর দেশ, কুহক পদে, ফ্রান্স দেশ, সূর্য্যারিক প[illegible] এফরিকা, তুরুস্ক পদে, তুরুস্কী, ইদানীং টরকী বলে।

* হিমালয় হইতে বাহির পদে, হিমের অন্তর নহে [illegible] হিমকেন্দ্র নিবাসী ম্লেচ্ছ, শুদ্ধ হিমালয়ের যে ভাগে পুণ্যতী[illegible] অবস্থান তৎস্থান হইতে পরিত্যাজ্য আর গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কু[illegible] ক্ষেত্র হইতে এক কালেই পরিত্যাজ্য।

ম্লেচ্ছজাতীয়েরা প্রগাঢ় হিংস্র, অতএব ইহারদিগের সহিত ধার্ম্মিক লোকের প্রীতি হইতে পারে না, এই আবর্ত্তদেশ সিন্ধুনদীর পরপারে নদীপর্ব্বত সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি স্থানকে বলে, অর্থাৎ যাহারা গর্ত্তে গতি করে তাহারদিগেরই নাম আবর্ত্ত ইহাতে ইরাণ, তুরাণ কাবুল, আরব, মক্কা, মদীনা, একরিকা, জু, ফ্রান্স, পোর্ত্তুগীষ, গ্রীক, রোম, জরম্মন, ইংলণ্ড, রুসিয়া প্রভৃতিদেশকে বাহীকাখ্যা আবর্ত্তদেশ বলে, তন্মধ্যে আর্য্যম্লেচ্ছ, ও জার্ত্তিকম্লেচ্ছ এই দুই ভাগেভুক্ত, আর্য্যম্লেচ্ছ পদে মহাম্মদীয়মু তদন্যৎ জার্ত্তিকম্লেচ্ছ, এ সকলেরই রাজা শল্য এবং গান্ধার রাজা শকুনি, এ কারণ এই দুই দেশকেও ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিক বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

অথ জার্ত্তিক ও আর্য্যম্লেচ্ছ বর্ণন।

১৬ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনার উক্তি মত ম্লেচ্ছজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত জ্ঞান হইল, এবং ব্যবহার রীতি বিভিন্নও দেখিতেছি, কিন্তু ইহারদিগের রূপ গুণ ব্যবহার আহার বিহার পরিচ্ছদাদি কি রূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ কহিতে আজ্ঞা হয়?

১৬ পরমহংসোক্তি। হে বৎস! শ্রবণ করহ * আর্য্য ও † জার্ত্তিক এই দুই ম্লেচ্ছেরদের বিভাগার্থ মধ্যস্থানে দেশ বিভক্তা এক বটবৃক্ষ আছে তাহার নাম গোবর্দ্ধনবট। যথা—(গোবর্দ্ধনো নাম বটো ম্লেচ্ছদেশান্তরস্থিত ইত্যাদি) অর্থাৎ গোবর্দ্ধন বটের দক্ষিণপার্শ্বস্থ আর্য্যম্লেচ্ছদেশ, উত্তর পার্শ্বস্থ জার্ত্তিকদেশ, এক্ষণে জার্ত্তিকের পরি-

---

* আর্য্যম্লেচ্ছ, মহাম্মদীয় যবন, এক্ষণে যাহারদিগকে মুসলমান বলে।

† জার্ত্তিকম্লেচ্ছ তাহারদিগের প্রাচীন মতাবলম্বী যবন, অর্থাৎ হিবর প্রভৃতি ইত্যর্থে তদন্তঃপাতি গ্রীকাদি জাতিকেও ধৃত করিয়াছেন।

জন্টে জু দেশ কহে, এতদ্দ্বয় জাতির মধ্যে আর্য্যম্লেচ্ছ জার্ত্তিকম্লেচ্ছ হইতে কিঞ্চিৎ আচারবান্, জার্ত্তিক জাতীয়েরা সংপূর্ণ অনাচারী। যথা—তত্রৈব।

অথ ম্লেচ্ছ স্বভাব বর্ণন এবং জার্ত্তিক ম্লেচ্ছের ব্যবহার নিন্দা।

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নভা।
জার্ত্তিকা নাম বাহীকা স্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতং॥

ম্লেচ্ছদিগের প্রথম প্রধান নগরের নাম (শাকল) নিম্নভা নামে নদী ছিল, এক্ষণে সেই নগরের এবং নদীর কি নাম তাহা কহিতে পারা যায় না, কারণ বহু রাজার পরিবর্ত্তনে অনেকানেক দেশ নগর নদনদী পর্ব্বতাদির নামের পরিবর্ত্ত হইয়াছে, অনুভব করি তুরুষ্কদেশীয় ভূমধ্যসাগরকেই (নিম্নভা) বলিয়াছেন, এবং তাহারই প্রধান নগরের নাম শাকল ছিল, নচেৎ এক্ষণে গ্রীকাদি দেশের নগর নাম থাকিবার সম্ভব নহে, যেহেতু তৎকালে তদ্দেশের উৎপত্তিই ছিল না অর্থাৎ ইউরোপাদি দেশ শুদ্ধ বন ছিল কেবল তুরুষ্ক দেশস্থ বাহ্লীকাখ্য ম্লেচ্ছ, ইহারাই সভ্য ছিল, কিন্তু অন্যান্য সকল ম্লেচ্ছ হইতে তাহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত নিন্দিত তাহা ক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করহ। ফলিতার্থ সকল ম্লেচ্ছই * পিশাচপুত্র হয়। তত্রৈব।

---

* পিশাচপুত্র পদে আদম ইবের পুত্র, এই দুই জাতি যবন অর্থাৎ আর্য্য ও জার্ত্তিকম্লেচ্ছ এক্ষণে যবনম্লেচ্ছের মধ্যে নানামত জাতি হইয়াছে, ফলে ব্যবহার একইমত, কেবল পরিচ্ছদ ব্যবসায়াদি এবং কল্পিত উপাসনার বিধিই অনেক মতে করিয়া থাকে।

যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মদ্যপানে মোহিতা হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ সকলে নৃত্য করে, এবং কেবল মৈথুনধর্ম্মে আবদ্ধ অর্থাৎ কামচারী, বিবাহ বন্ধনবাক্যে স্বীকার তদ্ব্যতীত পাতিব্রত্যাদি আর কোন ধর্ম্ম বন্ধন নাই, শুদ্ধ কামেন্দ্রিয়ের পুষ্টিকারিণী নচেৎ যাহাকে পতি বলে, তাহার মৃত্যু হইলে কি আর অন্যের সহিত বিবাহ করিতে পারিত সুতরাং কামচারিণী বিভ্রষ্ট লজ্জা, অর্থাৎ নির্লজ্জারা নির্লজ্জ পুরুষের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে † এবম্ভূতা ম্লেচ্ছস্ত্রীর পুত্র হইয়া বাহীকেরা কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ করিতে যোগ্য হয়। যথা—তন্ত্রেণ।

গৌর্য্যোব্রহত্যো নির্হ্রীকা মদ্রিকা কম্বলাবৃতাঃ।
যস্মরা নষ্টশৌচাশ্চ প্রায় ইত্যনুশুশ্রুমঃ॥

মদ্রিকা অর্থাৎ * বাহীক স্ত্রীগণেরা (নির্হ্রীক) নির্লজ্জা। আচারভ্রষ্টা (‡) লোমজবস্ত্র পরিধারিণী * প্রায়ই যস্মরা অর্থাৎ স্বৈরচারিণী।

---

† এবম্ভূতা স্বৈরচারিণী স্ত্রীকে বেশ্যা বলাই সম্ভব, তাহারদিগের গর্ব্ভজাত পুত্রের ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কি, সুতরাং জার্ত্তিকম্লেচ্ছ জাতি সুনিশ্চিত।

* বাহীকস্ত্রী পদে, ম্লেচ্ছস্ত্রী।

‡ আচারভ্রষ্টা পদে, পাতিব্রত্যাচার বর্জ্জিতা।

(‡) লোমজবস্ত্র পরিধানা পদে, কম্বলবনাতাদি নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র, ইহাতে স্ত্রীমাত্রকে উপলক্ষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ মাত্রই কম্বলাবৃত।

* প্রায়ই যস্মরা বলাতে সকলে নহে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পতিমরণানন্তর কেহ২ পত্যন্তরের পরিগ্রহ করে না, যে বোধ হইতেছে, ইহা ধর্ম্মবন্ধন নহে শুদ্ধ লৌকিক প্রথায় আবদ্ধ হইয়া মনের বেগকে সহ্য করিয়া ক্ষান্ত থাকে, অর্থাৎ ম্লেচ্ছদিগের রাজাভিমানী

এবং মত্ত হইয়া গর্দ্দভ উষ্ট্র ন্যায় বিস্বরে গীতাদি গায় অর্থাৎ সংগী
মাত্র জানেনা। যথা—তত্রৈব।

অথ ম্লেচ্ছ সংসর্গ নিষেধ।

আবর্ত্তানাম বাহীকা নতেষ্বার্য্যোদ্ব্যহং বসেৎ।
পাপদেশে ভবান্ম্লেচ্ছা ধর্ম্মাণামবিচক্ষণাঃ। অত-
স্তেষাং সমাচারং সংবাসাদ্বিদিতোময়া॥

পাপদেশোদ্ভব আবর্ত্ত নাম্য বাহীক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জার্ম্মিক...
ইহারদিগের সহিত সাধু সৎকর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য ব্যক্তিরা * দুই দিবসও
করিবেক না অর্থাৎ সম্ভাষণাদি করিবেক না, যেহেতু উহারা অবিচ...
সর্ব্বতঃপ্রকারে ধর্ম্মবর্জ্জিত, ম্লেচ্ছদিগের আচার বিচার ব্যবহার স...
দ্বারা আমি সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলাম।

১৭ অনন্তর তাত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, যদ্যপি ম্লেচ্ছ সঙ্গে
করাই নিষিদ্ধ তবে কর্ণপ্রভৃতি দেশদর্শী ব্রাহ্মণ, বা কর্ণ কি রূপে ক...
ছিলেন, (যে আমি ম্লেচ্ছদিগের সংবাসে বিদিত হইয়াছি) ইহ
স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে ইহাঁরা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া তাহারদি...
সহিত বাস করতঃ সংবাদাবগত হইয়াছিলেন, অতএব আমার চি...
এই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহার নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়?

এক পর্ব্ব ক্রাইষ্টের উপলক্ষে করে, তাহাতেও আমোদ আহার ...
হয়, এবং দ্বারে দ্বারেও মালামণ্ডিত করে।

* ম্লেচ্ছের সহিত দুই দিবস বাস করিবেক না, ইহা ইঙ্গিত ...
ফলে ক্ষণমাত্রও বাসও সম্ভাষণ করিবেক না। যথা—(নস্থাতব্যং ...
স্তব্যং ক্ষণমপ্যসতাসহ। পয়োপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণী ত্যভিধীয়...
ক্ষণমাত্র বাসে না থাকিবেক না অসতের সহিত যেহেতু অস...
সদ্ব্যক্তিও অসৎ রূপে প্রতিভা পায়, যেমন শুণ্ডীর হস্তে দুগ্ধ
থাকিলেও সুরাভাণ্ড বলিয়া খ্যাত করে।

অথ পুরোচন বিলাপ।

...পরমহংসোক্তিঃ। হে বৎস! এ সন্দেহ তোমার অবশ্যই ...তে পারে, তাহার নিরাস করিতেছি শ্রবণ করহ। কোন এক বাহীক ...জাঙ্গলে অর্থাৎ কুরুরাজধানী হস্তিনায় আসিয়াছিল। তাহার মুখে ...দেশীয় ব্যবহার জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই যবন শিল্পবিদ্যায় নিপুণ ...নাম তৎকালে (পুরোচন) ছিল, যে ব্যক্তি বারণাবতে জতু... নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই পুরোচন অনেক দিবস এতদ্দেশে থাকিয়া ...দেশের নিমিত্ত এবং আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বিলাপ করিয়া কহিয়া... যথা উক্তৈব।

ত্যাদৃং কিলাবদৃপ্তানাং নিবাসং কুরুজাঙ্গলে।
কশ্চিদ্বাহীক দুষ্টানাং নাতিহৃষ্ট মনা জগৌ॥

কুরুরাজধানীতে থাকিয়া স্বনিবাসকে স্মরণ করতঃ এবং বৃহতী... স্ত্রীগণের সহিত যেরূপ আমোদ করিত এতদ্দেশে থাকায় বিষণ্ন-... হইয়া দলবৎ কামিনী বিরহে অহৃষ্টমনা দুষ্ট ম্লেচ্ছজাতির মধ্যে ...ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পুরোচন কহিয়াছিল। যথা—উক্তৈব।

সা নূনং বৃহতীগৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী।
মামনুস্মরতীত্যাহ বাহীকং কুরুবাসিনং॥

...ম্লেচ্ছ খেদ করিয়া কহিয়াছে যে কুরুরাজধানীতে আমি বহুকাল ...করিতেছি কিন্তু আমাকে চিরপ্রবাসী জানিয়া আমার সেই বৃহতী ...গৌরী প্রমোদা সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী অর্থাৎ বনাতাদি নির্ম্মিত বস্ত্রধারিণী ...সেই অনুস্মরণ করতঃ বিরহে তাপযুক্তা হইতেছে, ইহা স্মরণ ...রিয়া আমার হৃদি বিদীর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পুত্র! তোমার

প্রশ্নের উত্তরে কর্ণাদির ম্লেচ্ছ সংবাসের যে আপত্তি ছিল তাহা খণ্ডন করিলাম অনন্তর যাহা সন্দেহ থাকে তাহা প্রশ্ন করহ।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ কাশীশ্বর স্বামীর উক্তিমত ধর্ম্মসং... কর্ণমে বৈদিকধর্ম্ম পরমাহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া পুনঃ২ ভাক্ততত্ত্ব জ্ঞানীকে কহিতেছেন, যে হে ভ্রাতঃ! তোমার চিত্তে যাবৎ সন্দে... আছে, তাবৎ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লও, ইঁহার মত সাক্ষাৎ... প্রাপ্ত হইবে না, কুসংসর্গ বশতঃ কুমার্গে চিত্তকে ধাবমান করি... অসৎকর্ম্ম সাধনের অপেক্ষা কর নাই, এক্ষণে তৎপাপ খণ্ডনে... উপায় চিন্তা করহ, তদ্বাক্যে ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী বিশেষ উত্তর... করিয়া পরমহংসকে প্রশ্ন করিতেছেন।

১৮ ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! বাহীক অর্থাৎ ম্লেচ্ছজাতি... ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, ইত্যুপলক্ষে যে সমস্ত ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার কহিলেন তাহাতে বাহীক শব্দই যে ম্লেচ্ছবাচক, ইহা আমার বিশেষ উপলব্ধি হইল অর্থাৎ আদম ও ইব এতদ্দ্বয়ের নামও যে বহি ও ইক, ইহা... শাস্ত্র প্রমাণে যুক্তি সঙ্গত হয়, যেহেতু রূপগুণ ব্যবহার শাস্ত্রে ব... কেরদের যেরূপ কহিয়াছেন, অধুনা বিদ্যমান ম্লেচ্ছদিগের সহি... সম্যক্ মিলিত হইতেছে কিন্তু আপনি কহিয়াছিলেন পূর্ব্বে হা... নগরে • যে ম্লেচ্ছ বাস করিয়া স্বদারাপত্যের বিরহে কাতর হই... বিলাপ করিয়াছিল এক্ষণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতে আ... ইচ্ছা হয়।

১৯ পরমহংসোক্তি। ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন শ্রবণে পরমহংস ঈষ... স্মেরানন হইয়া কহিতেছেন, হে বৎস! তদ্বিলাপ বর্ণনের উপলক্ষে... তদ্দেশের ব্যবহার আরও বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে তাহা শ্রবণ কর...

উক্ত ম্লেচ্ছ নাম পুরোচন।

পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছ অর্থাৎ পুরোচনাখ্য যবন স্বদেশ ও স্ত্রীপুত্রের বিরহে কাতর হইয়া কহিতেছে, যে স্বদেশামোদ স্মরণ করতঃ আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে আমি কবে স্বদেশে গিয়া পরমামোদে দিন যাপনা করিব। যথা—তত্রৈব।

অথ জার্ম্মিকম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছস্ত্রীর ভাব প্রকাশ রূপ গুণ ব্যবহারাদির বর্ণন।

শতদ্রুকাং নদীং তীর্ত্বা তাঞ্চ রম্যামিরাবতীং।
গত্বা স্বদেশং দ্রক্ষ্যামি স্থূল শংখালকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

[illegible] অর্থাৎ পুরোচনাখ্য যবন খেদ করিয়া কহিতেছে, যে [illegible] কবে • শতদ্রুনদী এবং রম্য ইরাবতী প্রভৃতিকে পার হইয়া [illegible] এবং [illegible] শংখালকা স্ত্রীগণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখী হইব।

ননঃ শিলোজ্জলাপাঙ্গো গৌর্য্য স্ত্রীকঙ্কুমাঞ্জনাঃ।
কম্বলাজিন সম্বীতাকুর্দ্দস্তাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥

সেই সকল শংখালক অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা গৌরীস্ত্রী সকল, কম্বল অজিন বস্ত্রপরিধানা, অর্থাৎ কম্বল শব্দে (বনাৎ) অজিনপদে

শতদ্রু পদে (শতলজ)

ইরাবতী প্রভৃতি পদে বিপাশা চুনার অর্থাৎ চন্দ্রভাগা সিন্ধু [illegible]

শংখালকা স্ত্রী পদে শ্বেতবর্ণাস্ত্রী অর্থাৎ শংখের ন্যায় [illegible]ক) শোভা।

চর্ম্ম পরিধান, আর * মনঃশিলাচূর্ণে গণ্ডস্থল শোভিত তাহা: কান্তস্থ শোভিত নয়ন যুগল, আর † গৌরাঙ্গে কঙ্কুদাঙ্কন অর্থ উল্কী, দেশ বিশেষে গোদানী বলে, এরূপ মনোহরা কামিনীগণে আমি কবে দেখিব।

খরোষ্ট্রৈশ্বতরৈশ্চৈব মত্তা যাস্যামহে সুখং।
শমীপীলুকরীরাণাং বনেষু সুখবর্ত্মসু ॥
অপূপান্ সক্তুবাট্যাংশ্চ প্রশ্নন্তো মথিতান্বিতাঃ।
পথিষু প্রবলাস্তূর্ণং কদাসংপাতিতাম্বধ্বগান্ ॥

আমার সেই দিন কবে হবে, যে গর্দ্দভ পাউটী কি অশ্ব বাহনে আরোহণ করত সুরাপানে মত্ত হইয়া সঙ্গী সহিত ম সুখে ‡ শমী, পীলুক করীরাদি বনেতে সুখবর্ত্মে অর্থাৎ সুখ গমন করিব। আর অপূপ অর্থাৎ পাকস্পৃষ্ট পিষ্টক, যা (পাঁওরুটী বলে) আর সক্তুবাটী, অর্থাৎ প্রাকৃত ম্লেচ্ছভাষায় (ক্রুট) বলে ইহা খাইব এবং খাওয়াইব, এবং আসবে উন্মত্ত তাহারদিগের সহিত পাদপ্রচলিত হইয়া পথে পতিত হইব।

* মনঃশিলাচূর্ণ পদে অধুনা ম্লেচ্ছভাষায় (পৌডর) বলে রক্তাভচূর্ণ মৃক্ষণে গণ্ডস্থল শোভিত, অতিপ্রায় শ্বেতবর্ণের রক্তাক্ত হইলে গোলাপী বর্ণে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

† গৌরাঙ্গে উল্কী স্ত্রীলোকের উপলক্ষণ এস্থলে, ফলি তদ্দেশে স্ত্রীপুরুষ সকলেরি গাত্রে উল্কী আছে। বর্ত্তমান প্রায় অনেকেই পরিত্যাগ করিতেছে।

‡ শমীবৃক্ষ পদে শাল্মলী ভেদ অর্থাৎ তদ্দেশজাত শিমুল, পী র তদ্দেশ প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

অথ ম্লেচ্ছাহারাদির বিবরণ।

কদাবাহেল্লিকাগাথা পুনর্গাস্যামি শাকলে।
গব্যস্য তৃপ্তা মাংসস্য পীত্বাগৌড়ং সুরাসবং॥

কবে শাকলনগরে গিয়া বাহেল্লিক গীত অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষার পুনর্ব্বার গান করিব গুড়-সম্বন্ধিমদ্য এবং আসব পান করতঃ গোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইব।

গৌরীভিঃসহনারীভির্বৃহতীভিরলংকৃতাঃ।
পলাণ্ডু গণ্ডুকযুতান্ খাদন্তীচৈড়কান্ বহূন্॥

সেই বৃহতীগৌরী স্ত্রীগণের সহিত আবৃত হইয়া পলাণ্ডু, অর্থাৎ পয়াজ যুক্ত গণ্ডুক অর্থাৎ ভেক মাংস বা গণ্ডুক শব্দে পিণ্ডালু প্রাকৃতভাষায় (গোল আলু বলে) ম্লেচ্ছভাষায় (পটাটস) বলে তাহা পরম সুখে ভোজন করিব আর ঐড়ক অর্থাৎ সুরাসংযুক্ত ফলবিকার যাহাকে আচার বলে, ম্লেচ্ছভাষায় বিনিগরকরাকস, তাহা কবে আমার রসনায় আস্বাদিত হইবে।

*বারাহংকৌক্কুটং মাংসংগোব্যং গার্দ্দভ
মৌষ্ট্রকং। ঐড়ঞ্চ যে ন খাদন্তি তেষাং জন্ম
নিরর্থকং॥

শূকরমাংস, কুক্কুটমাংস, গোমাংস, গর্দ্দভমাংস, উষ্ট্রমাংস, আর ঐড়ক অর্থাৎ ফলের আচার যে সকল ব্যক্তিরা আহার না করিল

---

* গোমাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত পাছে হস্তিনায় বাস জন্য অবৈধাহার করিতে পারে নাই সেই আকাংক্ষায় কহিয়াছে।

তাঁহারদিগের জন্মই নিরর্থক, এতদ্রূপ অনেক বিলাপ করিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল।

ইতিগায়ন্তি যে মত্তাঃ সীধুনাং বিহ্বলীকৃতাঃ।
স বালবৃদ্ধাঃ কূর্দ্দন্তি তেষু ধর্ম্ম কথং ভবেৎ॥

আসবপানে বিহ্বলীকৃত উন্মত্ত হইয়া আবালবৃদ্ধে যে ম্লেচ্ছের এরূপ কহিয়া কুর্দ্দন করে, অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় কুঁদনী বলে, তাহারদিগের ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ তাহারা স্বভাবতই অধার্ম্মিক।

হত শল্য নিজানীহি হন্তভূয়োব্রবীমিতে।
আরট্টা নাম তেদেশানষ্টধর্ম্মান তান্ ব্রজেৎ॥

মহারথি কর্ণ শল্যকে বলিতেছেন, হে শল্য! এরূপ ধর্ম্মী বাহীক জাতি, তাহারদিগকে হত বলিয়া জানিহ অর্থাৎ জীবন্মৃত, সর্ব্বদা অশুচী, যেহেতু আরট্ট নামে তাহারদিগের সেই দেশ, সে দেশ ধর্ম্মবহিষ্কৃত অতএব ধার্ম্মিকেরা গমন করেন না।

ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বৈদেহানামযজ্বিনাং।
ন দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি পিতরো ব্রাহ্মণাস্তথা।
তেষাং প্রণষ্টধর্ম্মাণাং বাহীকানামিতি শ্রুতি॥

দাসভূত ব্রাত্যবাহীক জাতি, দাস পদে প্রেষ্য অর্থাৎ চিরকাল প্রেষ্য যাহারদিগের সাম্রাজ্য নাই ইত্যর্থে ম্লেচ্ছদিগকে দাসভূত কহে, এবং ব্রাত্য অর্থাৎ সঙ্কর যেহেতু পরস্পর অন্নযোনাদিজাত যাহারদিগের বিধিরহিত বিবাহ, আর বৈদেহ অর্থাৎ দেহ সত্ত্বে মৃত, যজ্ঞাদি কর্ম্মবর্জ্জিত, তাহারদিগের দেশে গমন এবং সহবাস যে

...রে, তাহার অন্নজলাদি দেবতা পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন না, এই সর্ব্ব ধর্ম্মবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ ব্যবহারের জনশ্রুতি আছে।

হে বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! আরও বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছব্যবহার বলি শ্রবণ করহ, তাহাতেই বিদামাম্ ম্লেচ্ছব্যবহার বিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

কাষ্ঠকুণ্ডেষু বাহীকা মৃন্ময়েষুচ ভুঞ্জতে।
শক্তু বাট্যাবলিপ্তেষু শাবলীঢ়েষু নির্ঘৃণাঃ॥

বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদিগের ভোজন পাত্র মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময় হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট বোধ নাই, এবং শক্তু বাটী অর্থাৎ বিষকুটাদি বস্তুতক্ত শক্তু বাটী পদে নীরস পিষ্টক ভোজন করে, তাহাতে এক পাত্রে কুক্কুরে খায়, অতএব এমন নির্ঘৃণ যে কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বাধা নাই।

আবিকঞ্চোষ্ট্রিকঞ্চৈব ক্ষীরং গার্দ্দভমেবচ।
তদ্বিকারাংশ্চ বাহীকাঃ খাদন্তি পিবন্তিচ॥

নির্ঘৃণ বাহীকাখ্য জাতীয়েরা আবিক দুগ্ধ অর্থাৎ অজ মেষাদির দুগ্ধ, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ দুগ্ধ পান করে, আর তদ্বিকার অর্থাৎ ছেনা তক্রক্ষীরাদি আহার করে, ম্লেচ্ছভাষায় তদ্বিকার পদে (পনিরাদিকে) বলে।

পুত্র সংকরিণীজাল্মাঃ সর্ব্বান্ন ক্ষীরভোজনাঃ।
আরট্টানাম বাহীকা বর্জ্জনীয়া বিপশ্চিতা।
বাহীকেষ্ববিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধতঃ॥

মহামুর্খ বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছজাতি, ইহারদিগের আহারের বিচার নাই, অর্থাৎ সর্ব্বান্ন ও সর্ব্ব জন্তুর দুগ্ধ ভোজন করে, এবং স্ত্রীলো-

কের প্রতি পাতিব্রতাধর্ম্ম রাখিবার দৃঢ়ানুশাসন নাই শুদ্ধ পুত্রোৎপাদন হইলেই হয় সুতরাং সঙ্করপুত্র জন্মে, যেখানে সঙ্কর সন্তান হয়, সেখানে আর কোন্ ধর্ম্মের অবস্থান থাকে এরূপ অবিনীত অর্থাৎ অসভ্য অশিষ্ট আরট্ট বাহীক জাতি, আমি কহিলাম, ইহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এবং শীলেষু ব্রাত্যেষু বাহীকেষু দুরাত্মসু।
কশ্চেতয়ানোবিবসেন্মুহূর্ত্ত নপিমানবঃ॥

এরূপ স্বভাব বিশিষ্টব্রাত্য অর্থাৎ জারজ দুরাত্মা বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছজাতি তাহারদিগের সহিত চেতয়ান, অর্থাৎ ধার্ম্মিক চেতন বিশিষ্ট মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও বাস করিতে ইচ্ছা করেন না।

যত্রবৈব্রাহ্মণোভূত্বা পুনর্ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চবাহীকস্ততো ভবতিনাপিতঃ॥
নাপিতশ্চ পুনর্ভূত্বা পুনর্ভবতিব্রাহ্মণঃ।
ভবন্ত্যেককুলেজাতাঃ সর্ব্বেতে কামচারিণঃ॥
এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্ম্মসঙ্কর কারকং।
কৃৎস্নামটিত্বা পৃথিবীং বাহীকেষু বিপর্য্যয়ঃ॥

অজ্ঞান বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদেশে বর্ণ বিচার নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি বিচার নাই, সকলেই সকল জাতি হয়, অর্থাৎ যেং জাতীয় কর্ম্ম করে তাহাকে তজ্জাতি বলিয়া উক্ত করে, ইহারা সকলেই কামচারী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী, এক কুলে জন্মিয়া * ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি হয়, ইত্যার্থ ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়

* এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শব্দ তদ্দেশে নাই শুদ্ধ ব্রাহ্মণাদিবৎ কর্ম্ম মাত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টাকে ব্রাহ্মণ বলে, রাজ্য রক্ষার্থে ক্ষত্রিয়বৃত্তি,

বালাং বন্ধুমতীং যস্মাদধর্ম্মেণোপগচ্ছত।
তস্মাদ্যোষ্যো ভবিষ্যন্তি বন্ধক্যো বৈকুলস্যবঃ।।

পূর্ব্বে কোন এক পতিব্রতাস্ত্রীকে আরট্টদেশ হইতে দস্যুগণে অপহরণ করে, দস্যু শব্দ ম্লেচ্ছবাচক, মনু কহিয়াছেন, অর্থাৎ প্রধান তদ্দেশে * স্ত্রীর অল্পতা প্রযুক্ত প্রজোৎপত্তি হয় না, একারণ অন্যদেশের কোন স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই স্ত্রী অধর্ম্ম দ্বারা গৃহীতা হইয়া নরাধম পাপশীল দুরাত্মা বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছদিগকে অভিশপ্ত করে, রে পাষণ্ড জাতিয়েরা যেমন অধর্ম্ম বুদ্ধিতে আমি বন্ধুমতী স্ত্রী আমাকে হরণ করিলি, তেমন তোমারদিগের এই দেশে স্ত্রীমাত্র বন্ধকী অর্থাৎ বেশ্যাবৎ দুশ্চারিণী হইবে, যদি আমার পতিব্রত মন থাকে, ইহা বলিয়াই দেহ ত্যাগ করে, তদবধি ম্লেচ্ছদেশজা স্ত্রীগণেরা স্বৈরচারিণী হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

---

* স্ত্রীর অল্পতা প্রযুক্ত অন্যদেশীয় স্ত্রীকে অপহরণ করে। ম্লেচ্ছদিগের পুরাবৃত্ত কথনে শ্রুত হওয়াযায়, অর্থাৎ রুমালি যে যখন রাজারা রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহারদিগের শাসন ছিল, অন্যান্য স্ত্রী সকল হইতে প্রজোৎপত্তি কর, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিহ না যে পরদারা হরণে পাপ হয়, বিধবা সধবা কিম্বা যে কোন রূপে সন্তান হইলেই হয়, সুতরাং এই আদেশের মূল ঐ সতীশাপকে মান্য করিতে হয়, সেই অবধি তত্তৎদেশে অশাস্ত্রবিবাহের বিধি চলিয়া আসিতেছে, কেননা আযথতুলীয় পতিব্রত শাপে, সকল স্ত্রীই তদ্দেশে ভ্রষ্টধর্ম্মিণী হইবেক।

এবং স্ত্রীর অল্পতা যে তাহারদিগের ছিল ইহা বাইবেল দৃষ্টে বোধ হইতেছে, যখন আদমের পুত্র, (কইন ও হাবেল) তখন তাহারদিগের বিবাহের কথা উল্লেখ হয় নাই, তাহাতে অনুমান সিদ্ধ হয়, যে আদম হইতে স্ত্রী সৃষ্টি হয় নাই, ইহারা পরস্ত্রী হরণ করিয়াই বংশ বিস্তার করিয়াছিল।

অথ ম্লেচ্ছজাতি অস্পৃশ্য তৎপ্রমাণ।

ক্ষত্রিয়স্য মলং ভৈক্ষং ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলং।
মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং বাহেয়িকামলং॥

ভিক্ষোপজীবী ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের মল, ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের মল, পৃথিবীর মল ম্লেচ্ছ, স্ত্রীলোকের মল ম্লেচ্ছস্ত্রী অর্থাৎ তাহাদিগের সংসর্গে ধর্ম্ম প্রভাব হানি হইয়া চিত্ত মলিন হয়।

মনুষ্যাণাং মলং ম্লেচ্ছাম্লেচ্ছানামৌষ্ট্রিকং মলং।
ঔষ্ট্রিকাণাং মলং শণ্ঠাঃ শণ্ঠানাং রাজযাজকাঃ॥

মনুষ্যমাত্রের মল ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছমধ্যে মল ঔষ্ট্রিক, ঔষ্ট্রিকের মধ্যে মল শণ্ঠ, শণ্ঠের মধ্যে মল রাজযাজক হয়, এই ম্লেচ্ছ পদে আর্য্য ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ আর্য্য হইতে জাতিত্ব অপকৃষ্ট, তাহার মধ্যে ঔষ্ট্রিক, যাহা* ইষুজাত দেশজ ম্লেচ্ছ জন্মা তাহার মধ্যে শণ্ঠ অর্থাৎ উপনয়ন ম্লেচ্ছ হীন, যাহারদিগকে ইজুরী ীয় কহে, তাহার মধ্যে রাজযাজক, অর্থাৎ তদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা অপকৃষ্ট মলবৎ ত্যাজ্য।

কৃতঘ্না পরবিত্তাপহারো, মদ্যপানং গুরুদারাবমর্ষঃ। বাক্পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা, বহির্গেহং পরবস্তূপভোগাঃ। যেষাং ধর্ম্মস্তান্ প্রতিনাস্ত্যধর্ম্ম, আবট্টকান্ পাঞ্চনদান্ বিগর্হ্য॥

বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ, যাহারা কৃতঘ্ন, অর্থাৎ উপকারির প্রতি অপকার ব্যতীত প্রত্যুপকার ধর্ম্ম রহিত, পরবিত্ত হরণেই ধনাভিমান যাহাদিগের, সর্ব্বদা মদ্যপানে যাহারা রত, গুরুদারামর্ষক, অর্থাৎ বয়ঃজ্যেষ্ঠা স্ত্রী বিহারশীল, এবং পরভুক্তা স্ত্রীতে রতি সম্পাদন কর্ত্তা,

* ইষুজাত, পদে ইউরোপ।

কটুভাষী অর্থাৎ শ্রবণে কটুক নহে তাহার ফল কটু এমত বাক্য কহে, পশুবৎ ব্যবহারী, রাত্রিচর্য্যা পদে রাত্রি অবধি যাহারা দিন গণনা করে, এবং গ্রামের প্রান্তভাগেই গৃহ করণশীল আর যাহারা অগ্নি সংস্কার বর্জ্জিত, কেবল গর্ত্তে মৃতদেহের গতি করে, এমত শাস্ত্রমর্য্যাদাতিরিক্ত যে বাহ্লীক জাতির ধর্ম্ম তাহারদিগের পক্ষে অ অধর্ম্ম কি আছে? অতএব, ম্লেচ্ছযবনাদির যে ধর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না, সুতরাং আমি যে ধর্ম্ম প্রশংসা করিলাম, সে ইহার বহির্ভূত তাহাতে অধিষ্ঠান করিলে মোক্ষ ধনের লাভ হয়।

অথ আবর্ত্ত শব্দার্থে মৃত্তিকাতলে গতির নিমিত্ত উদাসীন বৈষ্ণবাদির দোষ মার্জ্জন।

১৯ ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ভগবন্‌! আপনার আজ্ঞা মতে শ্লোকব্যাখ্যার সুন্দর রূপে নিশ্চিত হইলাম, কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিল, এই যে আবর্ত্ত শব্দে ম্লেচ্ছকে বলে, অর্থাৎ অবট শব্দে গর্ত্ত, গর্ত্ত মধ্যে মৃত জাতির গতি করে, সে সকল জাতিকে ম্লেচ্ছ বলে, ইহাতে হিন্দুজাতিরও মধ্যে উদাসীন বৈষ্ণবের মধ্যে কোন ব্যক্তিকেও মৃত্তিকাতলে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করে, এক্ষণে তা সমাজ বলিয়া বৈষ্ণবেরা নামা করিয়া থাকেন, আপনার উক্তিক্রমে সেই সমাজস্থ ব্যক্তিকেও কি ম্লেচ্ছ বলা সঙ্গত হইবে, অতএব এ সন্দেহাপনয়ন করিতে আজ্ঞা হয়?

২০ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্‌! তোমার মত এতৎ প্রশ্ন অবশ্য করণীয় বটে, অতএব তদ্বহির্ভূত সংশয় ছেদনার্থ আমি যাহা কহি তাহা শ্রবণ করহ। বৈদিক এবং ম্লেচ্ছজাতীয় সমস্ত ব্যবহার বর্ণনে যথাশাস্ত্র সংস্কারের বিষয় কহিয়াছি, কিন্তু আশ্রমান্তরের ব্যাখ্যা করা যায় নাই, অর্থাৎ গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ভিক্ষুক এই চতুরাশ্রমের মধ্যে কেবল ভিক্ষুকাশ্রমস্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকেই অগ্নিতে দাহ না করিয়া স্রোতজলে বিসর্জ্জন করিয়া থা

...থা মৃত্তিকাতলে কদাপি প্রোথিত করে না ইদানীন্তন যে সকল ...সীন বৈষ্ণব তাঁহারদিগকে ভিক্ষুকাশ্রমী বলে, কিন্তু তাঁহার-...গের মৃতদেহকে কেহই জলে বিসর্জ্জন করেন না, প্রায়ই অনেককে ... করিয়া থাকে, তন্মধ্যে সম্ভ্রান্ত মহান্তদিগকে যে সমাজস্থ করেন, ...তে হিন্দু হইতে বহিষ্কৃত বলা যাইবেক না, তাহার কারণানু-...দি করিলেই সন্দেহ দূর হইয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহারদিগের সমাকু ...রকে প্রোথিত না করিয়া জলাগ্নিদ্বারা মৃতদেহের উপরম করতঃ ...ষরণার্থে পরিচ্ছদাদি উপকরণের কিঞ্চিৎ আহরণ দ্বারা ভূমিতলে ...স্থাপন করতঃ তদুপরি তুলসীমঞ্চ নির্ম্মাণে তুলসীবৃক্ষরোপণ ...য়া থাকে তাহাকেই সমাজ বলে, এবং বৎসরের অন্তে দিবসো-...খ সমাজ সন্নিহিত ঈশ্বরের ভোগরাগ দিয়া বৈষ্ণবাদিকে ভোজন ... এতাবন্মাত্র, ইহাতে তাঁহারদিগকে আবর্ত্ত বলা যায়না, ...র আধুনিক প্রমাণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মৃত হরি-...দ ঠাকুরকে সমুদ্রতীরে দাহ করিয়া তদ্ব্যবহার্য্য মাল্যোপকরণ কন্থা-...ক সমাজস্থ করিয়াছিলেন, অতএব এতদ্বিষয়ের যে সন্দেহ কর, ... নিরর্থক।

অথ দস্যুশব্দ ম্লেচ্ছবাচক হয় তাহার প্রমাণ।

২১ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। অনন্তর ভক্তিজ্ঞানী পরমহংসকে ...জ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাত্মন্! আপনার আজ্ঞানত ম্লেচ্ছাদি ...য়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল, যেহেতু আপনি ম্লেচ্ছাদিজাতিকে যে ... বলিয়া উল্লেখ করিলেন, সে কোন্ শাস্ত্রগত, দস্যুশব্দে মহা-... অর্থাৎ তস্করীবৃত্ত্যুপজীবী, প্রাকৃতভাষায় (ডাকাইতকে) ...।

২১ পরমহংসোক্তি। অরে বৎস! ইহাতে সন্দেহ করিহ না, ...শাস্ত্রেই ম্লেচ্ছকে দস্যু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা—শ্রীমদ্ভাগ-... দ্বাদশস্কন্ধে কলিবর্ণনে, (দস্যুপ্রায়েষুরাজসু) প্রায় সকল

স্থানেই দস্যুরাজা হইবেক, অতএব কলিতে যে ম্লেচ্ছরাজা হইবেন ইহাও সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রমাণ আছে, সুতরাং এতদভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছকে দস্যু বলা যায়, বিশেষতঃ বেদার্থ বৃংহিতমনুসংহিতাতে ম্লেচ্ছ জাতিকে দস্যু বলিয়া স্পষ্টই কহিয়াছেন। যথা— মনু প্রমাণং।

মুখ বাহূরুপজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতেদস্যবঃস্মৃতাঃ॥

ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে উৎপন্ন যে সকল জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদিজাত হইতে বাহির যে জাতি তাহাদিগকে আর্য্য এবং জার্ত্তিক ম্লেচ্ছ বলে, অতএব তাহারদিগকে দস্যু বলিয়া জানিহ অর্থাৎ দস্যুশব্দে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত।

অথ মনু যে ভবিষ্যৎবক্তা তৎপ্রমাণ অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ছিল।

ইত্যর্থে কর্ণপর্ব্বোক্ত আর্য্য ও জার্ত্তিকম্লেচ্ছ, যাহারা পিশাচ বাহীকজাতি তাহারাই ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির বাহিব, অতএব আর্য্য ও জার্ত্তিকম্লেচ্ছদিগকে ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহির বলিয়া [illegible] করিয়াছেন, যথা (বহিশ্চনামহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষাসৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।) বহি আর [illegible] দুই পিশাচ বিপাশা নদীর তীরে উপবনে বাস করিত তাহারদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে (বাহীক) বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, অত[illegible] ইহারা ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির বাহির, তদর্থে ব্রহ্মার সৃষ্টি নয় বলিয়া ভারতে বর্ণন করিয়াছেন, কেননা বাহীকেরা সতত পরাপি[illegible] কারী একারণ সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত দস্যু বলিয়া মনুসংহিতাতে কহিয়াছেন, যদি বল বাহীক জাতীর উৎপত্তি (৩০০০) সহস্র বৎসরের মধ্যে মনুসংহিতা বহুকাল হইয়াছে, তাহাতে বাহিকজাতির বিবরণ থাকিবার সম্ভব নহে। উত্তর, ইহাতে সন্দেহ কি, সর্ব্বজ্ঞ এই

সাক্ষাৎ ভগবদবতার, ভবিষ্যৎজ্ঞানে অনাগত বিষয়কেও বিদ্যমান রূপে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, যখন পুরাণকর্ত্তাদিগের কৃত ভবিষ্য কলিবর্ণনার ফল এক্ষণে প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন সর্ব্বজ্ঞ মনুর বাক্য বিফল কদাপি নহে, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে মনু কহিয়াছেন, যে চারিজাতির বাহির যে জাতি হইবে তাহারা ম্লেচ্ছ এবং বহিষ্কৃত দস্যু শব্দে পরিচিত হইবে। সেই বাক্য বিদ্যমান বৈবস্বত মন্বন্তরের (২৮) অষ্টাবিংশতি মহাযুগে দ্বাপরের শেষে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপ রাজার সময়ে তুরুষ্কদেশে বহি ও হীক এতদ্দ্বয় পিশাচ হইতে বাহীকাখ্য জাতির উৎপত্তি হওয়াতে সফল হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান আর্য্য ও আর্ত্তিকম্লেচ্ছ জাতিরা চারি জাতির বাহির বিধাতার সৃষ্টি নহে।

অথ পূর্ব্বে ব্রহ্মশাপে ক্ষত্রিয় সন্তানেরা যে যবন হইয়াছিল তাহারা আর্য্য ও আর্ত্তিকাখ্য ম্লেচ্ছ নহে তৎপ্রমাণ।

২ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে ব্রহ্মন্! যদ্যপি ষটলক্ষ বৎসর গত হইলে আর্য্যেন্ ও ইবের পুত্রেরাই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ হয়, তবে সকল শাস্ত্রে কহে যে সূর্য্যবংশীয় পৃষধ্র রাজার পুত্র বশিষ্ঠশাপে যবন হয় এবং বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র আর চন্দ্রবংশীয় যযাতিরাজার পুত্রেরা যে যবন ম্লেচ্ছ হয়, তাহারদিগের বংশ কোথায়, এবং যে সকল ম্লেচ্ছ বসতিস্থান কহিলেন, সেই সকল স্থান পৃষধ্র রাজারপুত্রেরাই রচনা করিয়াছিল, যেহেতু পুরাবৃত্তে অবগত হওয়া যায়, যে সগররাজা যবন ম্লেচ্ছের বেশ বৈপরীত্য করতঃ ঐ সকল স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, আপনি যাহা কহিলেন তাহাতে অনেক গোলযোগ বোধ হয়, সুতরাং সন্দিহান ব্যক্তির চিত্তস্থ এতৎ সন্দেহ নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়?

২২ পরমহংসোক্তি। রেণুকে! এতৎ সন্দেহ নিরর্থকর, সকল শাস্ত্রেই এ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করহ। পূর্ব্বে বশিষ্ঠ শাপে বৈবস্বত মনুরপুত্র পৃষধ্র গোবধজন্য অপরাধে বশিষ্ঠশাপে যবন হয় ফলিতার্থ বশিষ্ঠঋষি তদবধি যবন শব্দের সৃষ্টি করিলেন, তখন শাপ ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান যবন হইয়াছিল বটে কিন্তু বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত নহে অর্থাৎ তাবৎ কর্ম্মই বেদদৃষ্টে করিত সুতরাং তাহারা অগ্নি সূর্য্য গঙ্গা ব্রাহ্মণ দেবতা প্রাবির অর্চ্চনা করিত কেবল নামে যবন ছিল, তাহাদিগের সহিত হৈহয় দেশজ তালজঙ্ঘাদি ক্ষত্রিয়েরা মিলিত ছিল, পরে বহুকালানন্তর সগররাজার পিতা বাহুকরাজাকে তাহারা বিনাশ করিয়া অযোধ্যায় রাজা হয়, বাহুকের স্ত্রী ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে লুক্কায়িতা হইয়া সগরকে প্রসব হইয়াছিলেন, সগররাজা ঔর্ব্বের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহাবলিষ্ঠ হইয়া এবং ঔর্ব্বসৃষ্ট • অগ্ন্যস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বাহুবলে সপ্তদ্বীপকে অধিকৃত করিয়াছিলেন।

অনন্তর সগররাজা মহাক্রোধে পিতৃশত্রু যবনাদিকে তালজঙ্ঘের সহিত প্রায় বিনষ্ট করেন অবশিষ্ট কয়েকজন ভীতিযুক্ত হইয়া বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হয়, বশিষ্ঠ সগর রাজাকে যবন বধে নিরস্ত করিয়া তাহারদিগকে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করিলেন, অর্থাৎ ধর্ম্মবহিষ্কৃত করিলেন, সুতরাং ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তিই মৃতপ্রায়, তদবধি তাহারা বেদে

• ঔর্ব্বসৃষ্ট অগ্ন্যস্ত্র পদে তরক শতঘ্নী অর্থাৎ বন্দুক, ও কামান, ঔর্ব্বাগ্নির নাম (বারুদ) তদুৎপত্তি দ্রব্যযোগে হয়, অর্থাৎ (দগ্ধেন শোরকস্কের পার্ব্বত্যাবীর্য্যাগেবচ। একীকৃত্যাংশ ভাগেন জলাদ্যু সাস্তবেদিতি॥ দারুণো হুতভুক্তেন দহতে সলিলাদিকং। ইতি নীতি চিন্তামণৌ॥) কয়লা, শোরা, গন্ধক ক্রমাংশ হ্রাস যোগে একত্র করতঃ চূর্ণীকৃত করিয়া সুরাভাবনায় শোষণ করিয়া ঔর্ব্বাগ্নি প্রস্তুত করিবে, সেই দারুণ দ্রব্য বহ্নিযোগে অনিবার্য্য হয় এবং জলকে দগ্ধ করে, অর্থাৎ জলেও নির্ব্বাণ হয়না।

দিত কর্ম্মে বৈমুখ কেবল অগ্নি সূর্য্য গঙ্গাকে মান্যকরে। যথা—
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং।

পৃষধ্রু হিংসয়িত্বা তু গুরোর্গা মাপ্ত কল্মষঃ।
শাপাৎ শূদ্রত্ব মাপন্নঃ চ্যবনস্য মহাত্মনঃ॥

কল্পভেদে বশিষ্ঠের এক নাম চ্যবন, সেই বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের কুল-গুরু, তাঁহার গোবধ করিয়া তদপরাধে বশিষ্ঠ শাপে যবনত্ব প্রাপ্ত হয়েন, সেইকালাবধি যবন শব্দের উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বে ছিলনা। অন-ন্তর সগর রাজা তদ্বংশজাত যবন সকলের প্রায় বিনাশ করতঃ অবশিষ্ট কয়েক জনকে রাখিয়া তাহারদিগের ধর্ম্মবিনষ্ট করি-লেন। যথা—তত্রৈব

সগরস্তপ্রতিজ্ঞাস্তু গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বৈষম্যঞ্চকারহ॥

মহারাজা সগর গুরুবাক্য শ্রবণে যবন বধে নিবৃত্ত হইয়া বৈদিক জাতির সহিত অন্তর করতঃ তাহারদিগের বিষম ধর্ম্মেস্থাপনা করিয়া বৈদিকধর্ম্ম নষ্ট করিলেন, এবং যবন চিহ্নসূচক অন্যমত বেশভূষাদি করিয়া দিলেন। অপর স্থানান্তর করণার্থে বনোপবনে ও গিরিগহ্বরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলেন। অপর তৎকালে চারিজাতি যবন বলিয়া সংজ্ঞা করতঃ চিহ্নসূচক বেশান্তর করিলেন। যথা—বিষ্ণু পুরাণং

অথ প্রাচীন যবনের অবস্থা বর্ণন।

যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান শকান্ প্রলম্ব-
কেশান্ পারদান্। পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ॥

যবনকে মুণ্ডিত মস্তক, শককে অমুণ্ড অর্থাৎ কর্ণোপরি কিঞ্চিৎ কেশবিশিষ্ট, পারদকে লম্বকেশ, পহ্লবকে শ্মশ্রুধারী অর্থাৎ গোঁপ-

জাতি বিশিষ্ট করিলেন, ইহারদিগের বাসস্থানের নাম কাম্বোজ একণে যাহাকে আরব বলে। অপর শকদেশ ইদানীং তুরকী নামে খ্যাত, অনাৎ পারদ, তাহাকেই চীন বলে, তদনন্তর পহ্লব, তাহার এ... নাম অপভ্রংশ ইদানীং আফগান অথবা কাবুল বলে। (চক্রে চ বিবি... ধান্ বেশান্ বক্তৈর্নানা বিধৈরপি।) এবং বিবিধপ্রকার বেশ ভূষা নানাবিধ বস্ত্র অপিচ চেলখণ্ড বহুসংযোগে সূচীবিদ্ধ করিয়া মুক্তকচ্ছ করিয়া দিলেন।

এই চারিজাতি যবনের পুত্র পৌত্রে অরণ্যভূমি প্রায় পরিপূ... হইল, ক্রমে সগর রাজা সিন্ধুনদীর পরপারে পর্ব্বতপ্রস্থে ও নিবিড় কাননে এবং দ্বীপদ্বীপান্তরে সংস্থাপিত করিয়া প্রত্যাগমন পথে প্রতীহার রাখিলেন, তদবধি আর তাহারা পুনর্ব্বার আসিয়া হিন্দু জাতির সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া, সদাগরগতো দ্বীপদ্বীপান্তরে গুরু শাস্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম রহিত পশুবৎ বাস করিল, কেবল বৈদিকদিগের ন্যায় অগ্নি সূর্য্যাদিকে ঈশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

কালে মরুত্ত রাজার বংশে দম নামে মহারাজা জন্মিয়া দ্বিতীয় সগরের ন্যায় সমস্ত যবনকে বিনষ্ট করিয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে অন্যান্য যবনদেশ সকলকে শূন্য করিয়া কেবল খশ-দেশে কতক গুলি শকে রাখিলেন যাহাকে পারসীক দেশ বলে, আর তালজঙ্ঘের বংশকে (মিশ্রদেশে) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সহিত যবনেরা মিশ্রিত হইয়াছিল সেই স্থানকে সকলে মিশ্র বলে, ইদানীং মিশর-নামে খ্যাত হইয়াছে, ইংলণ্ডীয়েরা ইজিপ্ট বলেন।

২৩ ভক্তজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু প্রভৃতির পুত্রেরা এবং বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা যে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারদিগের বংশ কোথায় আছে, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

২৩ পরমহংসোক্তি। (যযাতি পুত্র এবং বিশ্বামিত্র পুত্র যে যবন হয়) তাহারা কিরাত বিশেষ চীন দেশাদিতে অবস্থিতি করিয়াছে, শুদ্ধ ম্লেচ্ছবদাচার নিমিত্ত ম্লেচ্ছ বলা যায়, ফলিতার্থ ইহারা ব্রহ্মসৃষ্ট চতু বর্ণের মধ্যে গণ্য কেবল বিপ্রাদির অভিশাপে যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে

ইহারদিগকে পিশাচপুত্র বাহীকাখ্যম্লেচ্ছ বলিয়া খ্যাত করা যায় না অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত আর্য্য ও জার্ত্তিক ম্লেচ্ছ সংজ্ঞায় উক্ত নহে। খশ দেশীয় অর্থাৎ ঈরাণাদি দেশস্থ যবনেরা এক্ষণে পারসীক নামে খ্যাত, ইহারদিগের বংশে কালযবনাদির উৎপত্তি হয়।

অর্থাৎ মিশরদেশীয় যবন এবং পারসীকেরা পৃথিবীর সৃষ্টি (৬০০০) ষট্ সহস্র বৎসর বলে না, আর আদম ও ইবের পুত্র বলিয়া আপনারদিগের উৎপত্তি স্বীকার করে না, সুতরাং তাহারা বর্ত্তমান ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় বিধাতার সৃষ্টির বহির্ভূত নহে। ইহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ ক্ষত্রিয় সন্তান অতিশাপে যবন হয়, ফলে ইহারা চারি জাতির বাহির নহে।

অথ পারসীক ও মিশরীয় যবনের প্রাচীনত্ব পুরস্কারে জু-জাতীয়ের আধুনিকত্ব সুসিদ্ধ।

২৪ ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! ইহাতে বিশিষ্ট বোধ হইল যে জার্ত্তিক ও আর্য্য ম্লেচ্ছ হইতে ইহারাই প্রাচীন যবন তবে যে ইংলণ্ডীয়েরা জু জাতিকে প্রাচীন জাতি বলেন, সে কেবল তাঁহারদিগের যবন শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন এই উপলব্ধি হয়, যাহা হউক যে সকল দেশে এই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছেরা বাস করিতেছে এ সকল দেশের নাম পুরাণাদি শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, সুতরাং লিপি অনুসারে দেশ সকলকে অতি প্রাচীন বলিতে হয় তাহাতে বাস করিতেছে যে সকল বাহীকাখ্য যবন ম্লেচ্ছ তাহারদিগকে প্রাচীন যবন না বলিবার কারণ কি? যথা—তুরুষ্ক, শটচ্চর, খশ, নর্দ্দীনাশ, অপবাহ, পহ্লব, চর্ম্মখণ্ড, লৌকিক, তুখার, হৌবর, তুমিকাদ, অশ্মক, কনকালক, কার্ম্মণিকাকুহক, কাণিকল, ভীবকচ্ছ, ক্রৌঞ্চ, সৈনিক, গান্ধিক, উন্দুদ্বীপ চক্রবর্ত্ত, অর্ব্বুদ, বর্ব্বর ইত্যাদি অধুনা ইহার নাম, তুরকী, রোম ঈরাণ, চীনা, মক্কা, কাবুল, মরুট, ফ্রান্স, বোখারা, সাইবিরীয়া, রুষিয়া

অ্যাসিরিয়া, এমেরিকা, এফ্রিকা, জরমেন, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, রোক্দার, ইত্যাদি স্থানস্থ লোককে স্থানানুসারে প্রাচীন বলা যায়।

২৪ পরমহংসোক্তি। রে বৎস! শ্রবণ করহ, এতদ্দেশ সকল প্রাচীন বটে, প্রাচীন যবনেরাও যে বাস করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এক্ষণে বাস করিতেছে বলিয়া যে আর্য্য ও জার্ত্তিকেরা প্রাচীন হইবে ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু দমরাজা দ্বারা প্রাচীন যবনেরা বিনষ্ট হইলে পর এই সকল দেশ প্রায় অরণ্যভূত হয়, সুতরাং অরণ্যরূপ জন-শূন্যস্থানে পিশাচেরা বাস করে, অতএব বহি ও ইক এই পিশাচদ্বয়ে বাস করিয়াছিল, তাহারদিগের সন্তানেরা ক্রমে বৃদ্ধিদশা প্রাপ্ত বনবনান্তরে বাস করতঃ পুনর্ব্বার নগরবংশ ক্রমে করিয়াছে, সুতরাং যে যেখানে বাস করিল সে সেই দেশের নামে খ্যাতি পাইয়া পৃথক্ জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহারা প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহার এক দৃষ্টান্ত, পৃথ্বুরাজার বংশে একজন তুরুষ্কনামে খ্যাত ছিল, সেই নগর নির্ম্মাণ করাতে নগরের নাম তুরুষ্ক হইল, পরে তাহার বংশের নাশ হইয়া বহুকাল পরে জার্ত্তিক অর্থাৎ জু-জাতিরা বাস করাতে তাহারাও তুরকী বলিয়া বিখ্যাত হইল ইদানীন্তন মাহাম্মদীয়ানেরা জু-জাতিকে উত্ত্যক্ত করিয়া বাস করাতে তাহারাও তুরকীনামে খ্যাত্ত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিহ যে বৈদিক জাতি ব্যতীত প্রাচীন কেহই নহেন, ইহারদিগের ধর্ম্মই ঈশ্বর প্রণীত এতদ্ধর্ম্ম যাজন করিলেই চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া পরমাত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

অথ পিশাচত্ব সত্ত্বেও আদমের মনুষ্যোৎপাদকত্বের দৃষ্টান্ত।

২৫ ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে সাধো! ম্লেচ্ছজাতীয় ধর্ম্ম প্রস্তাবে যে কয়েক বিষয় কহিলেন তন্মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিল, আদৌ বাইবেল পুস্তকের মতে ইব ও আদম এতদ্দ্বয় আদি

মনুষ্য, ইহারদিগের দ্বারাই মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হয়, একারণ যবনেরা মনুষ্যকে (আদমী) বলে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে যদ্রূপ মনুর পুত্রাদিকে মানব বলিয়া থাকে। আপনি কহেন, ইব আর আদম ইহারা পিশাচ, সুতরাং পিশাচের পুত্র মনুষ্য কি প্রকারে হয়? যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রে পিশাচদিগকে দেবসৃষ্টির মধ্যে ধৃত করিয়াছেন।

২৫ পরমহংসোক্তি। রে বৎস। ইহা সত্য, ইব ও আদম পিশাচ হওয়া ও মনুষ্যোৎপাদক হইয়াছে, যদিও দেবতা ও রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, পিশাচাদিরা দেবসৃষ্টির মধ্যে ধৃত হইয়াছে, তথাপি তাহারদিগের দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ আদিদেব ব্রহ্মার পুত্র মনু হইতে মনুষ্যজাতির উৎপত্তি এবং উপবর্হণ নামা অসুরের পুত্র কংসরাজা, মাল্যবান, রাক্ষসের পুত্র (সুকেশী) ইন্দ্র, ধর্ম্ম, যম, পবন, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্যাদির পুত্র যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি অপিচ নরক-পুত্র ভগদত্ত প্রভৃতিরা মনুষ্য রূপে পরিচিত ছিল, তদ্রূপ পিশাচ হইতে মনুষ্য উৎপত্তির সন্দেহ কি, শুদ্ধ পিশাচবৎ ব্যবহারানুসারে বাইবেলজাতিকে ম্লেচ্ছ যবন কহা যায় অর্থাৎ তাহারদিগের ধর্ম্ম শ্রদ্ধা রহিত, এবং সদাচারাদি নাই।

২৬ ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। যদিও পিশাচ জাতিকে এরূপ মনুষ্যোৎপাদক বলা যায় যাউক, কিন্তু সর্পরূপী সয়তানকে যে আপনি নহুষ রাজা বলিয়া উক্ত করিলেন ইহা কিরূপে প্রত্যয় করিতে পারি। যেহেতু গত সত্যযুগে ইন্দ্র শ্রীপ্রাপ্ত নহুষরাজা শচী লোলুপ হওয়াতে অগস্ত্য শাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েন, ইব ও আদম দ্বাপরের শেষ যুধিষ্ঠিররাজার সময় অনুমান (৬০০০) ষট্‌সহস্র বৎসর ইহাতে সর্পরূপী নহুষকে বাইবেলোক্ত সয়তান বলা সঙ্গত হয় না।

২৬ পরমহংসোক্তি। রে পুত্র! এতদ্বিষয়ের সন্দেহ করা নিরর্থক, ব্যাসদেব মহাভারতাদিতে স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এতৎ সময় হইতে (৫০০০) পঞ্চ সহস্র বৎসর গত রাজা যুধিষ্ঠিরের সময় নহুষ রাজা সর্পরূপে বনে বাস করিয়াছিল, প্রমাণ-মহাভারতীয়.

বনপর্ব্বে, যৎকালীন যুধিষ্ঠিরদের পঞ্চভ্রাতার সহিত বন ভ্রমণ করেন, তৎকালে ভীমকে অজগররূপী নহুষ রাজা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, পরে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রশ্ন পূরণে পরিমুক্ত হয়েন, অতএব তৎপূর্ব্ব সহস্র বৎসর আদম ও ইবের সময় সর্পরূপী নহুষ রাজা যে তদ্বনে বাস করিয়াছিল তাহাতে সংশয় কি।

২৭ ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। আপনি যে বিপাশা নদীরতীরে বহি... ইক অর্থাৎ আদম ও ইব বাস করিত কহিলেন, কিন্তু বিপাশা নদী তুরুস্কাদি ম্লেচ্ছদেশের কোন স্থানে ছিল? শাস্ত্রতঃ এবং লোকতঃ শুনা যায় পাঞ্জাবে পঞ্চ নদের মধ্যে এক নদীর নাম বিপাশা।

২৭ পরমহংসোক্তি। হে জ্ঞানাভিমানিন্! নদী নামে সন্দেহ কি, এক নামে অনেক নদী আছে, যথা স্বর্ণ স্রোতা হিমালয় প্রসূতা যমুনা, যিনি মথুরাদি মোক্ষ-ক্ষেত্র দিয়া আসিয়াছেন, তথা বঙ্গদেশের উত্তর সিরাজগঞ্জের নিকটেও অপর যমুনা নামে নদী আছে, কিঞ্চ পাঞ্জাবের এক নদী চন্দ্রভাগা, অপর পুরুষোত্তমের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার্কতীর্থেও চন্দ্রভাগা নদী আছে, অপিচ বিন্ধ্য-পাদ বিনিঃসৃত দামোদর, অন্যৎ বঙ্গদেশের বাকরগঞ্জ অর্থাৎ বরিশালেও দামোদর আছে, তদ্রূপ পাঞ্জাবে এক্ষণে যেমন বিপাশা নদী যদ্রূপ আদমের বাস ইডেন উদ্যানেও বিপাশা নামে নদী ছিল, ক্রমে রাজ পরিবর্ত্তনে কোন নামান্তর হইয়া থাকিবেক যে রূপ বাল্মীকি-শ্রমে তমসা নদী সেই রূপ বাহীক দেশেও তমসা নদী আছে, এক্ষণে তাহাকে তামস বলে।

অথ মনুক্ত হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম দৃষ্টে পৃথিবীস্থ সকলের ধর্ম্ম শিক্ষা।

২৮ ভাক্তত্তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! যদ্যপি বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতই হয়, তবে যে তাহারা এক্ষণে বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম-কথা কয় এবং পরমেশ্বরোপাসনার বিধি প্রচার করে

সে কি ? এবং ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্র পদার্থ-বিদ্যা ঐন্দ্রজালিকাদি কিরূপে কোথা হইতে শিক্ষা করিল ?

২৮ পরমহংসোক্তি। অরে বালক ! এই বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছ যবনাদিরা চিরকাল পশুবৎ বনে বনে বাস করিত শুদ্ধ অসেচনক খণ্ডান্তঃপাতি কুমারি-খণ্ডের লোকের উপদেশে অর্থাৎ (হিন্দুস্থানস্থ) লোকের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সমস্ত বিদ্যা সম্পাদকে লাভ করিয়াছে, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রেই প্রমাণ আছে। যথা—মনুপ্রমাণং।

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥

পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত দেশ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন। তত্রৈব।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥

উপরি শ্লোকোক্ত দেশ-প্রসূত অগ্রজন্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিদিগের নিকট পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যেরা স্ব স্ব চরিত্র অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারাদি শিক্ষা করেন, ইহাতে পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্য বলাতে আম্লেচ্ছাদি যাবৎ মনুষ্যই এই দেশ হইতে মনুষ্যাচার শিক্ষা করিয়াছেন, ফলে ম্লেচ্ছেরা পদার্থ বিদ্যাদির স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মের কর্ত্তব্যতা যেরূপ করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিয়া যথার্থ সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যেহেতু তাহারা স্বভাবতঃ অধার্ম্মিক। যথা—পুরাণাদিষু।

(কলৌ রাজা ভবিষ্যন্তি যবনা ধর্ম্মনিন্দকা ইতি।)

কলিতে ধর্ম্মনিন্দক যবনেরা এই পৃথিবীর রাজা হইবেক তবে যে কদাচিৎ ধর্ম্মবিচারে প্রবর্ত্ত হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের উল্লেখ করে, সে কেবল

আপনারদিগকে ধার্ম্মিকরূপে প্রতিপন্ন করিয়া লোক প্রতারণা মাত্রই করে।

অথ ম্লেচ্ছেরা হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম দৃষ্টে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল তদর্থে ইংরাজী পুস্তকের প্রমাণ।

২৯ ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে সাধো! পূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরে আপনি কহিলেন, যে ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত মধ্য দেশাদি সম্বন্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সদাচারাদিই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম, তদন্যৎ বিধর্ম্ম এবং এই সকল দেশ হইতে পৃথিবীস্থ সমস্তলোকে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছে, ইহা সত্যই হইতে পারে, যেহেতু আপনি মন্বাদি শাস্ত্রের প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে শাস্ত্রমতে আপত্তি করিতে পারিনা কিন্তু যুক্তিদ্বারা অসঙ্গত বোধ হয়, যে হেতু ম্লেচ্ছ যবনাদির দেশে অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় লোক আছে এবং পূর্ব্বেও ছিল, যাহারা ভুগোলতত্ত্ব ও খগোলতত্ত্ব; অপর প্রাণিতত্ত্ব রেখাতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব আন্বিক্ষিকীতত্ত্ব পদার্থ বিদ্যা শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া তত্তদ্দেশে এতদ্দেশ জাত পূর্ব্বজ ঋষিগণের ন্যায় অধিক মান্য হইয়াছিল, তাহারাও কি এদেশের লোকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল, ইহা বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, যেহেতু অদ্যাপিও এক এক জন বুদ্ধিযোগে এরূপ কল কৌশলের সৃষ্টি করিতেছে, যে তাহা এতদ্দেশের লোকেরা দৃষ্টিমাত্রেই চমৎকৃত হয়, অতএব এতাদৃশ সন্দেহে আমারদিগের চিত্ত আবৃত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ছেদন করিতে আজ্ঞা হয়?

২৯ পরমহংসোক্তি। অরে বৎস! এতদ্বিষয়ে তোমার সন্দেহ কি যখন মন্বাদি শাস্ত্রে এরূপ শাসন করিয়াছেন, যে আর্য্যাবর্ত্তাদি দেশ হইতে শিষ্টাচার সমস্ত পৃথিবীস্থ লোকেরা শিক্ষা করিয়াছে, তখন এই দেশকেই পরমেশ্বর বিদ্যা সম্পত্তির ভাণ্ডার করিয়াছেন তাহাতে

সংশয় নাই। তোমরা স্বজাতীয় শাস্ত্রে অনধীত, একারণ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস হয় না, সুতরাং ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়াছে, অতএব তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান ইংলণ্ডাদি দেশজাত পুরাবৃত্তর আবৃত্তি দ্বারা বোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ দেশজাত ব্যক্তিগণেরা যেরূপে এতদ্দেশজাত মনুষ্য সকাশে শিক্ষিত হইয়া বিশারদ হইয়াছে। যথা

বর্ত্তমান কলিকালে বৈদিক জাতিকে বলহীন ও ম্লেচ্ছ জাতকে বলিষ্ঠ দেখিয়া যে সভ্য বলা ও তাহারদিগের ধর্ম্মকে সনাতন বলা যাইতে পারে না, চিরকাল বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত ম্লেচ্ছেরা সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ইহারা সভ্যজাতির নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্ববুদ্ধ্যানুসারে নানা দেশীয় শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এক২ প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া এক২ মত ধর্ম্ম স্থাপনায় স্বদেশকে এক্ষণে সভ্যগুণান্বিত রূপে ব্যক্ত করে ইহারা যে চিরকাল অসভ্য ছিল তাহার প্রমাণ অনেকানেক ইংরাজী পুস্তক দৃষ্টে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি।

অথ বেদের নিত্যত্ব সিদ্ধের বাইবেলের কৃত্রিমত্ব প্রমাণ।

এই হিন্দুস্থানের উপান্তে ম্লেচ্ছদেশ সংক্রান্ত (মিশ্রদেশ) তাহাকে অধুনিষ্ঠ যবন ম্লেচ্ছেরা (মিশর) অথবা (ইজিপ্ট) বলে। তদ্দেশে হিন্দু ও ম্লেচ্ছেরা মিশ্রিত থাকিয়া বাণিজ্যাদি বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, তাহাতেই পশুবৎ ধর্ম্মবহিষ্কৃত ম্লেচ্ছেরা হিন্দু সমাগমে আপনারদিগকে হীন বলিয়া জানিয়াছিল, সুতরাং হীনত্ব মোচনার্থে সভ্য হইবার প্রত্যাশায় ধর্ম্মকথা শুনিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে ধর্ম্মশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা হিন্দুশাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম প্রস্তাবিত পরমার্থবিশিষ্ট বাক্যের অঙ্কুর মাত্রই স্বীয়২ কুৎসিতাবস্থার অন্তর করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাভাসে এক২ গ্রন্থ রচনা করিয়া উত্তরোত্তর এক২ জন এক২ ধর্ম্ম সংস্থাপন করে, এবং

আপনাদিগকে জন সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া জানাইবার নিমিত্ত একং মত উপাসনায়ও প্রবর্ত্ত হয়। তদবধি একং প্রকার ধর্ম্মের প্রথা ম্লেচ্ছাদি দেশে একাল পর্য্যন্ত চলিতেছে, ইহা পূর্ব্বং ম্লেচ্ছ যবনের মান্য করিত এক্ষণে দৌর্জ্জন্য প্রযুক্ত মিশনরিরা প্রাণান্তেও স্বীকার করে না এবং অসদ্বুদ্ধির সঞ্চালন দ্বারা একং অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করিতেছে, তাহাতে কেবল ভগবন্নিন্দা ব্যতীত আর কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না অর্ব্বাচীনেরা তাহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করাই-তেছে, (অদম্র) অর্থাৎ আদম ভারতে যাহাকে (বহি) বলে. তদুৎপত্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি বলিয়া (৬০০০) সহস্র বৎসর গণনা করে করুক, কিন্তু ঐ ম্লেচ্ছদেশীয় অনেকানেক ব্যক্তিরাও গ্রাহ্য করে না, অর্থাৎ বাইবেল মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া তবে সিদ্ধহয়, যদি বাইবেল ঈশ্বরাজ্ঞারূপে সুসিদ্ধ থাকে। ঐ বাইবেল অগ্রাহ্য পুস্তক এবং প্রাকৃত মনুষ্যের রচিত ইহা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেছি. যেহেতু (আরিষ) প্রভৃতি সাহেবদিগের রচিত পুস্তকাদিপ্রাপ্তে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, যে জুডাদীয় ধর্ম্মবক্তা (মুষা) যাহাকে এক্ষণে (মোজেস) বলে, তাহারই রচিত বাইবেল আধুনিক মিশনরির যাহাকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া মান্য করে। সেই মোজেস অত্যন্ত প্রতারক ছিল, তাহার প্রতি ঈশ্বরানুকম্পার বিষয় কি? ফলে মোজেস ঈশ্বরের কৃপাপাত্র কদাপি ছিল না, (কদাচার যুদীয়তে) যাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়, যদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ হয়, সে ব্যক্তি কদাপি সামান্য মনুষ্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করে না ঈশ্বরার্থে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিতে যদি মোজেস প্রতি ঈশ্বর আজ্ঞা করিতেন, তবে মোজেস কদাচ প্রাকৃত মনুষ্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সভ্য হইত না ঈশ্বরানুকম্পায় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান হইয়া ঈশ্বরজ্ঞান বলে শাস্ত্র প্রচার করিত, বরং তদ্বিষয়ে এ অনুমান অযোগ্য হয় না যে মোজেস শুদ্ধ চাতুর্য্য স্বভাবাপন্ন ছিলেন, অন্য দেশীয় সভ্যের নিকট কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবক্তারূপে

আপন মহিমার বিস্তৃতি জন্য অরণ্যবাসী পিশাচ পুঞ্জ অসভ্য ম্লেচ্ছগণকে ভুলাইয়াছিল, অদ্যাপিও সে কুহক মূঢ়েরদিগের চিত্ত হইতে অন্তর হয় নাই, অতএব এরূপ প্রতারকের বাক্যকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে গ্রহণ মূঢ়েরাই করে, যথার্থ ঈশ্বরাজ্ঞা বেদশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের আদি ইহার প্রকাশক সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা কস্মিনকালেও কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, পরমাত্মা তাঁহার শুদ্ধচিত্তে স্বলক্ষণা বেদ স্মৃতি প্রদান করেন, তদনুসারে তিনি বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যশ্চৈব বেদাংশ্চ
প্রহিণোতি তস্মৈ। ইত্যাদিশ্রুতিঃ।

যে পরমাত্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে বেদ প্রদান করেন, এবং পুরাণেপি। (তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে ইত্যাদি) যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রদান করেন তিনিই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা তাঁহাকে ধ্যান করি। এতৎপ্রমাণে এবং অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই বেদপ্রকাশক ব্রহ্মাকে কহেন, কিন্তু কোন প্রাকৃত লোকের নিকট তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন এমত সংবাদ নাই, অতএব ঈশ্বরাজ্ঞারূপে বেদপ্রমাণ গ্রহণে কোন সংকোচ হয় না, বাইবেল কি কোরাণাদি প্রকাশক যদ্যপি তদ্রূপ হইতেন তবে সন্দেহ কে করিত, কেবল কালের বলে এক্ষণে মিশনরিরাই তাহাকে ঈশ্বরা কল্পিত বলে, বস্তুতঃ মোজেসের সভ্যতা যে রূপে হইয়াছিল তাহাও ব্যক্ত করিতেছি।

৩০ ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, ম্লেচ্ছ দেশীয় শাস্ত্রবক্তারা যে দেশ হইতে শিক্ষা করিয়া মতস্থাপনা করিয়াছে, তাহা আপনি কোন অভিপ্রায়ে কহেন, শুদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রের মতে কহিলে সকলে বিশ্বাস করিবেক না, ইহার প্রামাণ্যার্থে যাবনিক পুস্তকেরও কিঞ্চিৎ প্রমাণ

হওয়ার আবশ্যক হয়, বিশেষতঃ আমরাই স্বশাস্ত্রকে তাদৃক্ বিশ্বাস করি না যাদৃক্ ইংরাজী পুস্তকের প্রতি বিশ্বাস আছে।

৩০ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। আমারদিগের শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত ম্লেচ্ছদেশ, তদ্দেশে বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা ছিল না ইহা ইউরোপীয়ান মারিষ সাহেবাদির কৃত পুস্তকের উক্তিতেই যথার্থ বোধ হইতেছে, তিনি লিখিয়াছেন যে ইউরোপাদি দেশে পূর্ব্বে ধর্ম্মানুশীলনার্থ বিশেষ কোন শাস্ত্র ছিলনা, সংপ্রতি ন্যূনাতিরেক (২৫০০) সার্দ্ধদ্বয় সহস্র বৎসরগত মগধ দেশান্তঃপাতি পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনা নিবাসী (পোল) নামক কোন ক্ষত্রিয় সন্তানের নিকট ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সভ্য হইয়াছে। যদি বল তাহার ম্লেচ্ছদেশে গমন কি নিমিত্ত হয়, তাহার কারণ উক্ত ব্যক্তি মহাশৈব ছিল, বৈষ্ণবদিগের সহিত উপাসনা বিষয়ে পরাভূত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ লৌকিক দেশ অর্থাৎ ম্লেচ্ছাবাস তুরুষ্ক দেশান্তঃপাতি (মিশ্র) অর্থাৎ মিশর দেশে গিয়া বাসকরতঃ তদ্দেশজাত ব্যক্তি সকলকে শাস্ত্রোপদেশ নিত্য করে, যাহারা শুদ্ধ পশুবৎ ব্যবহারী ছিল ইহাও মারিষ সাহেবের ইতিহাস পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে মিশর দেশ অর্থাৎ ইজিপ্ট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া (মুষা) অর্থাৎ মোজেসসংজ্ঞক বিচক্ষণ হইয়া স্বকপোলে কল্পিত বাইবেল নামে ধর্ম্ম পুস্তক হিব্রু ভাষায় রচনা করে, তাহার অভিপ্রায় দেখিলেই বোধ হইবে যে হিন্দু শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ২ ভাগের অনুবাদ মাত্র, শাস্ত্রোক্ত সম্যক্ ধর্ম্ম বোধ করিতে না পারিয়া সৃষ্টি অবধি কতকং অংশকে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু স্বীয় প্রবঞ্চকতাগুণে স্বীকার না করিয়া আমি ঈশ্বরের কৃপাপাত্র আমাকে ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ কর, ইহা কহিয়া লোকের নিকট ঋষিলোকের ন্যায় মান্য হইয়াছিল, তাহা ঐ বাইবেল দেখিলেই বোধ হয়, বেদাদি শাস্ত্রে লেখে যে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা সৃষ্টি করণেচ্ছু হইয়া প্রথমতঃ নিগুর্ণরূপে সগুণ হয়েন অনন্তর জলের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মায়াকে ঘটপর

করতঃ তাহাতে শয়ন করিয়া ঐ জলে ভাসিতে লাগিলেন, বাইবেল বক্তা সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনে জলের সৃষ্টি বর্ণন না করিয়া কেবল "ঈশ্বরের আত্মা জলে ভাসমান ছিলেন" ইহা অবধি বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং উপলব্ধি হয় যে মোজেস পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা পুস্তক রচনা কালে বিস্মৃত হইয়া প্রথম কারণ না লিখিয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের শরীর জলে ভাসমান ছিল ইহাকেই সৃষ্টির প্রথম বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। এবং ভূতাদি সৃষ্টির বিশেষ কারণ অতিসূক্ষ্ম, তাহার ধারণা করিতে না পারিয়া "মৃত্তিকা হউক, আকাশ হউক, বায়ু হউক, চন্দ্র হউক, সূর্য্য হউক, ব্রীহিযবাদি শস্য হউক" ইত্যাদি সৃষ্টি আনুমানিক একর কথায় কহিয়া বিশ্রাম করিলেন, সেই দিনকে (স্যাবাথ) বলে। অথান্যৎ বেদোদিত আদি মনুষ্য স্রষ্টা সস্ত্রীক স্বায়ম্ভুব মনুর প্রস্তাবকে (আদম ও ইব) বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুকে আদম, ইবকে শতরূপা কহিয়াছেন এই অনুমান হয়।

এবং গঙ্গাস্বরূপে যর্দ্দননদীকেও মান্য করিয়া লিখিয়াছেন, অপিচ মথি লিখিত নূতন বাইবেলেও কৃষ্ণস্বরূপ যীশুর জন্ম লিখিত হইয়াছে, যেমন কংস রাজার অধিকার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে নারদ বসুদেবাদিকে কহিয়াছিলেন তদ্রূপ বাইবেল মতে "হেরোদ রাজার অধিকার সময়ে ইহুদা দেশের বৈৎলেহম নগরে অর্থাৎ জেরুজালেমে (যীশুর) জন্ম হয়। অনন্তর ঈশ্বরের দূত যীশুর পিতা যুশফকে দর্শন দিয়া কহিল তুমি উঠিয়া শিশুকে লও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিশর দেশে পলায়ন কর"।

পুরাণাদিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে পর রাত্রিযোগে ভগবান কহিলেন তুমি সন্তান লইয়া গোকুলে সংস্থাপন করহ, অতএব এই বাক্যের অনুরূপ বর্ণন কি, না, কেবল বিশেষ মাত্র এখানে কৃষ্ণকেই গোকুলে রাখিয়াছিলেন, সেখানে মরিয়মের সহিত যুশফ যীশুকে লইয়া বাস করিয়াছিল, ইহা শুদ্ধ অনুধাবনার ভুল মাত্র।

গোকুলে যদ্রূপ কংস প্রেরিত দৈত্যাদি দ্বারা কৃষ্ণ প্রতি উপদ্রব ঘটিয়াছিল, মিশরেও তদ্রূপ হেরোদ রাজা কর্তৃক যীশুর প্রতি নানা উপদ্রবের ঘটনা হইয়াছিল, বিশেষ মাত্র কৃষ্ণহস্তে কংস নাশ হয়, হেরোদের হস্তে যীশু মরে ইহাও বাইবেলকারকের বুঝিবার ভুল ছিল, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ অনুধাবনা করিতে পারেন নাই। ফলে স্বরূপার্থ হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

অপিচ বেদাদি শাস্ত্রোক্ত আকালিক প্রলয় বর্ণনায় বৈবস্বত মন্বন্তরের জলপ্লাবন বিষয়ে মনু যেমন সবীজক বৃহৎ নৌকারোহণে প্রলয়ে ভাসমান হইয়াছিলেন তদনুরূপ বাইবেলে (নোয়া) কে জল প্লাবনের সবীজক ভাসমানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ বৎসর গণনায় অন্তর হইয়াছে, অর্থাৎ মনুর সময় বহুকাল কিন্তু নোয়ার সময় অনুমান (৫০০০) সহস্রবৎসরের মধ্যে, ইহাতে এই অনুমান হয়, যে মোজেস জলপ্লাবনের কথা শুনিয়াছিল কিন্তু সময় নিরূপণ করিতে পারে নাই সুতরাং কল্পিত পুস্তকের (৬০০০) সহস্র বৎসর পৃথিবী সৃষ্টি বর্ণনার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎকালান্তরের নিমিত্ত ঐ সময়কে ঐক্য করিয়াছিল, ফলিতার্থ এ কথা পুরাণাদির অনুবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক কথা আছে, সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ বোধার্থে কহিলাম, বাস্তব কপটতা দ্বারা পশুবৎ অসভ্য লোক সকলকে মোজেস শিক্ষা দিয়াছিল ইহাই সত্য।

অনন্তর ঐ পাটনা নিবাসী পালনামক ব্যক্তির নিকট উপদিষ্ট মিশরীয় লোকের নিকট গ্রীসিয়ানেরাও শিক্ষা করিয়া বিশারদ হয়, পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ ক্ষত্রিয় পাল রাজার উপদেশে, মিশর, গ্রীক, স্পেন, ইংলণ্ড, হোলাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপাদি খণ্ডে যতং দেশ ছিল সে সকল দেশই সভ্য হইয়াছিল, ফলে ঐ ক্ষত্রিয় রাজার স্বদেশে পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

স্বরূপতঃ হিন্দুজাতীয় ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম সৃষ্টিকালাবধি পৃথিবীতলে প্রচারিত, তদ্দৃষ্টেই নানা দেশীয় লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করি

কে, অর্থাৎ সকল ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবিম্বিত, এক্ষণে কুতর্কী লোকেরা স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ জন্য স্বীকার করে না, না করুক কিন্তু তাহারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মের যাজন করিয়াছে, অর্থাৎ যবন ম্লেচ্ছেরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক (মোজেস ও ইব্রাহিম) প্রভৃতিরা হিন্দুদিগের ন্যায় দেবদেবী পূজা গ্রহ হোম যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিত, যে মোজেসাদিকে যবন ম্লেচ্ছাদিরা ঈশ্বরের কৃপাপাত্র বলিয়া থাকে, এক্ষণে মহাকপটী মিশনরিগণেরা নবীনধর্ম্মী হইয়া তত্তাবৎ ক্রিয়া পরিত্যাগ করিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে এই হিন্দুস্থানে যে সকল ইংলণ্ডীয় বিদ্বানেরা সমাগম করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় হিন্দুজাতিকে আদি কহিয়া তচ্ছাস্ত্রই যথার্থ রূপে মান্য করিয়াছেন। এবং হিন্দুশাস্ত্র মতের পরিগ্রহ করিয়া গ্রীকাদি সমস্ত দেশ সভ্য হইয়াছে, ইহা পৌনঃপুন্যে কহিয়াছেন।

অথ হিন্দু ধর্ম্ম প্রশংসা এবং সংস্কৃত বিদ্যা ও তদ্ভাষার গৌরবত্ব কথন।

৩১ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আমারদিগের এতদ্দেশের নাম হিন্দুস্থান এবং আমারদিগের সংজ্ঞা হিন্দু কেন হইল ইহার প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা হয়, এবং গ্রীকাদি দেশ যে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সভ্য হইয়াছে, ইহা কোনং ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছেন তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়?

৩১ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। রে বৎস! শ্রবণ করহ, আদৌ অস্মদাদির দেশের নাম যজ্ঞীয়দেশ, জাতিসংজ্ঞায় বৈদিকজাতি, যবনাধিকারাবধি দেশের নাম হিন্দুস্থান, তদনুরূপ হিন্দুস্থানে বাস জন্য জাতিকেও হিন্দু বলিয়া যবনেরা সংজ্ঞা রাখিয়াছিল, কারণ যজ্ঞীয় দেশের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদী, একারণ সিন্ধুস্থান সংস্কৃত ভাষায় সসিদ্ধ

কিন্তু কাম্বোজীয় যবন, অর্থাৎ আরবীয়েরা সকার এবং থকারের উচ্চারণ করিতে পারে না তজ্জন্য সকার স্থানে অকার থকার স্থানে তকার উচ্চারণ করিয়া (ইন্দুস্তান) তত্রস্থ জন সকলকে (ইন্দু) কহিত মধ্যে ঈরাণী যবনেরা পারস্য ভাষায় অকারকে হকার করিয়া (হিন্দুস্তান) বলে, আধুনিক ম্লেচ্ছ ইংলণ্ডীয়েরা আর বাঙ্গালা বিকৃতি উচ্চারণে ইণ্ডিয়া বলিয়া এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছেন, ফলে সকল ভাষাই অযোগ্য সিন্ধুস্থানই ইহার যথার্থ নাম।

(মেষ্টার হালহেড সাহেব) স্বকৃত (হালহেড ক্ষোর্ড অব জেন্টু লা) নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তিরা হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া কহেন, যে হিন্দুশাস্ত্রে পদার্থ বিদ্যা ভূগোলাদিতত্ত্ব ও শিল্পবিদ্যাদির নিয়োগ নাই, তাঁহারদিগের ভ্রান্তি বোধার্থে, অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের স্বরূপ মর্ম্ম উক্ত নির্ব্বোধদিগের পরি জ্ঞানার্থ আমি এতদ্দেশীয় বাণেশ্বরবিদ্যালঙ্কার ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, অর্থাৎ নীতি চিন্তামণি, কুতূহলকরণ, শিল্প সংহিতাদি নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করি বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া তত্তৎ শাস্ত্রোক্ত জিয়োগ্রেফী, জিয়োমেটরি, আষ্ট্রনমি শিল্পবিষয়ক নীতি পদার্থবিদ্যা ভূগোল প্রভৃতি প্রকাশ করিলাম।

গত আখবর সা বাদশাহ স্বীয় মন্ত্রী ফৈজী দ্বারা লীলাবতী গ্রন্থে অনুবাদে যে গ্রন্থ করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে এতৎগ্রন্থের অপেক্ষা কোন জাতীয় ভাষায় গ্রন্থ নাই যে পৃথিবীর পরিমাণ করিতে পারা যায়, এই গ্রন্থ অনুবাদ (জিয়োমেটরি) যে গ্রন্থকে গ্রীকেরা মাথার টুপীর ন্যায় গ্রহণ করিয়াছেন, পারসীয়েরা হাতের তাবিজ রূপে লইয়াছেন সেকন্দর সাহ যাহাকে ইংলণ্ডীয়েরা (আলেকজেণ্ডর বলেন) তিনি এই গ্রন্থপ্রভাবে পৃথিবীর মাপ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বনাম কুতুহলকরণ, ফলিতার্থ এই গ্রন্থকেই সর্ব্বজাতিয়ের

সময়েং আত্মভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়, যেহেতু ইহা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা হয় না সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়াই সকল জাতির শাস্ত্র হইয়াছে।

অথ হিন্দু শাস্ত্রের স্বরূপ বর্ণন।

২২ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! সংস্কৃত ভাষাই যে সর্ব্বোত্তম দেবভাষা ইহা ম্লেচ্ছশাস্ত্র মধ্যে কোন পুস্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়?

৩২ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরে বৎস! সংস্কৃত ভাষার প্রসঙ্গ ইংরেজীয়াদি ভাষা পুস্তকেই আছে তাহা ক্রমে ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর, আদৌ (ডাক্তর ওয়াইজ) সাহেব হিন্দুদিগের বৈদ্যশাস্ত্র চরকের টীকার অর্থ ইংরেজীয় ভাষায় অনুবাদ করতঃ যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার ভূমিকার (৮) পৃঃ হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র প্রশংসা বিষয়ক প্রস্তাব [illegible] করিয়া অবিকল অভিপ্রায়ে গৌড়ীয় ভাষায় অর্থ করিয়া দিতেছি তদ্বাক্য শ্রোত্র-গোচর করিলেই সুবিজ্ঞাত হইতে পারিবে, যথা—

সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ এবং আদি সংস্কৃত ভাষা অতি সুশ্রাব্য সকলের মনোহারিণী হয়, তুল্য প্রাচীন ভাষা নাই সর্ব্বভাষা-পেক্ষা প্রগাঢ়রূপে অদ্যাবধি প্রচলিতা আছে, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ছিল ঐ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, ঐ সংস্কৃত ভাষা হিন্দুস্থানের অধিকাংশে বিশেষতঃ গঙ্গাতীর সন্নিহিত বেহার দেশে অর্থাৎ মগধাদি দেশে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিতা ছিল, ঐ সকল দেশের উপাখ্যান পূর্ব্ব সংস্কৃত কবিতার মধ্যে অনেক পাওয়া যায়, যেহেতুক হিন্দুস্থানের যে সকল স্থানের নাম শাস্ত্রে লিখিয়াছেন সে সকল স্থান অতি পুণ্যক্ষেত্র তাহাতেই * ঈশ্বরাবতার হইয়াছিল, অপর ঐ পুস্তকের (৯) পৃষ্ঠায় লেখেন। যথা—

---

* ঈশ্বরাবতার স্থান বলাতেই অনেক ভঙ্গী হইয়াছে অর্থাৎ (ওয়াইজ) সাহেব জানাইয়াছেন যে ঈশ্বরাবতার ভারতবর্ষ মধ্যে

ইউরোপীয়ান বিদ্বানেরা যে সকল ভাষা অর্থাৎ গ্রীক ও লেটিন প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সেই সকল ভাষা এই সংস্কৃত ভাষা হইতে বাহির হইয়াছে যেহেতু কোনং শব্দ অদ্যাপিও সংস্কৃতানুরূপ আছে কতকবা বিকৃতাকার হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় (মাতর পিতর) যে শব্দ তাহাকে লেটিন ও গ্রীক ভাষায় (মাটর) (পিটর) বলে এবং আরবী ও পারসীতে মাদর পিদর বলিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় (দাতব্য) শব্দকে লেটিনাদি ভাষায় (ডেটেবো) বলে অপিচ দন্তাল যে শব্দ আছে তাহাকে (ডেন্টাল) বলিয়া উচ্চারণ করে ফলে শব্দার্থ এক, ভাষান্তর জন্য উচ্চারণের বিক্রিয়া মাত্র, সুতরাং হিন্দুজাতি সভ্যের আদি, সংস্কৃত বিদ্যা বিদ্যার আদি, সংস্কৃত ভাষা ভাষার আদি, পৃথিবীস্থ যাবদীয় বিদ্যা সম্পৎ সে সকলই সংস্কৃত বিদ্যার প্রতিবিম্বস্বরূপ জানিবে, যেহেতু সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনায় মনের অত্যন্ত উৎসাহ হয়, সংস্কৃত বিদ্যা প্রভাবে কেবল খ্যাতাপন্ন প্রাচীন রাজধানী সকল সভ্য হইয়াছিল এমত নহে, বরং ইউরোপীয়ানেরাও সভ্য হইয়াছে, কারণ ইহারা হিন্দুদিগের নিকট যে প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহা সুন্দর বোধ হইতেছে, যেহেতু ইউরোপীয়ানেরদের যে সকল বিদ্যা সম্প্রতি সংস্কৃত বিদ্যাই সে সকলের মূল হয়, তাৎপর্য্য এই, যে সংস্কৃত বিদ্যা প্রভাবে পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশ সভ্য হইয়াছে, সৃষ্টির আদি ভাষা সংস্কৃত, সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে মান্য করা যায়, খ্রীষ্টীয়ানেরা যে বাইবেলকে ঈশ্বরাজ্ঞা বলেন সে অমূলক।

অপর ওয়াইল্ড সাহেব আরও লিখিয়াছেন, যে হিন্দুস্থানের প্রাচীন ঋষিগণেরা অর্থাৎ (ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু, ভার্গব, পরাশর,

---

কুমারিকা খণ্ড অর্থাৎ হিন্দুস্থানেই হইয়াছিল, যদি এতদ্দেশ ভিন্ন অন্য দেশে পুণ্যক্ষেত্র থাকিত তবে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম ভূমি (জরুজিলম অর্থাৎ বৈৎহেলমের) নামও পুণ্য ভূমির মধ্যে অবশ্য গণনা করিতেন।

জাবালি, পতঞ্জল, গৌতম, সুমন্ত, জৈমিনি, ধৌম্য, বৈশম্পায়ন, মনু, শাতাতপ, জাতুকর্ণ, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য, বামদেব, কাত্যায়ন, গর্গ প্রভৃতিরা) পরমেশ্বর নির্ম্মিত এই বিশ্বের • সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির পরিচিন্তা করিতেন, এবং পরমেশ্বরের উপাসনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া ঐশী ক্ষমতা প্রাপ্তে ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিকার্য্যের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা আপনং সাধনার ফলে তপোবলে পরমেশ্বরের বন্ধুরূপে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারদিগের যে বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা সে ঈশ্বর হইতেই হইয়াছিল, তৎ

• সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদির পরিচিন্তা করিতেন, তদর্থে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি কিরূপে হয় এবং কিরূপে জীবের সংস্থিতি হইয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বই যে কিরূপে পরিণামে নাশ পাইবে, সুতরাং এতৎ ত্রিভাগ বিশ্বকার্য্যের সম্যক্ শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীর সংস্থা এবং ভূগোল খগোলের পরিমাণ ও পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ কোন্ দ্রব্যের কোন্ গুণ এবং কাহার যোগে কি কার্য্য সাধন হয় ও উৎপত্তি প্রকার ও সংগীতবিদ্যা ও পারমার্থিক তত্ত্ব প্রভৃতির সম্যক্ পারদর্শন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ এমত ছিলেন যে মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্ত জীবের স্বরূপ স্বভাব জানিতে পারিতেন, আর অতীত অনাগত বর্ত্তমান কালের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন এবং দূরদৃষ্টি দূরশ্রবণ ছিল, অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিয়া পৃথিব্যাদির সকল স্থানের শব্দ শ্রবণ ও সকল স্থানের অবস্থা দর্শন করিতেন, অপিচ মনোযায়ী ছিলেন, অর্থাৎ মনোবেগেই গমন করিতেন, তাঁহারদিগের সংবাদাবগতির নিমিত্ত কোন দূত বা বিদ্যুত দূতাদির অর্থাৎ কোন (টেলিগ্রাফের) প্রয়োজন ছিলনা, এবং গমনাগমনের নিমিত্ত কোন যানবাহন বা বাষ্পীয় যন্ত্রের অপেক্ষা করিতেন না, তাঁহারা কামচারী ইচ্ছাগাত্র মনোবেগে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিতে ভ্রমণ করিতে পারিতেন।

প্রভাবে এই ধরণীতলে সমাদরণীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারদিগের সাদৃশ্য স্থল পৃথিবীতে আর নাই।

তবে যে ইংলণ্ডীয়েরা গ্রীসিয়ান (টলেমিকে) জিয়োমেট্রি অর্থাৎ পৃথিবী পরিমাপক বিদ্যাতে এবং আর্থমেটিক, অর্থাৎ অঙ্ক বিদ্যায়, আষ্ট্রনমি অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যায় অদ্বিতীয় বলেন, সে শুদ্ধ অজ্ঞানতা, কারণ, গর্গ প্রভৃতি ঋষিরা এতৎ বিদ্যায় যে টলেমি হইতে কত অংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন, এবং এ সকল বিষয়ের সংহিতা কি রূপে সূক্ষ্মার্থে পরিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাক্যে কহিয়া পর্য্যাপ্ত হয় না।

অপর ইংলণ্ডীয়েরা যে সংগীত বিদ্যায় (পিথাগোরাসকে) শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছেন, তদপেক্ষা (রত্নাকর, কল্লু) প্রভৃতি ঋষিরা কি রূপ সংগীত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কদাপিও বক্তার দ্বারা বর্ণন করা যায়না এবং উক্ত গ্রীসিয়ান ব্যক্তি ও শ্রবণ করেন নাই অপিচ তদপেক্ষা ইদানীন্তন ও যে সকল রাগ রাগিণী সহ... হিন্দুস্থানে সংগীতের আলোচনা হইয়া থাকে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইংলণ্ডীয়েরদিগের ধ্যানগোচর হয় না।

অপর শিল্প বিদ্যায় যে (আরকিমিডিসকে) অদ্বিতীয় বলেন তদপেক্ষা পরাশর ঋষি যে কত অংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন তাহা কহিতে পারি না, যেহেতু তৎকৃত পরাশর সংহিতাতে লিখিয়াছেন সজীব অ... প্রভৃতি যন্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যাদি দ্বারা এবং বৃষ্ণাদ্বারা তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, অপর কৃষি পরাশর সংহিতায় চাসের বিধি জলপ্রবাহাদি বীজবপন, সেচার কর্ম্ম প্রভৃতি, আর উদ্যান কর্ম্মে বৃক্ষাদির রোগ নিরূপণ বৃক্ষান্তর সংযোজন অর্থাৎ কলমাদি করণ এবং অপুষ্প ফলাদি বৃক্ষের ফল পুষ্প করণের সঙ্কেত সমস্ত কহিয়াছেন।

ব্রহ্মনিরূপণে যে (প্লেটোকে) জ্ঞানী বলেন তাহা হইতে বেদব্যাস যে কত বড় জ্ঞানী ছিলেন তাহা অজ্ঞানী মূঢ়েরা না বুঝিয়া

প্লেটোর প্রশংসা করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্রে (এরিশ্‌টটলকে) যে ইউরোপীয়েরা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় রূপে জানিতেন, কিন্তু তদপেক্ষা তর্কশাস্ত্রে গৌতম ঋষির ক্ষমতা প্রকাশে কত বড় ছিলেন, তাহা অনুমান সিদ্ধ হয়না, তাঁহার তর্কের অন্তে প্রবেশ করা যায়না সুতরাং হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য বিষয়ে ইংলণ্ডীয়দিগকে গজের নিকট মশক রূপেও পরিগ্রহ হয়না।

এতদ্বিষয়ে মান্দ্রাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী (কর্ণেল ক্যাল) সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি গঙ্গাতীর প্রদেশ পর্য্যন্ত যদ্রূপ বিদ্যাবিষয়ক চিহ্ন অর্থাৎ শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আন্বীক্ষিকীবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোল, খগোল, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্র গত্যাদি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ গ্রীক, রোম, আরব, ঈরাণ, ফ্রান্স, রুসিয়া, টরকী প্রভৃতি কোন দেশে বিদ্যা চিহ্ন পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ আমি কারুকর্ম্মজীবী, কিন্তু এদেশের প্রাচীনতর শিল্পকর্ম্ম দেখিলে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতে পারি না, যে সকল প্রগাঢ়ং মন্দিরাদিতে বিচিত্র কার্য্য করিয়াছে তাদৃক্‌ মন্দিরাদি পৃথিবীর আর কোন স্থানে দৃষ্ট হয়না, এবং * অত্যুচ্চ মঠশেখরে যে সকল প্রকাণ্ডং প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়াছে তাহা বুদ্ধির গম্য নহে, যে কি কৌশলে এ প্রস্তরকে উঠাইতে পারা যায়, সুতরাং তদালোচনায় ঈশ্বরকৃত ভিন্ন মনুষ্যাকৃত বলিয়া বোধ হয় না।

---

* এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত মহারাজা যুধিষ্ঠির দেবের রাজসূয় কালের সভাবাটী অদ্যাপিও ইন্দ্রপ্রস্থের অর্থাৎ এক্ষণকার দিল্লী নগরের কিঞ্চিৎ অন্তরে অরণ্যভূত হইয়াছে কিন্তু কিঞ্চিৎ২ স্থানও দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার ভিত্তি যেরূপ প্রস্তরে গ্রন্থন করিয়াছিল তাহা ব্যক্তকরিয়া কহিতেছি, তিনখণ্ড প্রস্তরময় ইষ্টক দেখাযায় তাহার পরিমাণ প্রথম খণ্ড দীর্ঘ (২০) হস্ত প্রস্ত (২০) হস্ত উর্দ্ধে (২০) হস্ত তাহার

অথ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইংলণ্ডাদি দেশের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা।

হিন্দুজাতীয়দিগের বিদ্যা সম্পদ এবং সভ্যাদি শিক্ষা অন্য কোন জাতীয়ের নিকট নহে, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্র প্রভাবেই সভ্যাদিগুণে ভূষিত হইয়াছে, পরমেশ্বর সৃষ্ট মনুষ্যের মধ্যে হিন্দুজাতিই আদি সৃষ্ট, তাহারদিগের দ্বারাই সকল জাতির বিদ্যা সম্পদ লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ করিহ না।

৩৩ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল, আপনি পূর্ব্বে ঔর্ব্বাগ্নি শব্দে (বারুদ) অগ্ন্যস্ত্র পদে বন্দুক ও কামানকে কহিলেন, তবে শরণে যে শাস্ত্রে অগ্ন্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, বারুণাস্ত্রাদি বলিয়া উক্ত করে, সে কথা অলীক বোধ হয়, কেননা সগররাজা ঔর্ব্বেরনিকট অগ্ন্যাস্ত্র পাইয়া পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, সেকি এই অস্ত্র, তাহা হইলে বাণযুদ্ধের বিশেষ গৌরব কি রহিল, সুতরাং এতদ্বিষয়ে মহান্ সন্দেহ জন্মিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক তন্নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়।

উপর অপরখণ্ড দীর্ঘ (২০) হস্ত প্রস্থে (১৮) হস্ত উর্দ্ধে (১৮) হস্ত, তদুপরি অপর একখণ্ড দীর্ঘে (২০) হস্ত, প্রস্থে (১৬) হস্ত উর্দ্ধে (১৬) হস্ত এই তিন খণ্ড শিরোভাগের গাথন ভগ্নহইয়া গিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃক্ প্রস্তরখণ্ড কোথা হইতে আনিয়াছিল আর কিরূপ প্রকারে ছেদন করিয়া মিলাইয়া একখণ্ডের ন্যায় তিনখণ্ডকে সমানভাবে রাখিয়াছিল, ইংলণ্ডীয়দিগের এপর্য্যন্ত এমত কল কিছু মাত্র প্রকাশ নাই যে তদ্দারা এরূপ বৃহৎ প্রস্তরকে উঠাইতে পারে, এক একখানি ইষ্টক প্রায় তিনতলা বাটীর ন্যায়, আর তাহার চিত্র দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, ভারতে বর্ণন আছে যে জলে স্থল, স্থলে জল দ্বারে অদ্বার অদ্বারে দ্বার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা সত্য তল্লিপিকে অগ্রাহ্য করিতে পারা যায় না।

৩৩ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। হে জ্ঞানাভিমানিন্! এতদ্বিষয়ের স্বরূপ উত্তর করিতেছি শ্রবণ করহ। মহারাজা সগর যে ঔর্ব্বের নিকট অগ্ন্যস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকেই কামান ও বন্দুক বলে, কিন্তু তদতিরিক্ত অগ্নিবাণ প্রবল ছিল, অর্থাৎ যতপ্রকার অগ্ন্যস্ত্র তাহার সকল প্রকারই সগরের সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের যে বিচার থাকুক, তদ্বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ফলিতার্থ ভবক শতঘ্নী ঔর্ব্বাগ্নি অর্থাৎ বন্দুক কামান বারুদের ও সৃষ্টি ঋষিদিগের দ্বারা হয়, ইহাতে কেহই স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন না, যে হিন্দুজাতি হইতে আমরা উত্তম কৌশলজ্ঞ শিল্পকর, ইহা ইংলণ্ডীয়দিগের পুস্তকেও প্রমাণ আছে।

সংপ্রতি কয়েক বৎসর গত (মেং মারিস) সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে (সর উলিয়ম জোন্সসাহেব) কৃত এসিয়াটিক রিসার্চেজ নামক পুস্তকে শিল্প বিদ্যা বিষয়ক বিশ্বকর্ম্মার উল্লেখে সমানরূপে (রোমান্) দেশীয় (বল্কেন) সাহেবকে শিল্পকর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তদর্থে বোধ হয় যে ম্লেচ্ছদেশে তিনিই শিল্প বিদ্যার প্রথম প্রকাশক, অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মারকৃত চতুঃষষ্টি শিল্পচাতুর্য্যের মধ্যে * কোনং শিল্প হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়া ইউরোপাদিদেশে পরিচালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপ্রশংসা তদ্দেশে অবশ্যই হইতে পারে।

অপর বিশ্বকর্ম্মার সাদৃশ্য বর্ণনে (বল্কেন সাহেবকে) জোন্স সাহেব কহিয়াছেন, যদ্রূপ শিল্পীবর বিশ্বকর্ম্মা অগ্ন্যস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দেবতারা অসুরদলকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ বল্কেন সাহেবও † অগ্ন্যস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া গ্রীকদিগকে প্রদান

---

* শিল্পবিদ্যা পদে, সাংগ্রামিক যন্ত্র কৌশল, অস্ত্র শস্ত্র চর্ম্ম বর্ম্ম ধনু দুর্গাদি, স্থাপত্য গৃহাট্টালিকা মঠাদি, এবং বাষ্পীয় যন্ত্র রথ শিবিকাদির বিশেষ নিরূপণ।

† এই যে অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ করা, সে অগ্নিময় বাণ নহে বন্দুকা-

করেন, ফলে তাহাতে বিশ্বকর্ম্মকৃত অগ্নিবাণ বোধ হয় না, ইহাতে বন্দুক ও কামান বলিয়াই বোধ হইতেছে।

তাহার প্রমাণ ইংরাজী পুস্তক হইতে ধৃত করিয়া কহিতেছি, (মার্ডহেষ্টিংস) সাহেবের অনুমত্যানুসারে (মেংহালহেড) সাহেব পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে গ্রীকদেশীয় (আলেকজেণ্ডর) সাহেব হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তদনাতিরেক যাহা হইবে প্রায় (২০০০) দুই সহস্র বৎসর হইবেক, তৎকালে রাজা ভর্তৃহরি বা বিক্রমাদিত্যের অধিকার ছিল, তাহাঁরদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ রাজ (পরশুরাম) নামক কোন ক্ষত্রিয় যাহাকে গ্রীসিয়ানেরা বিকৃতি উচ্চারণ দ্বারা (পোরস) বলে, তিনি সিন্ধুনদীর তীর রক্ষা করিতেন তাহাঁর রাজধানী (গান্ধার) যবনেরা এক্ষণে কান্ধার বলে, তৎ গ্রামে আলেকজেণ্ডর পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ক... জাতীয়েরা খলস্বভাবে ছলকরিয়া তৎকালে স্বদেশ করিয়াছিলেন।

দিকেই অগ্ন্যস্ত্র কহিয়াছেন, শুদ্ধ কবিতা বর্ণনে সাদৃশ্যালঙ্কারের পুষ্ট্যর্থে যেমন বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগকে অগ্ন্যস্ত্র দিয়াছিলেন, সেইরূপ বল্কেন সাহেবও গ্রীকদিগকে অগ্ন্যস্ত্র দেন, ইহাতে অস্ত্র সামান্য সামান্যের প্রমাণ নহে, এবং শতঘ্নী পদে কেবল কামানকেই ... এমত নহে যে অস্ত্রে অনেকের আঘাত হয় তাহার নাম শতঘ্নী। ... তার্থ বিশ্বকর্ম্মার কৃত অগ্ন্যস্ত্রের নাম শর তাহা ধনুর্যুদ্ধে উক্ত ... অর্থাৎ অগ্নিযন্ত্রে পূতকরিয়া নিঃক্ষেপ করিলে শরমুখে অগ্নির ... পত্তি হয় সেই অগ্নিতে শত্রু সৈন্যকে ভস্মসাৎ করে তদপেক্ষা অ... সংখ্যায় কামান বন্দুক উৎকৃষ্ট অস্ত্র নহে, বাণ যুদ্ধস্থলে বন্দুক কামানের গৌরব নাই। হা, কোথায় বিশ্বকর্ম্মা ও কোথায় বল... সাহেব এতৎ সাদৃশ্য অসঙ্গত হয়, যদ্রূপ হস্তী ভেকে সমান চতু... ধারী তদ্রূপ, স্বরূপতঃ ঐ সাহেব উর্ব্বসৃষ্ট অগ্ন্যস্ত্রের কৌশল লি... ম্লেচ্ছদেশে প্রকাশ করেন।

অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রভাবে সৈন্যেরা হিন্দুস্থানে স্থায়ী হইতে না পারায় আমি হিন্দুস্থান (পোরশকে) প্রদান করিয়াছি, ফলে তাঁহার জয়করা হয় নাই, তিনি আপনিই কহিয়াছেন যে জয় করিতে পারি নাই। তাহারা প্রগাঢ় যোধি, যেহেতু যুদ্ধকালে পোরশের অর্থাৎ পরশু-রামের ধনুঃসন্ধিত তীরেরমুখে যেরূপ অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, আমার-দিগের সহস্রং কামানেও তাদৃক্ অগ্নির জ্যোতি নির্গত হয় নাই, সেই রোষাগ্নিতে সমস্ত বারুদ জ্বলিয়া যায়, এই বাক্যেই বোধ হইল যে তিনি ঐদেশে পরাজয় পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে আরো কহিয়াছিলেন, যে এক্ষণে হীনবলী ক্ষত্রিয় হইতেই এতাদৃশ অনর্থের ঘটনা হয় যৎ-কালে বলিষ্ঠ ছিল তৎকালে যে কিরূপ যুদ্ধ করিত তাহা বুদ্ধিতে গণ্য করা যায় না, সুতরাং যাহারা বাণযুদ্ধ ভাল জানিত তাহারা কামান বন্দুককে অস্ত্রমধ্যেই অবশ্যই হেয়ত্বে পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা লার্ডহেষ্টিংস সাহেব আমুক্ত কণ্ঠে কহিছেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ইংলণ্ডাদি দেশের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা।

৩৯ ভ্রান্তব্রহ্মজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনি কহিয়াছিলেন ম্লেচ্ছ যবনজাতীয়েরা অতিশয় ধূর্ত্ত ও শঠ এবং প্রতারক, ধরণীতলে তাহারদিগের তুল্য অসত্যবাদী নাই, ইহা বিনা কারণে কহিলে পক্ষপাত দোষ হয়, অতএব ম্লেচ্ছদিগের শঠতার প্রতি কারণ দর্শাইবার আবশ্যক করে।

পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। রে জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি আপ-নার প্রতি বৈদিকজাত্যভিমান কর, অথচ ম্লেচ্ছ যবনাদির নিন্দিত ব্যবহার শ্রবণে দুঃখী হও ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, এবং লোকাতীত স্বভাব, যেহেতু সকলেই আপনং জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যব-হারের অনুগত হয়, বিজাতীয় ব্যবহারে রুচি কেবল পাষণ্ডোপা-

হত চিত্ত ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে, ফলিতার্থ যাহা হউক, তোমার চিত্তকে হেতু প্রদর্শন দ্বারা নির্ম্মল করিতে আমার সঙ্কোচ জন্মিতেছে, তোমার মন নিতান্ত কুতর্করূপ মলাতে মলিন, ইহা যে কতকালে মার্জ্জিত হইবে তাহার সীমা করণ দুঃসাধ্য, বস্তুতস্তু চিত্ত নির্ম্মল না হইলেও ধর্ম্ম শ্রদ্ধার প্রভাব হইবেক না, ধর্ম্ম প্রভার অভাবে অন্ধকার নিরয় মধ্যে প্রবিষ্টই থাকিতে হইবেক।

ম্লেচ্ছ ও যবন জাতীয়েরা যে প্রতারক ও শঠ তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রকাশ আছে, তাহার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যত্নের প্রয়োজন নাই ইহারা অসত্যবাদী পরছিদ্রানুসন্ধায়ী, তাহা তাহারদিগের ... পুস্তকানুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তোমরাই যদি স্ব স্ব ... ক্ষণা দ্বারা পর্য্যালোচনা কর, তবেই আপনং চিত্তে ম্লেচ্ছদিগের দোষযুক্ত বা গুণযুক্ত ব্যবহারের উপলব্ধি করিতে শক্ত হইবে, ... দ্বিবেচনা সত্ত্বেও যে অর্ব্বাচীনতা প্রকাশে তন্মতে চিত্ত আপন্ন করিতেছ, ইহাও সামান্য চমৎকারের বিষয় নহে, যাহারা অহরহ নিন্দাবাদের বিষয় হইয়া নির্ব্বিষয়কেও যথার্থ বিষয়রূপে জানাইতেছে তাহারদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করতঃ সম্বন্ধ রাখাই স্বধর্ম্ম লোপের বিষয় হয়, বিশেষতঃ আপনারদিগের শাস্ত্রও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ... দোষ দিয়া যাহারা হিন্দু বলে, তাহারাও যদি মনুষ্যপদের ... হয়, তবে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য পশ্বাদি পদের বাচ্য ... জগতে কে হইবে?

অতএব ম্লেচ্ছ ব্যবহার কিঞ্চিৎ তোমাকে বিশেষ করিয়া কহিতে হইল, অর্থাৎ তাহারদিগেরই কৃত পুস্তক প্রমাণে উপাসনা বিষয়ে প্রতারণা যাহা করিয়াছে, তাহা (ডাক্তর উইলসন) সাহেবের পুস্তকের লিপ্যনুসারে কহিতেছি, অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ধর্ম্মই যে ... দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত সাহেব স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ ইংলণ্ডীয় ভাষার পুস্তকের ভূমিকায় (৮।৯) পত্রে প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, গ্রীক ও রুমাদি ম্লেচ্ছ দেশে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রথা এক্ষণে ...

লিত আছে, তাহা সমুদায়ই হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, আদৌ খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বাবধি হিন্দুস্থানের বাণিজ্যার্থ (মিশরদেশে) আলেক্‌জেণ্ডর কর্ত্তৃক এক নগর স্থাপিত হয়, তথা হইতে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইত এবং ম্লেচ্ছদেশীয়েরা হিন্দুস্থানীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত * স্থান হইতে শিক্ষা করিয়া আপন২ দেশে আপন২ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

তাহার প্রমাণ, গ্রীক দেশীয় (এমনিয়স্) নামা কোন ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও ঈশ্বরোপাসনার্থ জ্ঞানশাস্ত্র এবং যোগ শাস্ত্র যাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করতঃ এককালে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায়, ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়া প্রাদুর্ভাবরূপে দেশময় ব্যাপ্ত করণার্থে বহু সংখ্যক শিষ্যও করেন, তন্মধ্যে (ইপি-কর্ণিয়স্ ও ইউসিবিয়স্) নামে ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার প্রধান শিষ্য তাহারদিগকে (সিড়িএনস্) নামা কোন ব্যক্তি কহিয়াছিলেন যে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও যোগশাস্ত্র এবং জ্ঞান শাস্ত্রাদি আপন বুদ্ধি বলে আমরা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া যে তোমরা স্পর্দ্ধা কর, তন্নিমিত্ত তোমাদিগকে শাস্ত্র-তস্কর কহিতে কোন সঙ্কোচ হয় না, যেহেতু হিন্দুস্থান ব্যতীত এই সকল দেশে এতৎবিদ্যা সকল কোনকালে প্রকাশ নাই, সুতরাং যাহারা অবিচক্ষণ অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় লোকের সহিত যাহারা সংসর্গ করে নাই তাহারাই তোমারদিগের অশিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস করিবে? যেহেতু এ সকল বিষয় প্রাচীন দেশ হিন্দু-স্থানে ফলদরূপে চিরকাল প্রচারিত আছে, সেই হিন্দুস্থানীয় কোন মহাত্মার নিকট শিক্ষা করিয়া অস্মদাদির অসভ্যদেশে নূতন সংজ্ঞায় প্রকাশ করিতেছ, ফলিতার্থ তোমারদিগের আচার্য্য (এমনিয়স্)

* এই বাক্যে মারিস ও হালহেড প্রভৃতি সাহেবদিগের বাক্যের সহিত ঐক্যবিধায় যথার্থ বোধ হইল যে পূর্ব্বে ম্লেচ্ছদেশে ধর্ম্মালো-চনা ছিল না; এবং সগর রাজাও যে তত্তদ্দেশকে ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এইবাক্যে আধুনিকদিগের বোধ করা কর্ত্তব্য।

তিনি যোগাভ্যাসাদির অনুষ্ঠান শিক্ষা করাইবার কালে অন্যোন্য শিষ্যের সমক্ষে যোগানুষ্ঠানের অনেক প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন, যে এই যোগাভ্যাস করিলে প্রায় মনুষ্য মাত্রকে ইহ জন্মেই এক প্রকার মুক্ত বলা যায়, দেহাবসানে যে মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ?

এতদুপাসনাও ম্লেচ্ছাদি কোন দেশে প্রচার নাই, কেবল হিন্দুস্থানের মত সিদ্ধ হয়, এই প্রস্তাব ডাক্তর (উইলসন) সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া (১৩০০। বা ১৪০০) বৎসরের মধ্যে আর এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দিয়া লিখিয়াছেন।

অর্থাৎ বাইবেল পুস্তকে পরমেশ্বরের তুষ্ট্যার্থে অর্চ্চনা, বা বিশেষ স্তুতিপাঠ নাই, তবে যে এক্ষণে মিশনরিরা স্তবাদি প্রকাশ করেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ তৎপ্রমাণার্থে উক্ত সাহেব লিখিয়াছেন ক্রাইষ্টের জন্মের পর (৪০০) বৎসরান্তে (সাইনিসিয়স্) নামক কোন এক বিশপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাদরি, পরমেশ্বরের এক স্তব রচনা করেন, সেই স্তব বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভগবান বিষ্ণুর স্তবের অবিকল অনুবাদ হয়, তদ্দৃষ্টে তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশার্থে ফ্রান্সীস (এনকুইটিল ডিউ পেরন) নামা কোন ব্যক্তি উপনিষদ্ অনুবাদ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনার্থ স্বীয় ভাষায় অর্থাৎ ফ্রেঞ্চভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন, তদ্ভূমিকায় উপরোক্ত (পাদরি সাইনিসিয়স্ কৃত ইংলণ্ডীয়ভাষায় ঈশ্বরস্তব, এবং বিষ্ণুপুরাণীয় ভগবান বিষ্ণুর স্তব এতদুভয়ের অনুবাদ করতঃ একস্থানে রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়াছেন, যে উক্ত পাদরি সাহেব আপন সাধুতা জানাইতে যে স্তব করেন, সে স্তব এই বিষ্ণুপুরাণের স্তবের অনুবাদ, কদাপি তাঁহার স্বকৃত স্তব নহে, শুদ্ধ প্রতারণা বাক্যে লোক ভুলাইয়াছেন এইমাত্র, অতএব আমরা এক্ষণকার পাদরি মহাশয়দিগকে জানাইতেছি, যে বাইবেল পুস্তকে পরমেশ্বরের তুষ্ট্যর্থে বিশেষ কোন স্তুতি নাই, সুতরাং মনুষ্যকৃত পুস্তকে অবলম্বন করিলে যে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে, সে অজ্ঞান লোকেরাই বলে।

অতএব রে বৎস! ইহা প্রাচীন২ ইউরোপীয়ানেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যে অস্মদাদির দেশে পূর্ব্বে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ঈশ্বরাম্বুস্মরণের প্রথা ছিলনা, কেবল মিশর দেশ হইতে হিন্দুস্থানীয় লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া অতিঅল্পদিন হইতে ক্রমে২ এতদ্ভাবদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে।

অপর অল্পদিন গত (লার্ড হেস্টিংস) সাহেব আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেন যে পৃথিবীতে যত জাতীয় গ্রন্থ থাকুক, কিন্তু ভগবদ্গীতার তুলা নাই, এই পৃথিবীতে নানাজাতীয় কত২ রাজা হইয়াছিল ও হইবে এবং বর্ত্তমান কালের রাজারাও শয়ন করিবেন, কিন্তু এতদ্গ্রন্থ চিরপ্রদীপ্ত থাকিবেক (বাইবেলাদি) যত ধর্ম্ম পুস্তক থাকুক্ সকল পুস্তকের আদি ভগবদ্গীতা, স্বরূপতঃ এই গ্রন্থের ভাব লইয়া সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং একণরার অগদ্ধর্ম্মী অকৃতজ্ঞ লোকের কথায় তোমারদিগের চিত্ত ভ্রান্তিজালে আবৃত হইয়াছে অতএব তোমরা স্বরূপধর্ম্মের অবলোকন করিতে অশক্ত হইয়াছ।

অথ বৈদিক ধর্ম্মের প্রাচীনতা বর্ণন।

৩৫ ভ্রান্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে গোস্বামিন্! আপনি ম্লেচ্ছজাতিরা যে হিন্দুস্থানীয় সভ্য লোকের নিকট ধর্ম্মাদি উপদিষ্ট হইয়া এক এক প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া একএক ধর্ম্মস্থাপনা করিয়াছে, তাহা প্রাচীন প্রাচীন ম্লেচ্ছকৃত পুস্তক দ্বারা প্রমাণ দর্শন করাইলেন, কিন্তু বাইবেল রচনা যে (গোজেন) হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ে করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কি? এবং হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ের সহিত তাহার অভিপ্রায়ের সঙ্গত কি প্রকারে হইতে পারে, ইহা বিশেষ রূপে বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?.

৩৫ পরমহংসোক্ত প্রশ্নোত্তর। অরে বৎস! সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যখন গ্রীশাদি দেশের লোকের অর্থাৎ গ্রীক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, দেশের উপর রোমান জাতীয়েরা পৌরহিত্য করিয়াছে, স্বীকার

করিতেছ, তখন মোজেসের কৃত বাইবেল যে হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা, রোমদেশের অন্তঃপাতি মিশরদেশ, সেই মিশর দেশ হইতেই ম্লেচ্ছজাতীয়েরা ধর্ম্মোপদিষ্ট হয়, সুতরাং প্রথম সভ্য রোম তাহা হইতে হিবরু ও গ্রীশিয়ান সভ্য হইয়াছে, ফলিতার্থ পুরাণাদি শাস্ত্রাভিপ্রায়ে যে বাইবেলের রচনা করে তাহাতে সংশয় নাই, অতএব বাইবেলের রচনা সকল পুরাণাদি শাস্ত্রের যে যে প্রস্তাব দৃষ্ট করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত করিয়া কহিতেছি।

আদৌ পুরাণাদিতে এক পরমাত্মা নারায়ণকে মান্য করেন তদ্দৃষ্টে বাইবেলকারকও এক ঈশ্বরকে মান্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সেই ভগবান জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে শয়ন করেন, তদভিপ্রায়ে ঈশ্বর শরীর জলে ভাসমান ছিলেন বাইবেলে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু জলের সৃষ্টি বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন।

অনন্তর ভগবান এক অদ্বিতীয় নারায়ণ এতদ্বিশ্ব কার্য্যানুরোধে আত্মশরীরকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া * ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে প্রকাশিত হয়েন, তদ্দৃষ্টে ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বরবন্ধুরূপে এক ঈশ্বরকে তিনরূপ ব্যাখ্যায় বাইবেলে বর্ণন করিয়াছেন, বিশেষতঃ পুরাণাদিতে পুত্র কি বন্ধু বলিয়া উক্ত করেন নাই ইহারা যে ঈশ্বরপুত্র ও ঈশ্বরবন্ধু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে পুরাণে হরিহর একাত্মা, অপর হরির নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মা সুতরাং নারায়ণকে ঈশ্বর, একাত্ম সখা ভাবজন্য শিবকে ঈশ্বরবন্ধু নারায়ণ হইতে উৎপন্নবিধায় ব্রহ্মাকে ঈশ্বর পুত্র কহিয়া থাকিবে ফলে একাত্মাই তিনরূপ তাহার ভেদ বর্ণনা করেন নাই, সুতরাং পুরাণাদি প্রায়ের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়না।

---

* (এক এবত্রয়োদেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ইতি) এই ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, ইহাঁরা একই হয়েন।

যদ্রূপ * স্বায়ম্ভুবমনু ও শতরূপা কন্যাকে মনুষ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ আদম ও ইবের বর্ণনা ফলিতার্থ আদম ও ইবকেই যে মনু ও শতরূপা বলেন এমত নহে সেইরূপ ইহারদিগকে জানাইয়াছেন এইমাত্র।

যদ্রূপ মনুরপুত্রদ্বয়, যথা—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তদ্রূপ আদমের পুত্রদ্বয় বর্ণন করেন, যথা (কইন ও হাবেল) বিশেষমাত্র মনুকন্যা আকূতি প্রসূতি দেবহূতি, তাহারদিগের অনুরূপ আদমের কন্যা বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অনন্তর সৃষ্টির বিষয়ে পুরাণের সহিত ঐক্য করিতে পারেন নাই, একারণ সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই গোলযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, সৃষ্টি বিশেষের কারণ দর্শাইতে শক্ত হয়েন নাই অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ প্রজা যথা—উদ্ভিজ্জ স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতির সৃষ্টি কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বাইবেলে বর্ণনা নাই, সুতরাং পুরাণের সহিত বাইবেল বর্ণনার এই সকল স্থানের ঐক্যকরা যায় না ইহা কেবল বাইবেলকর্ত্তা একপ্রকার যোড়াতাড়া দিয়া রাখিয়াছেন এইমাত্র অনুভব হয়।

অপিচ পুরাণাদিতে অকালিক প্রলয়োপলক্ষে মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে জলপ্লাবনের কথা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে (নোয়ার) সময়ের জলপ্লাবন হইয়াছিল বলিয়া তদনুরূপ বাইবেলে বর্ণন করা হইয়াছে।

---

* মনুর পুত্রকে মানব বলিয়া পুরাণে বর্ণনা করেন, ম্লেচ্ছেরা সেইরূপ আদমপুত্রকে আদমী বলেন, অধুনা ইংলণ্ডীয়েরদিগের ভাষায় মনুষ্যকে (ম্যান) বলে তাহার অভিপ্রায় কি বুঝিতে পারিনা? অনুমান, ইহারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞাত থাকিবেক যে মনুষ্যোৎপাদক মনু, মনুর পুত্র মানব বিকৃত উচ্চারণ করতঃ ইদানীং মানবকেই (ম্যান) বলিয়া থাকেন, কেননা বর্ত্তমানকালে সকলেই মনুকে (মেনু) বলেন সুতরাং তৎপুত্রাদিকে (মেনব) বলা সঙ্গত ক্রমশঃ শব্দের অঙ্গহানিদ্ধ বিধানে বকারলোপে (ম্যান) হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাণে যেমন গঙ্গাদিকে পবিত্রা নদী বলিয়াছেন, সেইরূপ যর্দ্দন নদীকেও বাইবেলে পবিত্রা বলিয়া লিখিয়াছেন, পুরাণাদিতে যদ্রূপ ভগবানের জন্মভূমি বলিয়া মথুরা ও অযোধ্যাদিকে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, তদ্রূপ বাইবেলেও খ্রীষ্টের জন্মভূমি (বৈৎলেহেম) অথবা জেরুজিলমকে পুণ্যক্ষেত্র কহিয়াছেন।

যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে শংখচিল নীলকণ্ঠাদি পক্ষিকে পুণ্যপক্ষী বলে ধৃত করিয়াছেন, বাইবেলে (ঘুঘু) পক্ষীকেও সেইরূপ ধৃত করেন।

অথ বাইবেলের মর্ম্ম প্রকাশ ও খ্রীষ্টের দ্বাদশ উপদেশ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎকাশীশ্বর স্বামী ভাক্তজ্ঞান প্রতিবোধার্থে আরও বাইবেলের কৃত্রিমত্ব প্রকাশে হিন্দুশাস্ত্রাদি প্রায় রচিত বাইবেলের লিখিত প্রমাণে প্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন যদ্রূপ পুরাণে ভগবান মহিমা বর্ণনে তদ্ভক্তের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্রূপ বাইবেলেও আছে। যথা কালকেয়াদি অসুরের প্রতিকূলে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদ্রজলকে যে যোগবলে শোষণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ বাইবেলেও মিশরীয় লোকদিগের প্রতিকূলে ঈশ্বর [illegible] দিগের সাহায্যার্থে মোজেশ প্রেরিত হতে যষ্টির আঘাতে [illegible] জলকে অন্তর করিয়া শুষ্কপথে ইস্রায়েলদিগকে লইয়া [illegible] অপিচ শুষ্ক সমুদ্র মধ্যে যেরূপ কালকেয়াদিকে দেবতারা বিনাশ করেন, সেইরূপ মিশরীয়দিগকেও ঈশ্বর বিনাশ করিয়াছেন।

অন্যদপি, খ্রীষ্টখ্রীষ্ট যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, সে সকল হিন্দুশাস্ত্রের আভাসে ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যথা নিউটেষ্টামেণ্ট ৫ অধ্যায়।

“বধ ও ক্রোধ করণে নিষেধ, ও পরদার করণে নিষেধ, দিব্যকরণে নিষেধ, ও হিংসাকরণে নিষেধ, ও শত্রুগণের প্রতি প্রেমের ব্যবস্থা, ও ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা, ও দান করণের ব্যবস্থা, ও প্রা

না করণের ব্যবস্থা, ও উপবাস করণের ব্যবস্থা, ও ধনসঞ্চয়ের উপ-দেশ, ও ধর্ম্ম বিষয় চেষ্টাকরণের আবশ্যকতা, দোষীকরণে নি-ষেধ, প্রার্থনা করণের উপদেশ, সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশের উপদেশ, মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তা হইতে সাবধান হওনের উপদেশ, ও ঈশ্বরের ইষ্টক্রিয়া করণের আবশ্যকতা ও জ্ঞানির ও অজ্ঞানির দৃষ্টান্ত এই খ্রীষ্টের উপদেশের সমাপ্তি,।

যীশুখ্রীষ্ট বাইবেল মতে শিষ্যদিগকে এই নীতি উপদেশ করেন, ইহা সমস্তই বাচনিকে উত্তম যেহেতু পুরাণাদি সংহিতার অভিপ্রায়ের অনৈক্য নহে, কেননা মন্বাদি শাস্ত্রে * যে দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ কহিয়া-ছেন, তল্লক্ষণের অনুগত হয়, কিন্তু যবন ম্লেচ্ছেরা যেরূপ ধর্ম্ম যাজন করেন তাহার সহিত এ উপদেশের সঙ্গতি হয় না, বস্তুতঃ ইহাতে শুদ্ধ সংসার বৈরাগ্য বিষয়ের উদাহরণ হয়, ইহা ম্লেচ্ছদিগের উপাসনা-কাণ্ডের বহির্গত, এই সকল উপদেশ অবিরোধে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মেই ধরিয়াছে।

---

* ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয় শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যাসত্য মক্রোধো দশকো ধর্ম্মলক্ষণং। অস্যার্থ।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশবিধ ধর্ম্ম ইহার রক্ষাতেই সকল ধর্ম্ম রক্ষা হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতির আচরণীয় যতধর্ম্ম কহি-য়াছেন, সে সকল ধর্ম্মই ইহার অন্তর্গত হয়, ফলে যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া জানাইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে মুখে এই ধর্ম্মেরই বক্তৃতা করিয়া থাকেন, ফলে ধর্ম্মের যথার্থ অনুষ্ঠান করুন, বা না করুন, কিন্তু ধার্ম্মিকতায় এই মহাধর্ম্মকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রতারক জনেও প্রতারণা করণের পূর্ব্বে এই যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশের সহিত আপনার অসদভিলাষের পূরণ করিয়া থাকে। সুতরাং বাই-বেলকর্ত্তা রূপান্তর বর্ণনা দ্বারা দশবিধ ধর্ম্মের ভাব লইয়া উপদেশ-চ্ছলে লিখিয়াছেন।

যখন বাইবেলে বধ ও ক্রোধ করিহ না বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তখন অক্রোধ ও অহিংসা ধর্ম্মকেই বলবান বলা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারদিগের শরীর ও মন সতত ক্রোধাধীন বা লোভাকৃষ্ট প্রযুক্তই হউক, পরপ্রাণঘাতন সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন, যেহেতু ম্লেচ্ছজাতিরা সর্ব্বদাই আমিষাহারী সুতরাং স্বতঃ পরতঃ হিংসা কার্য ব্যতীত তদাহার সম্পন্ন হয় না, বিশেষতঃ রাজস তামস স্বভাব ব্যতীত শুদ্ধ সত্ত্বের হিংসা নাই। ইহাতে হিন্দুজাতীয়েরদিগের মধ্যে ত্রিবিধ ধর্ম্মী আছে যাহারা তামস তাহারা অবৈধামিষাহারী, যাহারা রাজস, তাহারা বৈধামিষাহারী, সাত্ত্বিকেরা শুদ্ধ নিরামিষাহারীই হয়েন। যখন বাইবেলে পরদার কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন, তখন সমুক্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধর্ম্মকেই বলবান করা হইল, কিন্তু ম্লেচ্ছধর্ম্মের সহিত তদ্ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, যেহেতু তাহারা নিয়তই ইন্দ্রিয়ের বশতাপন্ন নচেৎ বিধবাস্ত্রীর পাণিগ্রহণে প্রবর্ত্ত কেন হইবে? যখন দিব্য অর্থাৎ শপথ করিতে নিষেধ করেন, তখন মিথ্যাবহার পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের পরিগ্রহণ করাই হইয়াছে, কিন্তু সে সত্যধর্ম্ম বৈদিকজাতি ব্যতীত ম্লেচ্ছাদিজাতির ব্যবহার্য্য কস্মিন্ কালেও হয় না, অর্থাৎ যাহারা অহরহ বৈষয়িক কি পারমার্থিক বিষয়ের প্রতারণায় যত্নবান্, তখন তাহারদিগের সত্যধর্ম্ম কেবল ধর্ম্ম প্রশংসায়, ফলে কার্য্যেতে তাহার অণুমাত্রও দৃষ্ট হয় না, তদ্বিষয়ের স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি, যাহারদিগের দেশে ঋণ-দান ও আদান বিষয়ের লিপিবন্ধনের দৃঢ়তা থাকে তাহারদিগের দেশে যে সত্য বন্ধনের শৈথিল্য তাহাতে সন্দেহ কি? অর্থাৎ যাহারদিগের সত্যে বিশ্বাস থাকে, তাহারদিগের তদ্বিষয়ের পাত্র লিপিবন্ধনের প্রয়োজন থাকে না। যখন শত্রুর সহিত প্রেমের ব্যবস্থা বাইবেলে দেখে, তখন ক্ষমাধর্ম্মানুগতই বোধ হয়, কিন্তু বাইবেলের উক্তিমত ম্লেচ্ছদিগের ক্ষমাপন্ন স্বভাব নহে, যেহেতু তাহারা লোকের সহিত যতই প্রেম করুক কিন্তু তাহাতে আত্মস্বার্থ ব্যতীত পরোপকারের প্রসঙ্গও নাই।

(ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা) যাহা বাইবেলে উক্ত করেন, তাহা ধর্ম্ম-সংহিতোক্ত শৌচ ধর্ম্মাদিপর হয়, ইহাও ম্লেচ্ছদিগের ব্যবহারের অন্তর, কেন না, ইহারদিগের কোন আচারই নাই শুদ্ধ শিশ্নোদর পরায়ণমাত্র, (গোপন দান করণের ব্যবস্থা) যে বাইবেলে লেখেন সেও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দান ধর্ম্মের আভাস, নচেৎ ম্লেচ্ছজাতীয়দিগের বিশেষরূপ বিধিপূর্ব্বক গোপন-দান নাই, শুদ্ধ লোক জনতায় কিঞ্চিৎ২ কনে অর্থ দেওয়া আছে এইমাত্র তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তিকেই দেওয়া নাই। ভগবৎ সমীপে (প্রার্থনা করণের ব্যবস্থা) যে বাইবেলে লেখেন তদুপদেশ হিন্দুদিগের সর্ব্বকার্য্যেই প্রচলিত আছে, ম্লেচ্ছেরা প্রার্থনার অনুষ্ঠান কিছু জানে না, কেবল সপ্তম দিবসান্তর এক দিবস একবার মুখে আমারদিগের প্রভু বলিয়াই ক্ষান্ত হয়। মন্ত্রের মধ্যে (মনফিরাও স্বর্গের রাজ্য নিকট হইল) এই মাত্র বাক্য কহিয়াই প্রার্থনা করেন। (উপবাস করণের ব্যবস্থাকে) ধর্ম্মের মধ্যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও হিন্দুশাস্ত্রের আভাস নচেৎ ম্লেচ্ছ-দিগের কোন উপবাস দেখিতে পাওয়া যায় না, তদুপদেশে হিন্দু-জাতীয়েরাই পরম তৎপর, যেহেতু ইহাদিগের একাদশ্যাদি নানা-দিবসে ঈশ্বরোদ্দেশে উপবাস আছে, (ধনসঞ্চয়ের) উপদেশ যাহা বাইবেলে দৃষ্ট হয়, তাহাও সাংসারিক বিষয়ে মন্বাদি শাস্ত্রের অভি-প্রায় লইয়াছেন, কিন্তু ন্যায়োপার্জ্জিত ধন পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া যে এক ভাগ সঞ্চিত করিবেক ইহা ম্লেচ্ছেরদিগের স্বভাব নহে। ফলে ম্লেচ্ছদিগের যে উপার্জ্জন সে অন্যায় রূপেই হয়, এবং অপকৃষ্ট কার্য্যেই বিশেষ ব্যয় করেন, ধর্ম্মার্থে কাহারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় কখনও হয়। সুতরাং তাহারদিগের যে ধর্ম্ম প্রথা সে কল্পিত ব্যতীত চিরপ্রচলিত বোধ হয় না, যেহেতু পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক প্রচলিতা প্রথায় যাহারা আবদ্ধ থাকে, তদ্রক্ষার্থে তাহারদিগের শাস্ত্র দর্শনের বড় অপেক্ষা থাকে না, বস্তুতস্তু শাস্ত্রের সহিত প্রচলিতা প্রথার ঐক্য আছে, অতএব এই সকল কারণে বোধ হয় যে হিন্দু.

শাস্ত্রের অনুবাদ বাইবেল, যদি ম্লেচ্ছদেশের বাইবেল আদি শাস্ত্র হইত, তবে তদুদিতা প্রথার কোন ভাগ না কোন ভাগ অবশ্যই তাহারদিগের প্রচলিতা থাকিত। (ধর্ম্মবিষয়ের চেষ্টা করণের আবশ্যকতা) যে বাইবেল উক্তি ইহাও মন্বাদি শাস্ত্রের মত হয়, এতদ্বাক্যে বরং ম্লেচ্ছ মধ্যে ধর্ম্মচেষ্টা কাহারং থাকিতে পারে বোধ করি, কিন্তু মিশনরিদিগের ব্যবহারে বোধ হয়, যে তদ্দেশজাত ব্যক্তি মাত্রই কপটী, ইহাঁরা কেহই ধর্ম্মের বিশ্বাস করেন না।

অপর বাইবেলে যে পরকে (দোষীকরণে নিষেধ) লিখিয়াছেন, ইহাও হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ, যেহেতু প্রমাণ আছে (পরনিন্দা বিবর্জ্জয়েদিতি) সুতরাং হিন্দুজাতীয়েরা কাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত নহেন, কিন্তু ঘোরতর নিন্দক ম্লেচ্ছদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কুতর্কী ম্লেচ্ছজাতীয়েরাই সর্ব্বজাতীয় নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইয়া সকলেরি ছিদ্রান্বেষণ করেন, এবং নির্দ্দোষী ব্যক্তিদিগকেও সর্ব্ব দোষে দোষী করেন, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুদিগের দোষ বা গীত শুণ মাত্র দেখেন না, ও শ্রবণও করেন না, অপরমপি দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি সকলের উপরেই বিবিধ দোষের ক্ষেপ করিয়া থাকেন, অন বাইবেল মতে উপদেশ শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতায়ও সুনিপুণ। অপিচ বাইবেলোক্ত (প্রার্থনা করণের উপদেশ) তদর্থে কহেন অহরহঃ পরমেশ্বর সন্নিধানে নিয়ত মুক্তির প্রার্থনা করহ, কিন্তু কাহাকে প্রার্থনা বলে আর কিরূপ বাক্যে প্রার্থনা করিতে হয়, ইহা ম্লেচ্ছদিগের ধ্যানগোচর নহে, এ বিষয়ে বৈদিকজাতিরাই বিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করা যায়, যে ম্লেচ্ছেরা এ বিষয়কে অনুবাদ করিয়া লইয়াছে বটে, ফলে যাজনের অভ্যাস করিতে পারেন নাই।

অন্যদপি (মিথ্যা ভবিষ্যৎবক্তা হইতে সাবধান হওনের উপদেশ) বাইবেলে উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু বিচার করিতে হইবে যে কে মিথ্যাবাদী হয়, ইহাতে বিশেষ বোধ হইতেছে

যে ম্লেচ্ছ জাতীয়েরাই বিফল ভবিষ্যৎ বাক্যই নিয়ত গ্রহণ করিয়া যথার্থ বাদীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ মোক্ষ-মূলরাদি গ্রন্থকর্ত্তারা দ্বেষ ও পৈশুন্যাদিতে পরিপূর্ণ চিত্ত, কতকগুলিন পুরাণ শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ২ ভাগকে অনুবাদ করিয়া, তাহার সহিত আপ-নারদিগের অসতী কুযুক্তি মিশ্রিত করিয়া অভাবনীয় বিষয় বর্ণন করা ঋষিবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে জানাইয়াছেন, সেই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধুনা ম্লেচ্ছজাতীয়েরা যথার্থ ধর্ম্মের দ্বেষ করে, ফলিতার্থ, তাঁ-হারদিগের অভিপ্রায় এই যে আত্মকৃত ব্যবহারের দোষ মার্জ্জনার নিমিত্তেই এতদুক্তি করিয়াছেন, কেননা হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদিত বাই-বেল পুস্তকের প্রতি যদি যথার্থ ভবিষ্যদ্বাদী ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের কেহ প্রমাণ দর্শায় তবে অসৎদিগের কৌশল ভাঙ্গিয়া যাইবেক একারণ হিন্দুশাস্ত্র প্রতি লক্ষ করিয়াই এই বাগাড়ম্বরি করিয়াছেন।

ফলে মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তা ম্লেচ্ছগণেরাই সুশিক্ষ হিন্দুদিগের ভবি-ষ্যদ্বাদীরাই যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা অর্থাৎ তাঁহারদিগের বাক্যের পদে পদে ফল দর্শন হইতেছে, যথা ভবিষ্যে।

"গতে পঞ্চ সহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনেচ ভারতে। ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেত-বর্ণা বর্ণাং ভোক্ষ্যন্তি বীর্য্যতঃ॥" ভাগবতে। ধর্ম্মোচ্ছেদং করিষ্যন্তি ম্লেচ্ছা-শ্চ ম্লেচ্ছরূপিণঃ। তস্মাত্তে জনপদা সঙ্কীর্ণাচারনিন্দিনঃ॥ শূদ্রা ভোক্ষ্যা-শ্চ সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে তামসে যুগে। ম্লেচ্ছা এবং পাইষ্যন্তি সর্ব্বে ম্লে-চ্ছপ্রায়ে যুগে। ধর্ম্মং রক্ষান্তু ধর্ম্মজ্ঞা অপি রক্ষন্তু পাসনাঃ॥ সর্ব্বৈঃ সা-র্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং॥ ইত্যাদি"

কতকাল গত হইল, পুরাণে ঋষিগণেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, কিঞ্চিন্ন্যূন কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর গত হইলে শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছসৈ-ন্যেরা এই ভারতভূমিকে অধিকৃত করিয়া ভোগ করিবেক, এতদ্বাক্য বর্ত্তমানকালে ভারতভূমিতে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার হওয়াতেই সফল হইয়াছে, অপর, রাজরূপী ম্লেচ্ছ সকল ধনাপহরণ দ্বারা প্রজা-পীড়ন করিবেক, প্রজাসকল তাহারদিগের অধীন হইয়া ম্লেচ্ছ স্ব-

ভাব ও তদ্রূপ আচার, ব্যবহার, ও রীতি নীতি, এবং তদ্রূপ বা ভাব হইবে, এতদ্বাক্য সফল।

অপর শূদ্র সকল ব্রাহ্মণাদিকে নমস্কার করিবেক না প্রায় (ভো বাদী) অর্থাৎ কথায় মর্য্যাদা রক্ষা করিবেক, এবং ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রায়ই সকল ম্লেচ্ছবৎ হইবেক, অপিচ, স্বয়ং অধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি সকল একত্র হইয়া উত্তম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এবং সকলের সহিত সকলেই প্রায় ভোজন করিবে আহারের কোন নিয়ম থাকিবেক না, এই সকল বচনের বিষয় প্রায় সমস্ত হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে তাহাও ফলিবে, অতএব বাহ্য বেলোক্ত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় ঋষিগণকে মিথ্যাবাদী বলা যাবেক না, ফলিতার্থ ম্লেচ্ছেরাই তদ্বাক্যের বিষয় হইয়াছে।

অপর বাইবেল মতে (ঈশ্বরের ইষ্ট ক্রিয়া করণের আবশ্যকতা) বলিয়া যে এই উপদেশ করেন তাহাও হিন্দুশাস্ত্রাভিপ্রায়, যে কেহ ম্লেচ্ছেরা হিন্দুদিগের ন্যায় ঈশ্বর তুষ্ট্যর্থে কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন অর্থাৎ কোন কর্ম্মই করেন না, কেবল এক কুতর্কযুক্ত বাক্যেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে দেব দেবীর পূজা বন্দনাদি না করিলে ঈশ্বরের ইষ্টক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তদন্যৎ যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম উপবাসাদি কিছুই তাঁহার ইষ্টক্রিয়া নহে, এই সকল কুযুক্তি দ্বারা কেবল ভগবদুপাসনার পথের অবরোধ হইতেছে এই মাত্র, স্বরূপতঃ বাইবেলের উপদেশ যে রূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ম্লেচ্ছেরা সে ভাবে গ্রহণ করেন না, বরং হিন্দুদিগের ব্যবহার দেখিলে তাহার ফল বোধ হয়, একারণ তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, যে হিন্দুশাস্ত্র দৃষ্টেই সকল দেশীয় শাস্ত্র হইয়াছে, কেবল হিন্দুরাই শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়া থাকেন যাহারদিগের চিত্তে সংসার বৈরাগ্য উদয় না হয়, তাহারা কদাপি শাস্ত্রমতে চলেন না একাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডাদি দেশজাত কোন ব্যক্তিকেই বৈরাগ্যযুক্ত দেখিলাম না, শুদ্ধ অর্থোপচয় জন্য বিশেষ কৌশল শিক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার কারণ যে

দাদিশাস্ত্রে যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কোটি অংশের একাংশও বাইবেলে নাই, যথা (শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃসমাহিতো-ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।) যে সাধক শান্ত অর্থাৎ যাহার চিত্ত সমতাগুণে আপন্ন হয়, আর ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হয়, আর যাহার চিত্ত তিতিক্ষা অর্থাৎ ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট হয় তিনি আপনাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। অদ্যাপি যে ম্লেচ্ছেরা কপটী তাহার আরও প্রমাণ দেখাইতেছি, ম্লেচ্ছপুস্তক বাইবেল তাহাতে মুষাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, যে বর্ণনা করেন তাহাকে ধৃত করা গেল।—যথা

"আর তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন সেই দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে।"

এই শ্রুতিপ্রায় হিন্দুশাস্ত্রের মত, কেননা পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রেই পিতা মাতার স্তুতি বন্দনা সেবাদি করিতে কহিয়াছেন, এবং তাহারদিগের মনের ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা পিতা মাতার তুষ্টিতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি হয় এপ্রমাণ বাইবেলে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ম্লেচ্ছগণেরা আপন শাস্ত্র যেমন হউক, পরন্তু বিপরীত ব্যবহার করান, দেখ মিশনরিগণেরা, বিদ্যাভ্যাস ছলে বালকদিগকে নানা হেতুবাদ প্রদর্শন দ্বারা ক্রাইষ্ট ধর্ম্মে লইয়া একেবারে তাহারদিগের পিতা মাতাকে ক্লেশসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা পুত্রশোকে কাতর হইয়া যতই রোদন করুন তখন ঐ নির্দ্দয় অধার্ম্মিকেরা কোনমতেই তাঁহারদিগকে সন্তানের নিকট ও যাইতে দেন না, বালকেরাও কুশিক্ষা বশে এমনি নিষ্ঠুরতাচরণ করে, যে পিতা মাতার সম্ভ্রম করা দূরে থাকুক, বাক্যমাত্রেও আলাপ করেনা, তখন তাহারদিগের বাইবেলোক্ত উপদেশ কোথায় গমন করেন, সুতরাং কপট ধর্ম্মীরা কেবল মৌখিক সাধুতা জানাইয়া নিয়তই অসাধুব্যবহারে লোককে অন্ধতামিস্রে নিক্ষেপ করিতেছে, ফলিতার্থ এরূপ কপট ধর্ম্মের সহিত কোন শাস্ত্রেরই মিলন হইতে পারে না, হিন্দুধর্ম্মের

তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম্ম নহে, ফলে এতদ্ধর্ম্ম যাজনব্যতীত ও পরম করুণাময় জগৎপিতার পদবীতে গমনের শক্তি হয় না।

সমাপ্ত।

আগত পক্ষে এতদ্বিষয়ের সম্যক্ মুদ্রাঙ্কণ করিয়া পাঠকবর্গের অনুমোদন করিয়া যশঃ লাভ করিব।